বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২

পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা
তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

সহযোগিতায়
তথ্য কমিশন বাংলাদেশের কর্মচারিবৃন্দ

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মো. আকরাম হোসেন পাটোয়ারী

মূদ্রণ
আর. জে প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
+৮৮ ০১৭১৩ ০৪২ ৬৩৪

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

তথ্য কমিশন বাংলাদেশের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সূচিপত্রের সারণী	V-VI
	মুখবন্ধ	VII
	বর্তমানে কর্মরত প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনার	IX
	২০২২ সালে কর্মরত প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ	X
	সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনারবৃন্দ ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ	XI
	বার্ষিক প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ	XII
	এক নজরে তথ্য কমিশনের কার্যক্রম	XVI
অধ্যায় ১	**তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা**	০১
১.১	তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি	০২
১.২	তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন, জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মাণের অগ্রগতি	০২
১.৩	সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা	০৪
অধ্যায় ২	**তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম**	০৫
২.১	২০২২ সালে তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম	০৬
২.২	জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ	০৮
২.৩	তথ্য মূল্য সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের কোড নম্বর	১৬
২.৪	মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বিভিন্ন অধিদপ্তর/ দপ্তর, সংস্থার এবং উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ	১৬
২.৫	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	১৬
২.৬	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের চিত্র	১৯
২.৭	অনলাইনে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন	২০
অধ্যায় ৩	**তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম**	২১
৩.১	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	২২
৩.২	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা প্রশাসন/ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	২৩
৩.৩	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বেসরকারি সংগঠনসমূহের কার্যক্রম	৩৪
অধ্যায় ৪	**আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন**	৪৫
অধ্যায় ৫	**তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি**	৫৭
৫.১	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা	৫৮
৫.২	সরবরাহকৃত তথ্য ও না দেয়া তথ্যের সংখ্যা	৬০
৫.৩	আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তি	৬১
৫.৪	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি	৬১
৫.৫	সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি	৬২
৫.৬	প্রাপ্ত আবেদনগুলোর বিভাগওয়ারী বিভাজন	৬৩
৫.৭	সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০টি জেলা	৬৪

৫.৮	এনজিওসমূহে প্রাপ্ত আবেদন	৬৫
৫.৯	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ	৬৫
৫.৯.১	মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ	৬৬
৫.৯.২	জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ	৬৬
৫.৯.৩	এনজিও থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ	৬৭
৫.১০	তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ ও গৃহীত ব্যবস্থাদি	৬৮
৫.১১	তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ (বছর ভিত্তিক)	৬৮
৫.১১ (ক)	২০২২ সালে কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের (শুনানীর জন্য গৃহীত) বিশ্লেষণ	৭৩
৫.১১ (খ)	মোট অভিযোগকারীর মধ্যে নারী-পুরুষ শ্রেণীভেদ	৭৮
৫.১১ (গ)	তথ্য কমিশনে শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের যাচিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ	৭৮
৫.১২	শুনানীর জন্য গৃহীত না হওয়া অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ	৮২
৫.১২ (ক)	অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করার কারণ	৮২
৫.১২ (খ)	শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি এমন অভিযোগ বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফল	৮৪
৫.১৩	তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব	৮৪
৫.১৪	তথ্য কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	৮৫
৫.১৫	তথ্য কমিশন: উল্লেখযোগ্য কেস স্টাডিসমূহ	৮৫
৫.১৬ (ক)	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা/চ্যালেঞ্জসমূহ	৯৮
৫.১৬ (খ)	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের সুপারিশসমূহ	৯৮
৫.১৭	উপসংহার	৯৯
অধ্যায় ৬	**পরিশিষ্টসমূহ**	১০১
ক.	তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো	১০২
খ.	তথ্য কমিশনের কর্মরত কর্মচারীবৃন্দের তালিকা	১০৩
গ.	তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০২২	১০৬
ঘ.	তথ্য অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন কমিটি	১০৯

মুখবন্ধ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণের ক্ষমতায়নে তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহ গুরুত্বপূর্ণ।

২০০৯ সনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে তথ্য অধিকার আইন পাশ করার পরে তারই ধারাবাহিকতায় ১লা জুলাই, ২০০৯ তারিখে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠার পর হতে কমিশন আইনের বাস্তবায়নে এবং এর সুফল জনগণের নিকট পৌঁছে দিতে কাজ করে যাচ্ছে।

জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা কমিশনের প্রধান অঙ্গীকার। তথ্য কমিশন জাতির প্রত্যাশা পূরণ এবং এর সফল বাস্তবায়নে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করে।

তথ্য কমিশনের কার্যক্রম ও বিভিন্ন অর্জন এবং সারাদেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ড, মতামত ও সুপারিশমালা নিয়ে তথ্য কমিশনের "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২" প্রকাশ করা হলো। এ প্রতিবেদন প্রকাশে যাঁরা প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ এবং মতামত দিয়ে কমিশনকে সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি এ প্রতিবেদন তথ্য কমিশন বাংলাদেশের কার্যক্রম, এর সীমাবদ্ধতা, তথ্য অধিকার আইন ও এর বাস্তবায়ন এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা দিতে সক্ষম হবে।

সারাদেশে জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিতকরণে এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর অনুসরণ ও বাস্তবায়নের তথ্য তুলে ধরার প্রয়াসে এই বার্ষিক প্রতিবেদন।

ডক্টর আবদুল মালেক
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

বর্তমানে কর্মরত প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনার

ডক্টর আবদুল মালেক
প্রধান তথ্য কমিশনার

প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে ডক্টর আবদুল মালেক ২০২৩ সালের ২২ মার্চ যোগদান করে দায়িত্ব পালন করছেন।

সুরাইয়া বেগম এনডিসি
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশনার হিসেবে জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি ২০১৮ সালের ২৯ মে যোগদান করে দায়িত্ব পালন করছেন।

২০২২ সনে কর্মরত প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ

মরতুজা আহমদ
প্রধান তথ্য কমিশনার

প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে জনাব মরতুজা আহমদ ২০১৮ সালের ১৮ জানুয়ারি যোগদান করে ১৭ জানুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

সুরাইয়া বেগম এনডিসি
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশনার হিসেবে জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি ২০১৮ সালের ২৯ মে যোগদান করে দায়িত্ব পালন করছেন।

ডক্টর আবদুল মালেক
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশনার হিসেবে ডক্টর আবদুল মালেক ২০২০ সালের ৩০ জানুয়ারি যোগদান করে ২১ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনারবৃন্দ

এম আজিজুর রহমান
০২ জুলাই, ২০০৯ হতে ১০ জানুয়ারি, ২০১০

মোহাম্মদ জমির
৩১ মার্চ, ২০১০ হতে ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১২

মোহাম্মদ ফারুক
১১ অক্টোবর, ২০১২ হতে ০৯ জানুয়ারি, ২০১৬

অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান
০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ হতে ০৪ জানুয়ারি, ২০১৮

সাবেক তথ্য কমিশনারবৃন্দ

মোহাম্মদ আবু তাহের
০২ জুলাই, ২০০৯ হতে
০১ জুলাই, ২০১৪

অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম
০৫ জুলাই, ২০০৯ হতে
০৪ জুলাই, ২০১৪

অধ্যাপক ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ
২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে
৩১ জানুয়ারি ২০১৮

নেপাল চন্দ্র সরকার
১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে
১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বার্ষিক প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

দেশের সকল সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত, দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ২০০৯ সালে সরকার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস করে। তথ্য অধিকারকে জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নাগরিকের চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণের মধ্যে এ আইনের চর্চা বৃদ্ধি করা গেলে সরকারি-বেসরকারি সকল সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, ফলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে ।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এটি একটি জনবান্ধব আইন। তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত হয় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯। আইনটি সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা সৃষ্টির পাশাপাশি সরকারের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করে এবং প্রকারান্তরে তা সরকারি-বেসরকারি সকল স্তরের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১১ ধারা অনুযায়ী জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে সরকার তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুসারে প্রতি বছর তথ্য কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্য প্রদানের সংখ্যা, এতদ্‌সংক্রান্ত আপীল ও নিস্পত্তির সংখ্যা, তথ্য প্রদানের জন্য আদায়কৃত মূল্য, তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও তার ফলাফল, তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব, আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ। এছাড়া তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে পরিলক্ষিত চ্যালেঞ্জসমূহ এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের সুপারিশ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা তথ্য অধিকার আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে চলেছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে কিংবা স্বপ্রণোদিতভাবে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণ, জনঅবহিতকরণ সভা, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটির সভা, উক্ত সভায় তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা, বিভিন্ন কর্মশালা, ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা/নীতিমালা প্রণয়ন প্রভৃতি। এছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা ও প্রশিক্ষণ একাডেমি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজন করে থাকে এবং তথ্য কমিশন থেকে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষক বা রিসোর্স পার্সন প্রেরণ করা হয়।

তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনসচেনতা বৃদ্ধি করা তথ্য কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই আইনকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে তথ্য কমিশন দেশের সকল জেলা-উপজেলা, বিভিন্ন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জনঅবহিতকরণ সভা করছে এবং বিভিন্ন সেমিনার/ সিম্পোজিয়ামের আয়োজন অব্যাহত রেখেছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইনকে কীভাবে আরো অধিক কার্যকর ও জনগণের জন্য ফলপ্রসূ করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও সিনিয়র সাংবাদিকগণের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

এ আইনের আওতায় জনগণকে তথ্য প্রদানে প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানের জন্য নিয়োজিত থাকবেন, যিনি জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে আইনের বিধান ও ব্যতিক্রমসমূহ অনুসরণ করে কাঙ্ক্ষিত তথ্য, নির্ধারিত মূল্য গ্রহণপূর্বক তথ্য সরবরাহ করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করতে ব্যর্থ হলে আবেদনকারী আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল এবং সে ক্ষেত্রেও সংক্ষুব্ধ হলে এ আইনে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করার বিধান রয়েছে। তথ্য কমিশন দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করে শুনানী গ্রহণ, সমন জারী এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক অভিযোগ নিষ্পত্তি করে থাকে। দেওয়ানী আদালতের মত এ আইনে তথ্য কমিশন কোন ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির করার জন্য সমন জারী এবং মৌখিক বা লিখিত সাক্ষ্যপ্রমাণ, দলিল বা অন্যকোন বিষয় হাজির করতে বাধ্য করার আদেশ দিতে পারে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে তথ্য সরবরাহের আদেশ দিতে পারেন। তথ্য প্রদানে বিলম্ব বা তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি বা ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদানের দায়ে তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জরিমানা আরোপ, তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের আদেশও দিতে পারেন।

জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে সারা দেশে ৪২,৬৩০ (বিয়াল্লিশ হাজার ছয়শত ত্রিশ) জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকতার তালিকা করে তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে এবং নতুন নিয়োগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত এসব কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তথ্য কমিশনের উদ্যোগে ০১ জানুয়ারি ২০২২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত জেলা পর্যায়ে দেশের ০৯ টি জেলায় মোট ৫৩৩ জন এবং ১১ টি জেলার ৭০ টি উপজেলায় উপজেলা পর্যায়ে মোট ৪,০৩৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ সংস্থার ৪৩২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (আরটিআই) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২ সালে সর্বমোট ৫,০০২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ বছর রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ২৮ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন কর্মসুচির মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২' উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে তথ্য কমিশন কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। বিভাগ, জেলা এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ও পৌর ডিজিটাল সেন্টারসমূহকে সংযুক্ত করে উপজেলা পর্যায়ে পৃথক পৃথক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। এ বছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "তথ্য প্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক।" দিবসটি উদ্‌যাপনে ০৯টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয় এবং ১৩ টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য কমিশন থেকে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এছাড়া দিবসটির প্রতিপাদ্য মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে প্রচার, দেশের বিভিন্ন স্থানে তথ্য অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য, স্লোগান এবং তথ্য অধিকার বিষয়ক ডকুমেন্টারীসমূহ ডিজিটাল স্ক্রল ও ডিজিটাল এডভারটাইজিং বোর্ডের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ ৪৬,০০০ টির অধিক ওয়েবসাইটে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ উদ্‌যাপনের ফেস্টুন প্রচার করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারি, ২০২২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখ সময়ে সমগ্র দেশে তথ্য অধিকার আইনে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ১৮,৩৭৭ টি। দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত ১৮,৩৭৭ টি আবেদনের মধ্যে ১৭,৭৭৭ টি আবেদনের চাহিত তথ্য আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে। যা মোট আবেদনের ৯৬.৭৩%। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৫৪৫টি যা মোট আবেদনের ২.৯৭%%। উল্লেখ্য, ২০২২ সনের শেষে ৫৫ টি অর্থাৎ ০.৩০% তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়াধীন ছিল।

সমগ্র দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে তথ্য প্রদান না করার কারণে বা তথ্য প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর ৩৪৪ টি আপীল আবেদন করা হয়েছে। তার মধ্যে ৩২৭টি আপীল আবেদন নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৭টি আপীল আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২০২২ সালে তথ্য কমিশনে মোট ৭৯১টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যার মধ্যে ৩৬০টি অভিযোগের (মোট অভিযোগের ৪৫.৫১%) শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এমন অভিযোগগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ অভিযোগই বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অফিসসমূহ হলো: উপজেলা কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তরসমূহ, বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, থানা/উপজেলার বিভিন্ন অফিস, বিভিন্ন ভূমি অফিস, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা/ইউনিয়ন পর্যায়ের অফিসমূহ, এনজিওসমূহ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগের মধ্যে পুরুষ অভিযোগকারী ৩৪৬ জন এবং নারী অভিযোগকারী ১৪ জন। ২০২২ সালে শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের ক্ষেত্রে পেশা বিশ্লেষণে দেখা যায় অভিযোগ দায়েরকারীর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে সাধারণ ক্যাটাগরি (২৪৬ টি)। দ্বিতীয় স্থানে সাংবাদিক (৯১ টি)। এছাড়া চাকুরীজীবী ১৭ টি, আইনজীবী ১১টি, বীর মুক্তিযোদ্ধা ০৪ টি, ডাক্তার ০২ টি ও অন্যান্য ও পেশাজীবী ০৯ টি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

২০২২ সালে শুনানীর জন্য গৃহীত ৩৬০টি অভিযোগের ক্ষেত্রেই ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়। এতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে শুনানীতে অংশগ্রহণ করেছে। ফলে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উভয়েরই খরচ, সময় এবং হয়রানি হ্রাস পেয়েছে।

২০২২ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের মধ্যে ৪৩১টি অভিযোগ শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী যাচিত তথ্য 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এর ২(চ) ধারা অনুযায়ী যাচিত তথ্যের আওতাভুক্ত নয় বিধায় ৮০টি অভিযোগ, যাচিত তথ্য যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন না করায় ৭০টি অভিযোগ, সুস্পষ্ট/ সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় ৩৫টি অভিযোগ, যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না করায় ৩০টি অভিযোগ, যাচিত তথ্যের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত জবাব যথাযথ বিবেচিত হওয়ায় ২৬টি অভিযোগ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদন ছাড়াই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করায় ২০টি অভিযোগ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ছাড়া তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করায় ১০টি অভিযোগ, অভিযোগকারীর হাতের লেখা অস্পষ্ট হওয়ায় পাঠোদ্ধার সম্ভব নয় এমন ১৮টি অভিযোগ, যাচিত তথ্য বিচারাধীন মামলা সংশ্লিষ্ট হওয়ায়/বিজ্ঞ দেওয়ানী আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকায় ১৯টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গৃহীত হয়নি। তাছাড়াও সরাসরি তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত অভিযোগ নয় (অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত) বিধায়; একটি অভিযোগের সাথে একাধিক তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন দাখিল এবং আপীল আবেদন সংযুক্ত না করে অভিযোগ দায়ের করায় ইত্যাদি কারনে অভিযোগ শুনানীর জন্য গৃহীত হয়নি। অভিযোগকারীগণকে তার আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফৎ অবহিত করা হয়েছে ও বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য কমিশন তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের শুনানী গ্রহণ করে। কোন নাগরিক তথ্যপ্রাপ্তিতে বাধাগ্রস্ত হলে এবং সেক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৫ এবং ধারা ২৭ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়, জরিমানা করা হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে তথ্য সরবরাহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অবহেলাকে অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করে বিভাগীয় শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। ২০১১ সাল থেকে অদ্যাবধি মোট ৮০টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে গুরুত্ব বিবেচনায় ক্ষতিপূরণ/জরিমানা/বিভাগীয় শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০২২ সালে দায়েরকৃত ০৬টি অভিযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি শাস্তি আরোপ করা হয়।

জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশনসহ সংশ্লিষ্টদের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণের একটি বড় অংশের সচেতনতার অভাব, আইন বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান যথাযথ প্রয়োগ না হওয়া, তথ্য কমিশনের সীমিত জনবল ইত্যাদি তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা মর্মে এ সময়ে চিহ্নিত হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন তথা জনগণের তথ্যের অধিকার নিশ্চিতকরণে তথ্য কমিশনের কার্যক্রমের পাশাপাশি সমাজের অন্যান্য অংশ তথা- বেসরকারি সংস্থা, নাগরিক সমাজ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ, উচ্চ আদালত এবং সর্বোপরি সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

এক নজরে তথ্য কমিশনের কার্যক্রম

০১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) মহান জাতীয় সংসদে পাস, জারীকরণ ও তথ্য কমিশন গঠন: জনগণের ক্ষমতায়ন ও প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতি কমিয়ে এনে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্যের অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ২৯ মার্চ, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে "তথ্য অধিকার আইন-২০০৯" পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ০৫ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে উক্ত আইনে সদয় সম্মতি প্রদান করেন এবং ০৬ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে আইনটি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ০১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ থেকে সারা বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু হয় এবং উক্ত তারিখেই তথ্য কমিশন গঠন করা হয়।

০২। সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন: তথ্য কমিশনের ৭৬ (ছিয়াত্তর) জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনসহ প্রয়োজনীয় যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির তালিকা অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিভিন্ন পদে ৬১ জন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট শূন্য পদে নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তথ্য কমিশনের জনশক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদে আরো ২৭৬ টি পদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৩। তথ্য অধিকার আইনে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা: ০১ জানুয়ারি, ২০২২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখ সময়ে সমগ্র দেশে তথ্য অধিকার আইনে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ১৮,৩৭৭ টি। দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত ১৮,৩৭৭ টি আবেদনের মধ্যে ১৭,৭৭৭ টি আবেদনের চাহিত তথ্য আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে। যা মোট আবেদনের ৯৬.৭৩%। সমগ্র দেশে তথ্য অধিকার আইনে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট ২০২২ পর্যন্ত দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ১,৪৭,৯১৮টি।

০৪। তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ ও আবেদনের ওপর গৃহীত পদক্ষেপ: ২০২২ সালে তথ্য কমিশনে মোট ৭৯১টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যার মধ্যে ৩৬০টি অভিযোগের (মোট অভিযোগের ৪৫.৫১%) শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০২২ সালে শুনানীর জন্য গৃহীত ৩৬০টি অভিযোগের ক্ষেত্রেই ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়। ২০০৯ সাল থেকে ২০২২ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ৪,৫৭৯ টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তন্মধ্যে ২,৯০৯ টি অভিযোগ কমিশন কর্তৃক শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং সকল অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

০৫। তথ্য অধিকার বিষয়ে জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ আইনটি পাস হওয়ার পর হতে এ পর্যন্ত বিভাগীয় পর্যায়ে সকল বিভাগে, জেলা পর্যায়ে সকল জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ৫৯৯ টি জনঅবহিতকরণ সভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য ৬১৬ টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে তথ্য কমিশন এ পর্যন্ত সর্বমোট- ৫৫,২২৪ (পঞ্চাশ হাজার দুইশত চব্বিশ) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। তথ্য কমিশনের আর্থিক সহযোগিতায় প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজিত হয়েছে এবং প্রতিটি সভায় নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে প্রায় ৩ থেকে ৪ শত লোক অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও দেশের সকল বিভাগ ও জেলার সাথে ভিডিও কন্‌ফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমানে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অনলাইন প্রশিক্ষণ চালু রয়েছে। এতে করে অতি সহজেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ঘরে বসেই অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারছেন। তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট (www.infocom.gov.bd) এর মাধ্যমে "সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ" লিংকে প্রবেশ করে কর্মকর্তাগণ উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে প্রশিক্ষণার্থী তথ্য কমিশন হতে একটি সনদপত্রও

পাচ্ছেন। এ পর্যন্ত প্রায় ৬০,৯২৩ জন কর্মকর্তা এ অনলাইন প্রশিক্ষণের রেজিস্ট্রেশন করেছেন যার মধ্যে ৪৬,২৩২ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে সার্টিফিকেট গ্রহণ করেছেন।

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে ০১ জানুয়ারি ২০২২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত জেলা পর্যায়ে দেশের ০৯ টি জেলায় মোট ৫৩৩ জন এবং ১১ টি জেলার ৭০ টি উপজেলায় উপজেলা পর্যায়ে মোট ৪,০৩৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে শারীরিক উপস্থিতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ সংস্থার ৪৩২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (আরটিআই) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২ সালে ০৯ টি জেলা এবং ১১ টি জেলার ৭০ টি উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তা, সাংবাদিক, পুলিশ কর্মকর্তা ও মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৫,০০২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

০৬। তথ্য প্রদান না করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কমিশনের ব্যবস্থা গ্রহণ: তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত আভিযোগের শুনানীঅন্তে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় তার প্রতি ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়, জরিমানা করা হয় ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ না করাকে অসদাচরণ গণ্য করে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি সুপারিশ করা হয়। ২০১১ সাল থেকে অদ্যাবধি মোট ৮০টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে গুরুত্ব বিবেচনায় ক্ষতিপূরণ/জরিমানা/বিভাগীয় শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০২২ সালে দায়েরকৃত ০৬টি অভিযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি শাস্তি আরোপ করা হয়।

০৭। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় ও ফলোআপ: তথ্য কমিশন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সকল বিভাগীয় অবেক্ষণ (সুপরিবেশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি, জেলা অবেক্ষণ (সুপরিবেশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটির সাথে তথ্য অধিকার আইন, অনলাইন প্রশিক্ষণ বিষয়ে মতবিনিময় ও ফলোআপ সভা করেছে। 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২২' উদযাপন উপলক্ষে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশনারদের সাথে ০১ টি ভার্চুয়াল সভা করা হয়েছে।

০৮। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ: তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০ ধারার বিধানের আলোকে তথ্য সরবরাহের জন্য নিয়োজিত ৪২,৬৩০ (বিয়াল্লিশ হাজার ছয়শত ত্রিশ) জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকতার তালিকা করে তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে এবং নতুন নিয়োগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

০৯। তথ্য কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিধিমালা ও প্রবিধানমালাসমূহ, তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা ও লিফলেটসহ অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ এবং তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রচার কার্যক্রমসমূহ: তথ্য কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিধিমালা ও প্রবিধানমালাসমূহ , তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা ও লিফলেটসহ অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ এবং তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য অধিকার সম্পর্কিত গৃহীত প্রচার কার্যক্রমসমূহ **পরিশিষ্ট 'ক'** তে সংযোজিত হল।

১০। আরটিআই ওয়ার্কিং গ্রুপ ও কমিটিসমূহ: তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এর নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়) কাজ করছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত তিনটি কমিটি গঠন করা হয়েছে:

ক) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি

খ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি

গ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি

১১। আর্ন্তজাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপনঃ তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ বছর রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ২৮ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন কর্মসুচির মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২' উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে তথ্য কমিশন কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। বিভাগ, জেলা এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ও পৌর ডিজিটাল সেন্টারসমূহকে সংযুক্ত করে উপজেলা পর্যায়ে পৃথক পৃথক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। এ বছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "তথ্য প্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক।" দিবসটি উদ্‌যাপনে ০৯টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয় এবং ১৩ টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য কমিশন থেকে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এছাড়া দিবসটির প্রতিপাদ্য মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে প্রচার, দেশের বিভিন্ন স্থানে তথ্য অধিকার আইনের উপর দিবসের প্রতিপাদ্য, স্লোগান এবং তথ্য অধিকার বিষয়ক ডকুমেন্টারীসমূহ ডিজিটাল স্ক্রল ও ডিজিটাল এডভারটাইজিং বোর্ডের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ ৪৬,০০০ টির অধিক ওয়েবসাইটে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ উদ্‌যাপনের ফেস্টুন প্রচার করা হয়েছে।

১২। অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম চালুঃ তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম চালুকরণের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। গত ৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এমপি তথ্য অধিকার আইনের উপর অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেম এবং গত ২৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এমপি সিলেটে এর পাইলটিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমটি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতাধীন সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবহারের জন্য পর্যায়ক্রমিক উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে a2i এর সহায়তায়। এ উদ্যোগটি ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ব্যবহারের পথ সুগম করবে।

১৩। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণঃ তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি তথ্য কমিশন বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। তথ্য কমিশন বাংলাদেশ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর "ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার" এ অন্তর্ভুক্তি উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন, জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন, মুজিববর্ষ উদযাপন, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ আগস্ট তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন, ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবসে আলোচনা সভা ও ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে আলোচনা সভা প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

১৪। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে MOU/ MOC স্বাক্ষরঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গণসচেতনতা গড়ে তোলা এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সুবিধার্থে তথ্য কমিশন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে MOU/ MOC স্বাক্ষর করে।

১৫। বাজেটঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে তথ্য কমিশনের বাজেট ছিল ৯,৭২,০০,০০০/- (নয় কোটি বায়াত্তর লক্ষ) টাকা। ডিসেম্বর/ ২০২১ পর্যন্ত মোট ব্যায় হয়েছে ২,৮১,১৪,০০০/-(দুই কোটি একাশি লক্ষ চৌদ্দ হাজার) টাকা।

১৬। তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ ২০১০ সালে তথ্য কমিশনের অনুকূলে নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা এর এফ-১৭ ডি নং প্লটের ০.৩৫ একর জমি বরাদ্দ করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি গত ২৪ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে তথ্য কমিশনের নিজস্ব ১৩ তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। ইতোমধ্যে ৭১,৬৭,০৯,০০০/- (একাত্তর কোটি সাতষট্টি লক্ষ নয় হাজার টাকা) ব্যয়ে ভবন নির্মান কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমান তথ্য কমিশন ভবন, এফ-১৭/ডি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় তথ্য কমিশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

পরিশিষ্ট 'ক'

**** তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক জারীকৃত আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালাসমূহ**

ক. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ইংরেজী পাঠ "The Right to Information Act, 2009"
খ. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯
গ. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর সংশোধনী
ঘ. তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০
ঙ. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০
চ. তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১
ছ. তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি বিধিমালা, ২০১১

**** তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা ও লিফলেটসহ অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ**

ক) তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালাসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর সম্বলিত পুস্তিকা, প্রকাশকাল: ২০১২;
খ) তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ সম্বলিত বই (ভলিউম-১, ২), প্রকাশকাল: ২০১০;
গ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সুবিধার্থে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ব্রেইল পদ্ধতি, প্রকাশকাল: ২০১২;
ঘ) তথ্য অধিকার ম্যানুয়াল, প্রকাশকাল: ২০১২;
ঙ) তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও সিদ্ধান্ত সমূহ সম্বলিত বই: (ভলিউম-১, ২, ৩), প্রকাশকাল: ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪;
চ) তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ ;
ছ) তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও সিদ্ধান্ত সমূহের ইংরেজি সংস্করণ (ভলিউম-১, ২), প্রকাশকাল: ২০১৩, ২০১৪;
ঞ) তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার;
ট) তথ্য অধিকার সহায়িকা;
ঠ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রকল্পের সহায়তায় স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশের নির্দেশিকা প্রণয়ন;
ড) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য নির্দেশিকা;
ঢ) আবেদনকারিদের জন্য নির্দেশিকা;
ন) কর্তৃপক্ষের জন্য নির্দেশিকা;
প) নারীমুক্তি ও বাংলাদেশ ঃ আইন বিধি কর্মযোগ এবং তথ্য অধিকার, প্রকাশকাল: ২০১৬:
ফ) Bangladesh: Reflection on the Right to information Act, 2009, প্রকাশকাল: ২০১৫;
ব) আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ;
ভ) তথ্য অধিকার: কতিপয় গবেষণা, প্রকাশকাল: ২০১৬;
ম) ক্যালেন্ডার প্রকাশ;

**** তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত প্রচার কার্যক্রমসমূহ:**

ক) Text message, sms, TV scroll প্রচার: ২০১০ সাল হতে গ্রামীণফোন, টেলিটক, রবি গ্রাহকদের Text message, sms প্রেরণ এবং সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে TV scroll এর মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

খ) ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় আরটিআই প্রচার: তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে বিভিন্ন টক-শো/আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ বেতার থেকে "তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন" বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করাহয়। এছাড়া বিভিন্ন কমিউনিটি রেডিও, এফএম বেতারে তথ্য অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। তথ্য অধিকার আইনকে অধিক কার্যকর ও জনগণের জন্য ফলপ্রসূ করতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, সিনিয়র সাংবাদিকগণের সাথে মতবিনিময় সভা করা হয়। এছাড়া আরটিআই বিষয়ক বিভিন্ন খবর/প্রতিবেদন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

গ) বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ: তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা ও জনউৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য কমিশন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে। একুশে বই মেলা, জাতীয় উন্নয়ন মেলা, তথ্য মেলা, তথ্য অলিম্পিয়াড ইত্যাদিতে তথ্য কমিশন অংশগ্রহণ করে থাকে।

ঘ) ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রচার: তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক কনটেন্ট, ডকুমেন্টারিসমূহ তথ্য কমিশনসহ দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল ডিসপ্লেতে প্রচার করা হয়।

ঙ) ডকুমেন্টারি নির্মাণ: তথ্য অধিকার আইনের ১০ বছর পূর্তিতে প্রামাণ্যচিত্র- তথ্য সবার অধিকার: থাকবে না কেউ পেছনে আর; জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা: বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা ও মিঠা পানির সম্পদ রক্ষায় তথ্য অধিকার আইনের প্রাসঙ্গিকতা।

চ) টিভিসি/টিভি ফিলার/গম্ভীরা নির্মাণ: তথ্য অধিকার, জনগণের অধিকার; তথ্য পাওয়া আমার অধিকার, তথ্য আমার অধিকার-তথ্য এখন সবার; করবো না আর তথ্য গোপন-স্বচ্ছ সমাজ করবো গঠন।

ছ) নাটিকা নির্মাণ: এফএনএফ এর সহায়তায় তথ্য পেলেন কাশেম চাচা ।

জ) ভিডিও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি: ডিনেট এর সহায়তায়- ইনফোলেডি।

ঝ) পটগান নির্মাণ: তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক পটগান-রূপান্তর এর সহযোগিতায়।

অধ্যায়

১

তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা

১.১. তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি

১৭৬৬ সালে সুইডেনে আইন পাসের মধ্য দিয়ে সরকারি তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। আন্তর্জাতিকভাবে নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা হলো জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র। ১৯৪৮ সালে ১০ ডিসেম্বরে গৃহীত জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র (UDHR) –এর ১৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ ও মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে; বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে যেকোন মাধ্যমে তথ্য ও মতামত অন্বেষণ, গ্রহণ ও জ্ঞাত করার স্বাধীনতা এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত"। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ১৩৬টি দেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন " আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়"। এই ভাষণের সূত্র ধরে পরবর্তীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সময় সংবিধানের ৭ম অনুচ্ছেদে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ" উল্লেখ করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে- 'চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে'। আর তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালে নির্বাচনী ইশতেহারে ক্ষমতায় এলে তথ্য অধিকার আইন পাস করার প্রতিশ্রুতি দেয়। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৯ম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনে (২৯ মার্চ, ২০০৯) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস করে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৫ এপিল, ২০০৯ তারিখে এ আইনটিতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং ৬ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১১ (১) উপ-ধারার বিধান মতে আইন জারির ৯০ দিনের মধ্যে গত ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার ও ২ জন তথ্য কমিশনার তন্মধ্যে একজন নারী কমিশনারের সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠন করা হয় এবং ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ থেকে বাংলাদেশ "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" এর চর্চা শুরু করে।

১.২. তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন, জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মাণের অগ্রগতি

২০০৯ সালে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর প্রাথমিকভাবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের তিনটি কক্ষে কমিশনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন শেরে বাংলা নগরস্থ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় অবস্থিত প্রত্নতত্ত্ব ভবনের ৩য় তলায় একটি ফ্লোরে ভাড়া ভিত্তিতে তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন করা হয়। বর্তমানে তথ্য কমিশনের নিজস্ব ভবন এফ-১৭/ডি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগরে তথ্য কমিশন বাংলাদেশের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

২০১০ সালে তথ্য কমিশনের অনুকূলে নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা এর এফ-১৭ডি নং প্লটের ০.৩৫ একর জমি বরাদ্দ করা হয়। অনুমোদিত স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী প্রণীত ডিপিপি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী **ড. হাছান মাহ্মুদ**, এমপি গত ২৪ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনের নিজস্ব ১৩ তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। ৭১,৬৭,০৯,০০০/- (একাত্তর কোটি সাতষট্টি লক্ষ নয় হাজার টাকা) ব্যয়ে তথ্য কমিশন প্রকল্প ভবনের নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ায় তা উদ্বোধনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় সম্মতি জানিয়েছেন।

তথ্য কমিশন ভবন (এফ-১৭/ডি, আগারগাঁও, প্রশাসনিক এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭)

ভবনের বৈশিষ্টসমূহ

- ৭৮৬৬.৪০ বর্গমিটার ফ্লোর স্পেস।
- আরটিআই ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ডিজিটাল লাইব্রেরি এবং এয়ারকন্ডিশন রিসোর্স রুম।
- ৩০০ আসন বিশিষ্ট এয়ারকন্ডিশন অডিটরিয়াম।
- একুইস্টিক মাল্টিপারপাস হল ও এজলাস/ কোর্ট রুম।
- প্রশিক্ষণার্থীদের অবস্থানের জন্য ডরমেটরি।
- আধুনিক ফায়ার প্রটেকশন সুবিধাদি।
- এসি এবং ফোর্সড ভ্যান্টিলেশন।
- ১২৫০ কেজি, ১৩ স্টপ প্যাসেঞ্জার লিফ্ট, ৩ স্টপ কারলিফ্ট সুবিধা।
- কার পার্কিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।

- ১২৫০ কেভিএ সাব- স্টেশন ও ৪০০ কেভিএ জেনারেটর স্থাপন।
- নিজস্ব পাম্পহাউজ এবং ডিপ টিউবওয়েল।
- দৃষ্টিনন্দন ফোয়ারা।
- ভবনের চতুর্দিকে সবুজ ঘাসের সমারোহ।

১.৩. সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা

তথ্য কমিশনে অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ৭৬ টি। তথ্য কমিশনে বর্তমানে ৫৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি কর্মরত আছেন যার মধ্যে ১৩ (তেরো) জন নারী। বর্তমানে পদ শূন্য রয়েছে ২০টি, এর মধ্যে ১০টি পদে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো **পরিশিষ্ট 'ক'** এবং বর্তমানে তথ্য কমিশনে কর্মরত প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ, তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োজিত জনবল তালিকা **পরিশিষ্ট 'খ'** তে প্রদর্শিত হলো।

বর্তমানে তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত সারাদেশে ৪২,৪৭৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়মিত চলছে। ডিজিটাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্টের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়েও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জনঅবহিতকরণ সভা করা হচ্ছে। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ করার নিমিত্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনলাইনে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির পথকে সুগম করতে 'আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম' উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং তা পরীক্ষামূলক ব্যবহারের জন্য চালু করা হয়েছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরগুলো কর্তৃক স্ব স্ব ওয়েবসাইটে প্রচুর তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। অন্যদিকে কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগের সংখ্যা প্রতিবছরেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও মনিটরিং এর জন্য যথেষ্ট জনবল প্রয়োজন হওয়ায় তথ্য কমিশনের টিও এন্ড ই সংশোধনসহ জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব কমিশন পর্যায়ে গ্রহণ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অধ্যায়

তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম

তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম

তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তথ্য কমিশনের অবকাঠামোসহ প্রয়োজনীয় বিধিমালা, প্রবিধানমালা তৈরি করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনসচেনতা বৃদ্ধি করা। এই আইনকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে তথ্য কমিশন দেশের সকল জেলা-উপজেলা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জনঅবহিতকরণ সভা করছে এবং বিভিন্ন সেমিনার/ সিম্পোজিয়ামের আয়োজন অব্যাহত রেখেছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/ জনপ্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইনকে কীভাবে আরো অধিক কার্যকর ও জনগণের জন্য ফলপ্রসূ করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও সিনিয়র সাংবাদিকগণের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

২.১ ২০২২ সালে তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম

২.১.১ তথ্য অধিকারকে জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা তথ্য অধিকার আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে চলেছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে কিংবা স্বপ্রণোদিতভাবে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণ, জনঅবহিতকরণ সভা, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটির সভা, উক্ত সভায় তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা, বিভিন্ন কর্মশালা, ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা/নীতিমালা প্রণয়ন প্রভৃতি। এছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা ও প্রশিক্ষণ একাডেমি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজন করে থাকে এবং তথ্য কমিশন থেকে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষক বা রিসোর্স পার্সন প্রেরণ করা হয়।

২.১.২ তথ্য কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

তথ্য কমিশন বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কনটেন্ট প্রস্তুত করে তথ্য কমিশনের ডিজিটাল এডভারটাইজিং বোর্ডে প্রচার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি পৃথক কনটেন্ট প্রস্তুত করে তথ্য কমিশনের স্ক্রলে প্রচার করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের অফিসের সম্মুখে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তৈরিকৃত একটি বড় ফেস্টুন ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ছবি ও জন্মশতবার্ষিকী বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রচার করা হয়েছে। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ২৬ মার্চ ২০২২ তারিখে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে তথ্য কমিশনে ব্যানার, ফেস্টুন, স্ক্রল এবং ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবসের কনটেন্ট প্রচার করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ২০২২ তারিখে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। সেক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কনটেন্ট প্রস্তুত করে তথ্য কমিশনের ডিজিটাল এডভারটাইজিং বোর্ডে প্রচার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি পৃথক কনটেন্ট প্রস্তুত করে তথ্য কমিশনের স্ক্রলে প্রচার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ছবি ও জন্মশতবার্ষিকী বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রচার করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তৎকালীন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদসহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় জাতির পিতার জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। এর আগে সকালে ধানমন্ডিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তথ্য কমিশন।

২.১.৩ তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রহীত কার্যক্রম

(ক) বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন

তথ্য অধিকার আইন ও এর বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য প্রকাশকারী ও চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান, আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন, নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের নের্তৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নের্তৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নের্তৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং গঠিত কমিটিগুলো মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত কমিটিগুলোর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদেরকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজনের উদ্যোগ থাকে। এছাড়াও প্রতিটি কমিটি নির্ধারিত সময় পর পর কমিটির সদস্যদের নিয়ে সভা করে থাকেন।

(খ) তথ্য অধিকার আইন মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণ

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করার জন্য তথ্য কমিশন এই আইনটিকে মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং ইতোমধ্যেই তা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন: জনঅবহিতকরনসভা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, আন্তজার্তিক তথ্য অধিকার দিবস উদযাপন ইত্যাদি কার্যক্রম নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়।

২.১.৪ তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের শুনানী ও নিস্পত্তিকরণ

তথ্য কমিশনের অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে তা নিস্পত্তি করা। তথ্য কমিশনে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৮০৭ টি, ২০১৫ সালে ৩৩৬ টি, ২০১৬ সালে ৫৩৯ টি, ২০১৭ সালে ৫৩০ টি, ২০১৮ সালে ৭৩২ টি এবং ২০১৯ সালে ৬২৮টি, ২০২০ সালে ২৯০ টি, ২০২১ সালে ৪৬৩ টি অভিযোগ এবং ২০২২ সালে ৭৯১ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের সংখ্যা প্রতিবছরেই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে তথ্য কমিশনে প্রতিমাসে প্রয়োজন অনুযায়ী অভিযোগের শুনানী করা হয়।

২.২ জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ

ক. জনঅবহিতকরণ সভা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হওয়ার পর তথ্য কমিশনের উদ্যোগে প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ৬৪টি জেলায় জনঅবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়। পরবর্তিতে দেশের সকল উপজেলায় পর্যায়ক্রমে জনঅবহিতকরণ সভা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ২০১৫ সালে টাঙ্গাইল জেলার ১২টি উপজেলায় এবং ২০১৬ সালে ১৬টি জেলার ১০২টি উপজেলায়, ২০১৭ সালে ২০টি জেলার ১৫৪টি উপজেলায়, ২০১৮ সালে ০৮টি জেলার ৭৩টি উপজেলায় এবং ২০১৯ সালে ১৭ টি জেলার ১৩১ টি উপজেলায় এবং ২০২০ সালের ০২টি জেলার ০৯ টি উপজেলায়, ২০২১ সালে ০৫টি জেলার ২৯ টি উপজেলায় তথ্য অধিকার বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ২০২২ সালের ০১ জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১১ টি জেলার ৭০ টি উপজেলায় তথ্য অধিকার বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন বছরে যেসকল জেলার উপজেলাতে জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে:

ক্রমিক নম্বর	বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম
০১.	বরিশাল	বরগুনা	তালতলী, বরগুনা সদর, বেতাগী, আমতলী, বামনা, পাথরঘাটা
০২.	সিলেট	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর, জুড়ী, কমলগঞ্জ, কুলাউড়া, রাজনগর, বড়লেখা, শ্রীমঙ্গল
		সুনামগঞ্জ	মধ্যনগর
০৩.	ঢাকা	গোপালগঞ্জ	কোটালীপাড়া, টুঙ্গিপাড়া, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ সদর, মকসুদপুর
		টাঙ্গাইল	দেলদুয়ার, নাগরপুর, গোপালপুর, মির্জাপুর, মধুপুর, সখিপুর, ভূঞাপুর, বাসাইল, ধনবাড়ী, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল সদর, কালিহাতী
		রাজবাড়ী	বালিয়াকান্দি, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী সদর, কালুখালী, পাংশা
০৪.	রাজশাহী	রাজশাহী	পুঠিয়া, দূর্গাপুর, মোহনপুর, বাগমারা, বাঘা, পবা, গোদাগাড়ী, তানোর, চারঘাট
		সিরাজগঞ্জ	তাড়াশ, চৌহালি, কাজীপুর, কামারখন্দ, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ সদর, রায়গঞ্জ, বেলকুচি
০৫.	রংপুর	নীলফামারী	সৈয়দপুর, ডিমলা, নীলফামারী সদর, জলঢাকা, ডোমার, কিশোরগঞ্জ,
০৬	চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	টেকনাফ
		খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর, পানছড়ি, লক্ষ্মীছড়ি, দিঘীনালা, মানিকছড়ি, মহালছড়ি, মাটিরাঙ্গা, গুইমারা, রামগড়

নীলফামারী জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা। জনঅবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক। সভায় সভাপতিত্ব করেন নীলফামারী জেলার জেলা প্রশাসক জনাব খন্দকার ইয়াসির আরেফীন। জনঅবহিতকরণ সভায় নীলফামারী জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সদস্যগণ, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধিসহ সকল শ্রেণী পেশার জনগণ উপস্থিত ছিলেন। ১২ জুন ২০২২

নীলফামারী জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভায় উপস্থিত অতিথিগণ।

রাজশাহী জেলায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশনের তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার জনাব জি এস এম জাফরুল্লাহ এনডিসি, রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন বিপিএম, পিপিএম, রাজশাহী মেট্রোপলিটনের পুলিশ কমিশনার জনাব মোঃ আবু কালাম সিদ্দিক, রাজশাহীর সম্মানিত পুলিশ সুপার জনাব এ বি এম মাসুদ হোসেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী জেলার জেলা প্রশাসক জনাব আব্দুল জলিল। জনঅবহিতকরণ সভায় রাজশাহী বিভাগ ও জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিক, শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধিসহ সকল শ্রেণী পেশার জনগণ উপস্থিত ছিলেন। ০৬ জুন ২০২২

রাজশাহী জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভায় উপস্থিত অতিথিগণ।

মানিকগঞ্জ জেলায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশনের তৎকালীন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশনের তৎকালীন সচিব জনাব জি, এম, আব্দুল কাদের। সভায় সভাপতিত্ব করেন মানিকগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ। জনঅবহিতকরণ সভায় মানিকগঞ্জ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সদস্যগণ, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিক, শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধিসহ সকল শ্রেণী পেশার জনগণ উপস্থিত ছিলেন। ৩১ মে ২০২২

মানিকগঞ্জ জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভায় উপস্থিত অতিথিগণ।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সন থেকে ২০২২ সন পর্যন্ত ৬৪ টি জেলার সকল উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উপজেলা পর্যায়ে মোট ৫৯৯ টি জনঅবহিতকরন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তথ্য কমিশনের আর্থিক সহযোগিতায় প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজিত হয়েছে এবং প্রতিটি সভায় প্রায় ৩ থেকে ৪ শত লোক অংশগ্রহণ করেছেন।

খ. প্রশিক্ষণ

০১ জানুয়ারি ২০২২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত দেশের ১১ টি জেলার ৭০ টি উপজেলায় বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অফিস প্রধানগণের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় এবং প্রতিটি উপজেলায় কমবেশী ৬০ জনকে তথ্য অধিকার বিষয়ক ০১ (এক) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

নীলফামারী জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক। সভাপতিত্ব করেন নীলফামারী জেলার জেলা প্রশাসক জনাব খন্দকার ইয়াসির আরেফীন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নীলফামারী জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, সাংবাদিক, শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ১২ জুন ২০২২

নীলফামারী জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীগণ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মভূমি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশনের তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি। সভাপতিত্ব করেন জনাব এ কে এম হেদায়েতুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। ৩০ মার্চ ২০২২

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশনের তৎকালীন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন শ্রীমঙ্গল উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব নজরুল ইসলাম। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে শ্রীমঙ্গল উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, সাংবাদিক, শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি প্রশিক্ষণ নেন। ৩১ মার্চ ২০২২

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারি হওয়ার পর হতে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সরকারি-বেসরকারি দপ্তরসমূহকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার জন্য পত্র দেওয়া হয়। বিভিন্ন ফোরামে আলোচনায় এবং সরকারি/আধাসরকারি পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে এ বিষয়ে তাগিদ প্রদান করা হয়। প্রধান তথ্য কমিশনারের পক্ষ হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবর ডি.ও পত্র প্রেরণ করা হয়। তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত হিসেব অনুসারে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত সরকারি দপ্তরে ১৩৫ জন ও বেসরকারি সংস্থায় ১৭ জনসহ সর্বমোট নতুন নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ১৫২ জন। সমগ্র দেশ থেকে প্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.infocom.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে এবং নতুন নিয়োগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

তথ্য কমিশনের ডাটাবেজ অনুযায়ী বছরওয়ারী সংযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংখ্যা

সাল	সরকারি	এনজিও	মোট সংখ্যা
২০১০	৪,৬১৬	১,১৩৪	৫,৭৫০
২০১১	৩,২২২	১,৩৩৮	৪,৫৬০
২০১২	২,২৪৬	৬১৩	২,৮৫৯
২০১৩	৪,৫২৯	৫৮৩	৫,১১২
২০১৪	১,৭৭৪	১০১	১,৮৭৫
২০১৫	২৭৫	৩,০৮৮	৩,৩৬৩
২০১৬	৫৮২	০২	৫৮৪
২০১৭	৫৭	০০	৫৭
২০১৮	১৭,০৯২	৪১	১৭,১৩৩
২০১৯	৮৯০	৫	৮৯৫
২০২০	৯৯	৩	১০২
২০২১	১৮০	৮	১৮৮
২০২২	১৩৫	১৭	১৫২
সর্বমোট সংখ্যা	৩৫,৬৯৭ জন	৬,৯৩৩ জন	৪২,৬৩০ জন

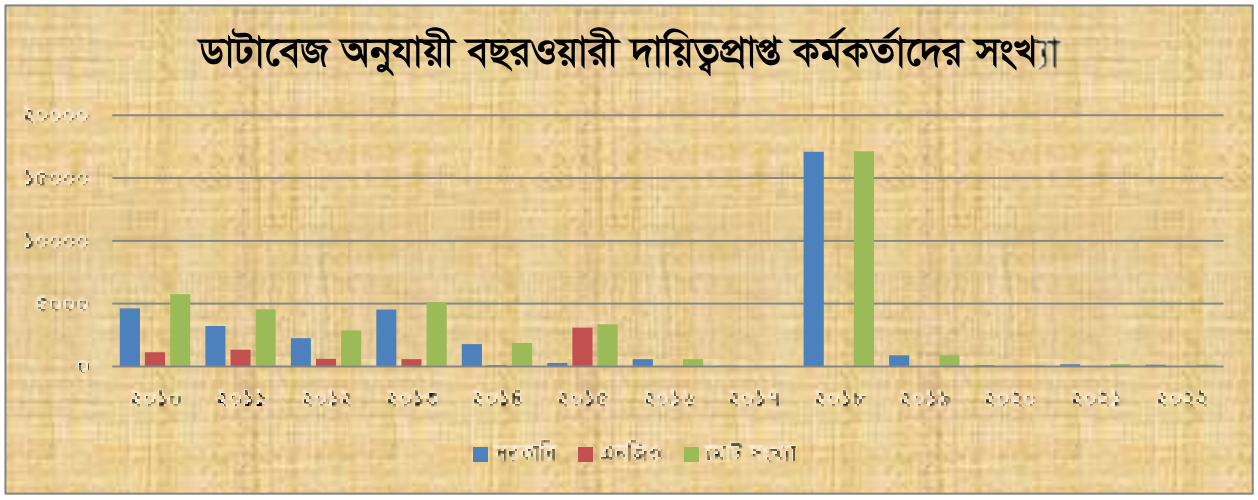

২০১৮ সালে সকল বিভাগ, জেলা -উপজেলায় অনলাইন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

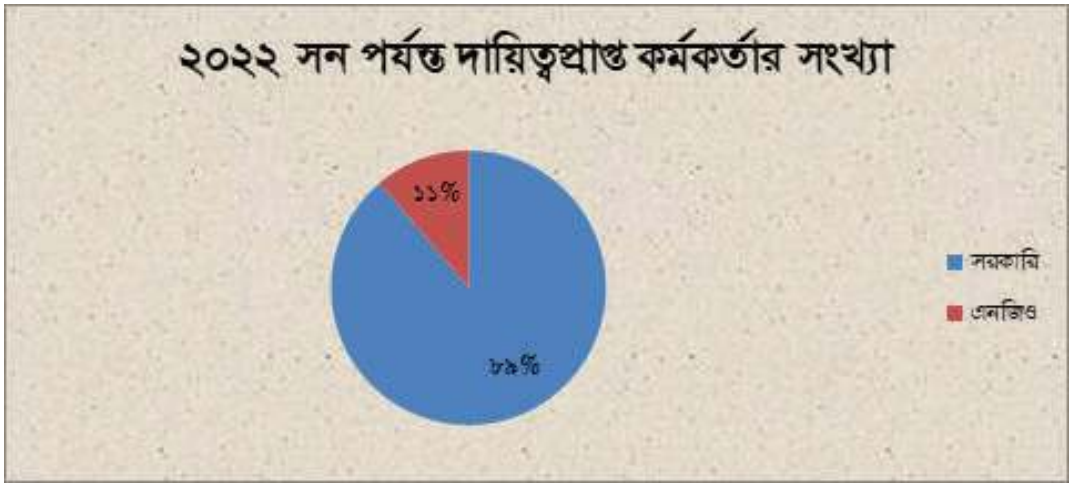

তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (RTI) এর নাম, পদবী ও যোগাযোগের ঠিকানা	জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) তথ্য কমিশন	ফোনঃ ০২-৪১০২৫৪০৯ মোবাইলঃ ০১৭১০-৬৮৫৯৮৭ ই-মেইলঃ doinfocom@gmail.com
বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (RTI) এর নাম, পদবী ও যোগাযোগের ঠিকানা	জনাব হেলাল আহমেদ সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) তথ্য কমিশন	ফোনঃ ০২-৪১০২৫৪১০ মোবাইলঃ ০১৭১৮৭৮৩৫৮৮ ই-মেইলঃ ad.admin@infocom.gov.bd
আপীল কর্তৃপক্ষ (RTI) এর নাম ও পদবী	সচিব তথ্য কমিশন	ফোনঃ ০২-৪১০২৪৬২৫ ফ্যাক্সঃ ০২-৯১১০৬৩৮ মোবাইলঃ ই-মেইলঃ secretary@infocom.gov.bd

তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ২০২২ সালে মোট ২২ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের মধ্যে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যাও ২২ টি। তথ্য মূল্য বাবদ আদায় হয়েছে ৩,৫৬৮/– টাকা যা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

২.৩ তথ্য মূল্য সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের কোড নম্বর

১	-	৩	৩	০	১	-	০	০	০	১	-	১	৮	০	৭

২.৪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বিভিন্ন অধিদপ্তর/ দপ্তর, সংস্থার এবং উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ

তথ্য কমিশন ২০১০ সাল থেকে সারা দেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় উপজেলা পর্যায়ে এবং তথ্য কমিশনের উদ্যোগে তথ্য কমিশনে এসব প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়ে থাকে। তথ্য কমিশন ২০১০ সালে ১৫২ জন এবং ২০১১ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৫২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বদলিজনিত কারণে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে তথ্য কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরূপ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সাল থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং শিক্ষক, সাংবাদিক, ইউপি সচিবগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে, ২০১৬ সালে ৫,৯২০ জন, ২০১৭ সালে ৮,৮২০ জন ও ২০১৮ সালে ৪,৬৫৬ জন এবং ২০১৯ সালের ৭,৭৫৭ জন, ২০২০ সালে ১,১৭০ জন ২০২১ সালে ৩,০৮৫ জন এবং ২০২২ সালে ৫,০০২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০২২ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ সংস্থার ৪৩২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (আরটিআই) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও তথ্য কমিশনের উদ্যোগে ০১ জানুয়ারি ২০২২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত জেলা পর্যায়ে দেশের ০৯ টি জেলায় মোট ৫৩৩ জন এবং ১১ টি জেলার ৭০ টি উপজেলায় উপজেলা পর্যায়ে মোট ৪,০৩৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তাছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, কতিপয় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় তাদের কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে। অধিকন্তু, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট বিশেষত বিপিএটিসি, আরপিএটিসি, এনআইএলজি, বার্ড, বিসিএস প্রশিক্ষণ একাডেমি, ভূমি প্রশাসন কেন্দ্র, পুলিশ ষ্টাফ কলেজ, ডিটেকটিভ ট্রেইনিং স্কুল, এনএপিডিসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ একাডেমিতে পরিচালিত বিভিন্ন কোর্সের আওতায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষনার্থীদের তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারবৃন্দ এবং কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

২.৫ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

২০১০ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ১৫২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১১ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ২,০৯৪ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১২ সালে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ২,০৬৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৩ সালে বিভিন্ন জেলা, উপজেলা , মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ ছাড়াও ঢাকা মহানগরীর শিক্ষক, ঢাকা রিপোটার্স ইউনিট, সাব এডিটরস, এবং পুলিশ ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল সহ মোট ৪,২৮৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৪ সালে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ৭,৬০১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৫ সালে প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা ছিলো ২,৬১৩ জন। বিভিন্ন জেলা উপজেলা ছাড়াও যার অন্তভুর্ক্ত ছিলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট,সাব ইন্সপেক্টরগণ(ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল), ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট। ২০১৬ সালে প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য

কর্মকর্তার সংখ্যা ছিলো ৫,৯২০ জন। বিভিন্ন জেলা উপজেলা ছাড়াও যার অন্তভুর্ক্ত ছিলো পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), জনতা ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাপেঙ, আইএমইডি, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ওয়াইজেএফবি সাংবাদিক এবং নারী সাংবাদিক। ২০১৭ সালে তথ্য অধিকার আইন. ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা ছিলো ৮,৮২০ জন। ২০১৮ সালে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা ছিলো ৪,৬৫৬ জন, ২০১৯ সালে ৭,৭৫৭ জন। ২০২০ সালে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা ছিলো ১১৭০ জন। ২০২১ সালে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা ছিলো ৩,০৮৫ জন। এছাড়াও ২০২২ সালে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা ছিলো ৫,০০২ জন। এছাড়াও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে তথ্য কমিশনার মহোদয়গণ ও তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

২০২২ সালে তথ্য অধিকার আইন. ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা নিম্নে সারণিতে দেখানো হলোঃ

বিভাগের নাম	জেলার নাম	জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা	উপজেলার নাম ও প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
বরিশাল	বরগুনা	৬০ জন	তালতলী	৬০ জন	৩৬০ জন
			বরগুনা সদর	৬০ জন	
			বেতাগী	৬০ জন	
			আমতলী	৬০ জন	
			বামনা	৬০ জন	
			পাথরঘাটা	৬০ জন	
সিলেট	মৌলভীবাজার	৫৩ জন	মৌলভীবাজার সদর	৬০ জন	৪০৮ জন
			জুড়ী	৫৫ জন	
			কমলগঞ্জ	৬০ জন	
			কুলাউড়া	৫৫ জন	
			রাজনগর	৬০ জন	
			বড়লেখা	৬০ জন	
			শ্রীমঙ্গল	৫৮ জন	
	সুনামগঞ্জ	--	মধ্যনগর	৬০ জন	৬০ জন
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	৬০ জন	কোটালীপাড়া	৬০ জন	২৫৪ জন
			টুঙ্গিপাড়া	৬০ জন	
			কাশিয়ানী	৫৪ জন	
			গোপালগঞ্জ সদর	৬০ জন	
			মকসুদপুর	৬০ জন	

	টাঙ্গাইল	৬০ জন	দেলদুয়ার	৫৮ জন	৬৮৪ জন
			নাগরপুর	৬০ জন	
			গোপালপুর	৫৯ জন	
			মির্জাপুর	৬০ জন	
			মধুপুর	৬০ জন	
			সখিপুর	৬০ জন	
			ভূঞাপুর	৫৭ জন	
			বাসাইল	৫২ জন	
			ধনবাড়ী	৫৮ জন	
			ঘাটাইল	৫৭ জন	
			টাঙ্গাইল সদর	৪৮ জন	
			কালিহাতী	৫৫ জন	
	রাজবাড়ী	৬০ জন	বালিয়াকান্দি	৬০ জন	২৯৩ জন
			গোয়ালন্দ	৬০ জন	
			রাজবাড়ী সদর	৬০ জন	
			কালুখালী	৫৪ জন	
			পাংশা	৫৯ জন	
রাজশাহী	রাজশাহী	৬০ জন	পুঠিয়া	৬০ জন	৫৪০ জন
			দূর্গাপুর	৬০ জন	
			মোহনপুর	৬০ জন	
			বাগমারা	৬০ জন	
			বাঘা	৬০ জন	
			পবা	৬০ জন	
			গোদাগাড়ী	৬০ জন	
			তানোর	৬০ জন	
			চারঘাট	৬০ জন	
	সিরাজগঞ্জ	৬০ জন	তাড়াশ	৫৪ জন	৫২৫ জন
			চৌহালি	৬০ জন	
			কাজীপুর	৬০ জন	
			কামারখন্দ	৫৯ জন	
			শাহজাদপুর	৫২ জন	
			উল্লাপাড়া	৬০ জন	
			সিরাজগঞ্জ সদর	৬০ জন	
			রায়গঞ্জ	৬০ জন	
			বেলকুচি	৬০ জন	
রংপুর	নীলফামারী	৬০ জন	সৈয়দপুর	৫৩ জন	৩১৯ জন
			ডিমলা	৫২ জন	
			নীলফামারী সদর	৫০ জন	
			জলঢাকা	৫৪ জন	
			ডোমার	৫৮ জন	
			কিশোরগঞ্জ	৫২ জন	

চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	---	টেকনাফ	৫৩ জন	৫৩ জন
	খাগড়াছড়ি	৬০ জন	খাগড়াছড়ি সদর	৬০ জন	৫০১ জন
			পানছড়ি	৪৮ জন	
			লক্ষ্মীছড়ি	৪৬ জন	
			দিঘীনালা	৬০ জন	
			মানিকছড়ি	৬০ জন	
			মহালছড়ি	৪৭ জন	
			মাটিরাঙ্গা	৬০ জন	
			গুইমারা	৬০ জন	
			রামগড়	৬০ জন	

২০২২ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৫৫,২২৪ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগনণ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন। এছাড়াও এ পর্যন্ত প্রায় ৬০,৯২৩ জন কর্মকর্তা এ অনলাইন প্রশিক্ষণের রেজিস্ট্রেশন করেছেন যার মধ্যে ৪৬,২৩২ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে সার্টিফিকেট গ্রহণ করেছেন।

সাল	মোট প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ সংস্থা	জেলা	উপজেলা
২০২২	৫০০২ জন	৪৩২ জন	০৯ টি জেলার জেলা পর্যায়ে ৫৩৩ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	১১ টি জেলার ৭০ টি উপজেলায় ৪,০৩৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.৬ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের চিত্র

সাল	বছরওয়ারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা
২০১০	১৫২ জন
২০১১	২,০৯৪ জন
২০১২	২,০৬৭ জন
২০১৩	৪,২৮৭ জন
২০১৪	৭,৬০১ জন
২০১৫	২,৬১৩ জন
২০১৬	৫,৯২০ জন
২০১৭	৮,৮২০ জন
২০১৮	৪,৬৫৬ জন
২০১৯	৭,৭৫৭ জন
২০২০	১,১৭০ জন
২০২১	৩,০৮৫ জন
২০২২	৫,০০২ জন
সর্বমোট	৫৫,২২৪ জন

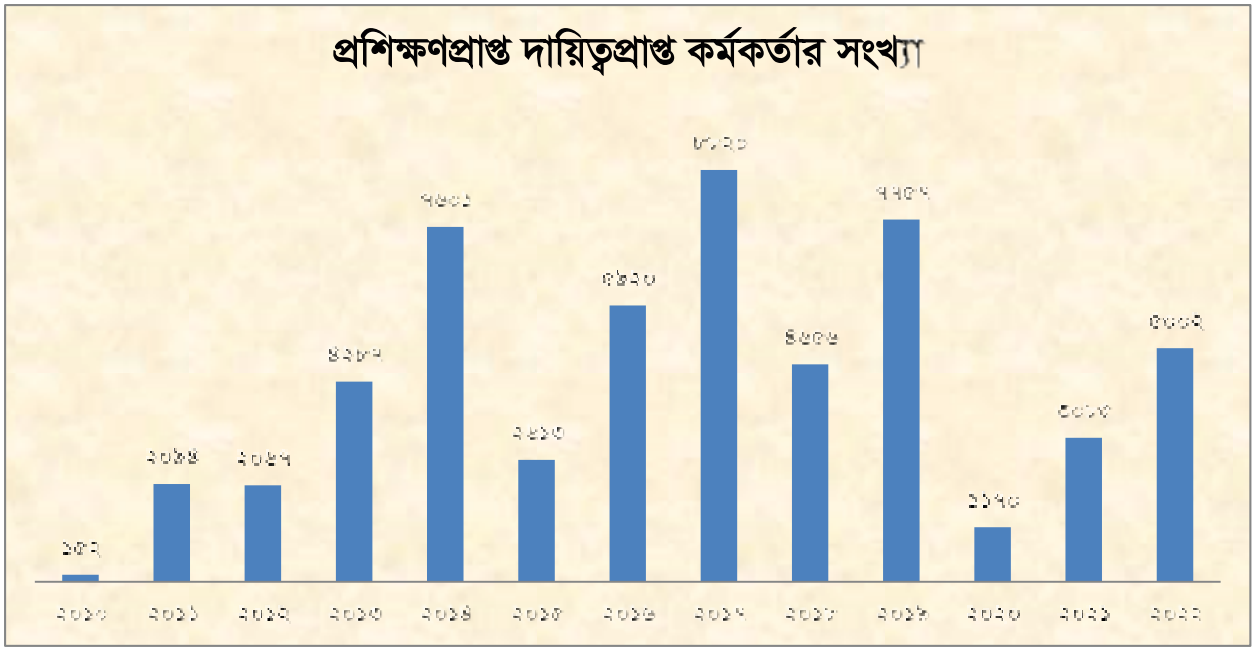

মোট প্রশিক্ষণকৃত ৫৫,২২৪ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার মধ্যে ২০১০ সালে ১৫২ জন, ২০১১ সালে ২,০৯৪ জন, ২০১২ সালে ২,০৬৭ জন, ২০১৩ সালে ৪,২৮৭ জন, ২০১৪ সালে ৭,৬০১ জন, ২০১৫ সালে ২,৬১৩ জন, ২০১৬ সালে ৫,৯২০ জন ও ২০১৭ সালে ৮,৮২০ জন , ২০১৮ সালে ৪,৬৫৬ জন, ২০১৯ সালে ৭,৭৫৭ জন, ২০২০ সালে ১,১৭০ জন, ২০২১ সালে ৩,০৮৫ জন এবং ২০২২ সালে ৫,০০২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যা উপর্যুক্ত চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

২.৭ অনলাইনে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন

২০১৯ সালে আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম পরিক্ষামূলক চালু করা হয়। বর্তমানে a2i নির্মিত myGov platform এর মাধ্যমে অনলাইনে তথ্যের জন্য আবেদন দাখিল করার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। প্লাটফর্মটির লিংক: https://www.mygov.bd/

অধ্যায়

৩

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে
বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

অবাধ তথ্য প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণের ক্ষমতায়ন এবং কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দুর্নীতি হ্রাসের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই তথ্য অধিকার আইনের মূল লক্ষ্য। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর ও বেসরকারি সংস্থার গৃহীত সেবা, সম্পদ ও নিরাপত্তা বেষ্টনীতে জনগণের অবাধ প্রবেশ নিশ্চিতকরণে এবং এগুলো যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসতে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ যুগোপযোগী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

৩.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ, নির্ধারিত অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সাধন, তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ কার্যক্রমের অগ্রগতি জোরদারকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে গত ২২ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪.০০.০০০০.২২১.১৪.০৪৩.১৪.১৭৫ নং স্মারকে তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়ে) গঠন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম জোরদারকরণে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের আরো সক্রিয় করার নিমিত্ত ২০১৮ সনে বিভাগীয় কমিশনারদের সভায় আলোচনা করা হয় এবং কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠনসহ উক্ত তিনটি পর্যায়ে পৃথক পৃথক কমিটি গঠন করার ও কার্যপরিধি নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়) পূর্ণগঠনসহ তথ্য অধিকার আইন ও এর বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য প্রকাশকারী ও চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান, আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন, নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি গঠন করে ২২ মে ২০১৮ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করে। কমিটিগুলো গঠন সম্পর্কে গেজেটের কপি পরিশিষ্ট ঘ তে সন্নিবেশিত করা হলো।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের তথ্য অধিকার বিষয়ক কার্যক্রম তদারকিসহ বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছে। তথ্য অধিকার ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা আহ্বান, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে তথ্য অধিকার অন্যতম সূচক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের উদ্যোগে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহায়তায় সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও কার্যালয়সমূহ তথ্য অধিকার আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের আলোকে তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল কার্যালয়ে সেটি অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

৩.২ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা প্রশাসন/ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

কর্তৃপক্ষের নাম	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ
শিল্প মন্ত্রণালয়	১। তথ্য অধিকার আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও অংশীজনের সমন্বয়ে সভার আয়োজন। ২। সেবাবক্স হালনাগাদকরণ। ৩। শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়ন। ৪। শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য অধিকার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান।
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	১। তথ্য অধিকার সংক্রান্ত আইন এবং সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানসংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। ২। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য নির্দিষ্ট সেবা বক্সে নিয়মিতভাবে আপলোড করা হয়। ৩। তথ্য অধিকার আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ৪। তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স সংক্রান্ত সমন্বিত প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে আপলোড করা হয়।
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১। বিদেশে অভিবাসী কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত নিয়োগানুমতি পত্র জনগণের অবহিতকরণকল্পে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ২। ১৬-১০-২০২২ তারিখে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। ৩। ক্যাটাগরি ভিত্তিক তথ্যের তালিকা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। ৪। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। ৫। তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ৬। সচিবালয় নির্দেশিকা অনুযায়ী নথির শ্রেণিকরণ ও শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে।
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১। সাংগঠনিক কাঠামো, মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম, সিটিজেন চার্টার, বাজেট, বার্ষিক প্রতিবেদন, কর্মকর্তাদের নাম, পদবি ও ই-মেইল এবং হালনাগাদ প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, অফিস আদেশ এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী স্বঃপ্রণোদিত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা। ২। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা। ৩। যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স হালনাগাদকরণ। ৪। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন করা। ৫। লিফলেটসহ সকল প্রকাশনায় তথ্য প্রাপ্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রচার কাযক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল দপ্তর/সংস্থাকে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন যথাসময়ে নিষ্পত্তি এবং তথ্য প্রাপ্তি সহজীকরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ২। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ও ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবা বক্স নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়ে থাকে। ৩। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর আওতায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনার ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক প্রতিবেদন এবং সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১। মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে তথ্য প্রকাশ করা। ২। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পাওয়ার পর তথ্য প্রদানের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা। ৩। স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ৪। ওয়েবসাইটে আপীলকারী কর্তৃপক্ষ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি হালনাগাদ রাখা হয়েছে।
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ১। 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে।
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরনের জন্য সুধীসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। ২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
কৃষি মন্ত্রণালয়	১। তথ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সভা ও প্রশিক্ষণ।
পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	১। ইন-হাউজ ট্রেনিংয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অন্তর্ভুক্ত করে মোট ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ২০২২ সালে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২। মাসিক সমন্বয় সভায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। ৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, আপিল কর্মকর্তা মনোনয়নপূর্বক পরিকল্পনা বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ৪। তথ্য অধিকার আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে ২টি সভা আয়োজন এবং লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২। তথ্য অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার প্রচারণার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৩। যাবতীয় তথ্যের ইনডেক্স ও ক্যাটাগরি প্রস্তুত করা হয়েছে।
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	১। মাসিক সমন্বয় সভার তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আওতায় কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ২। স্বপ্রণোদিত প্রকাশযোগ্য তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	১। তথ্য অধিকার আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৯ জানুয়ারি, ২০২২ ও ১১ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে সভা আয়োজন করা হয়েছে। ২। তথ্য অধিকার আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৯ মার্চ, ২০২২ তারিখে সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। ৩। ১৬ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। ৪। তথ্য অধিকার আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে ০৩ মার্চ, ২৭ এপ্রিল ও ২১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	১। তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স প্রস্তুত করা হয়েছে। ২। বার্ষিক প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রকাশ করা হয়েছে। ৩। উপজেলা পর্যায়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে। ৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার আয়োজনসহ বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	১। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা। ২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯- এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স হালনাগাদ করা। ৩। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে ০১ টি প্রচার কার্যক্রম

	(উঠান বৈঠক) আয়োজিত। ৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯- এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ০১টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ৫। তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন সেবা বক্সে প্রকাশ করা।
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর থেকে তথ্য প্রদান। ২। তথ্যের ক্যাটালগ ও ক্যাটালগ তৈরিকরণ। ৩। তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে সভার আয়োজন। ৪। তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন।
সমাজসেবা অধিদপ্তর	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে সমাজসেবা অধিদফতরের সদর কার্যালয়/সকল বিভাগীয় কার্যালয়/প্রতিষ্ঠান/ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প কর্মকর্তা ও আপিল কর্মকর্তার তালিকা স্ব-স্ব কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও হালনাগাদকরণ। ২। সমাজসেবা অধিদফতরের তথ্য প্রদানকারী ইউনিটকে নির্ধারিত সময়ে তথ্য সরবরাহের বিষয়ে যত্নশীল হওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান।
কারা অধিদপ্তর	১। তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগসহ আপীল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ। ২। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে সেবা প্রার্থী জনসাধারণের মধ্যে সচেতনামূলক প্রচার। ৩। জামিন/খালাস বা অন্যান্য সেবাসমূহের তথ্য ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শন। ৪। জেলা পর্যায়ের ও ওয়েবপোর্টালে কারাগার সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশকরণ। ৫। যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তথ্য সংগ্রহ বা অভিযোগ প্রদানের সুবিধার্থে নিয়মিত গণশুনানীকরণ। ৬। কারাগার কর্তৃক প্রদত্ত সেবার তালিকা কারা ফটকের সামনে প্রদর্শন। ৭। লিগ্যাল এইড কর্তৃক আইনগত সহায়তা দান ও এসংক্রান্ত তথ্য প্রচার। ৮। দর্শনার্থী ও সেবা প্রত্যাশীদের কারাগার সম্পর্কিত তথ্য জানার সুবিধার্থে দৃশ্যমান স্থানে কারাগারের সম্মুখে সিটিজেন চার্টার টাঙ্গানো রয়েছে।
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	১। সিটিজেন চার্টার স্থাপন। ২। জনসাধারণকে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিতকরণ। ৩। সচেতনতামূলক বিভিন্ন ব্যানার ফেস্টুন স্থাপন।
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	১। অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সংক্রান্ত সেশন পরিচালনা। ২। মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডাদের নিয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা। ৩। স্বপ্রণোদিতভাবে ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ, ওয়েবসাইট নিয়মিভাবে হালনাগাদকরণ।
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয় সকলের নিকট প্রচারের জন্য অত্র দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করা হয়েছে। ২। সদর দপ্তর ও মাঠ পযায়ের কর্মকর্তাগণের সাথে অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে।
মৎস্য অধিদপ্তর	১। অধিনস্থ সকল দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে এবং তা ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা।	১। তথ্য অধিকার সর্ম্পকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজনসহ বিভিন্ন প্রত্নস্থল/জাদুঘরে প্রচার কার্যক্রম চালানো হয়।
শ্রম অধিদপ্তর, ঢাকা	১। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য অধিকার বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২। তথ্য অধিকার সেবাবক্স নিয়মিত হালনাগাদকরণ করা হয়। ৩। স্টেক-হোল্ডারদের তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালা বিষয়ে অবহিত করা হয়।
পাট অধিদপ্তর	১। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী স্বপ্রণোদিত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা। ২। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা। ৩। যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স হালনাগাদকরণ। ৪। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন করা। ৫। পোস্টার ও লিফলেটসহ সকল প্রকাশনায় তথ্য প্রাপ্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রচার কাযক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	১। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স হালনাগাদকরণ। ২। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত। ৩। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন। ৪। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ আয়োজন। ৫। তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবা বক্সে প্রকাশ।
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	১। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে ২০২২ সালে ৩টি কর্মশালা ও ০৪টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ২। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে ০৩টি প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়েছে। ৩। ইউজিসি'র তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ এর তথ্যাদি ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। এছাড়া, বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন।	১। তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। ২। তথ্য প্রদান না করা গেলে তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে তথ্য প্রদানে অপারগতার নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। ৩। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ৪। কমিশনের ওয়েবসাইটে "তথ্য অধিকার সেবাবক্স" তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক তথ্য বহুল ও সহজে ব্যবহার উপোযোগী করে তৈরী করা হয়েছে।
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)	১। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান। ২। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ৩। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ। ৪। যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ তৈরিকরণ। ৫। তথ্য অধিকার আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও কমিশনের কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১। ০১ টি বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ০৩ টি প্রশিক্ষণ, ০১ টি পোস্টার ও ০১ টি লিফলেট প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	১। সংস্থার ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবা বক্স নিয়মিত হালনাগাদকরণ। ২। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কিত সমন্বিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ এর বাস্তবায়ন।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	১। তথ্য অধিকার আইনে প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল	১। তথ্য অধিকার আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোড। ২। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্বলিত তথ্য পুস্তিকা প্রণয়ন।
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর	১। ২১/১২/২০২২ তারিখ বুধবার আইকিউএসি সেমিনার কক্ষে 'তথ্য অধিকার আইন ও কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	১। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্যানার স্থাপন। ২। তথ্য অধিকার ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক ১টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন।
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।	১। নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকর্তাদের নিয়ে দিনব্যাপী 'তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও প্রবিধিমালা বিষয়ক সেমিনার আয়োজন (২০ নভেম্বর ২০২২)। ২। নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে তথ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৮ সেপ্টম্বর ২০২২ নোবিপ্রবি জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তরের আয়োজনে বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদানের বিষয়টি অধিকতর নিশ্চিত করার জন্য সংস্থার সমন্বয় সভায় বর্ণিত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২। তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২২ সনে ৩টি ব্যাচে মোট ১৩৮ জনকে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা হয়েছে। ৩। সংস্থার জনসংযোগ বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৪। অত্র সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন মনিটরিং বিভাগের মাধ্যমে ১২ অক্টোবর ২০২২ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২। তথ্য কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং হালনাগাদ করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ৩। সংস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সাংগঠনিক কাঠামো ইত্যাদি কার্যক্রম সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও প্রচার করা হয় এবং ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	১। ব্রি'র তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা ব্রি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে; ২। ব্রি এবং ধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দুটি ওয়েবসাইট- www.brri.gov.bd, www.knowledgebank.brri.org চালু রয়েছে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ হচ্ছে; ৩। নতুন উদ্ভাবিত ধানের জাত, চাষাবাদ কলাকৌশল ও প্রযুক্তি এবং দেশে উদ্ভূত ধানের সমস্যা ও তা মোকাবেলার উপায় সম্পর্কে নিউজলেটার, লিফলেট এবং জনগুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে।
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	১। ৩০/০৫/২২ তারিখে আয়োজিত অংশীজনদের অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতামূলক সভা আয়োজন। ২। ২০ এপ্রিল ২০২২ খ্রিঃ ও ০৯ জুন ২০২২ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ও তথ্য অধিকার আইন সংশ্লিষ্ট বিধি ও প্রবিধিমালা বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তার তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে। ২। তথ্য অধিকারের আওতায় ক্যাটালগ ও ইনডেক্স প্রস্তুত করা হয়েছে। ৩। ৩টি সেমিনার ও ২টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।
বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	১। তথ্য অধিকার আইন এর ৫ ধারা অনুযায়ী বেবিচক এর তথ্যের ক্যাটালগ হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড	১। তথ্য অধিকার বিষয়ে বিমানকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। ২। প্রেস রিলিজ, ইমেইল, ফোন ও হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করা হয়।
বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড	১। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। ২। তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের সেবা বক্সে প্রকাশ করা হয়। ৩। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। ৪। তথ্য হালনাগাদ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় ।
বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড	১। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। ২। তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের সেবা বক্সে প্রকাশ করা হয়। ৩। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। ৪। তথ্য হালনাগাদ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	১। ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মকর্তাদের তালিকা, আইন, বিধি-বিধান, নির্দেশনা, বাজেট, তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি এবং আপিল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবি ও ঠিকানা প্রকাশ করা হয়েছে।
হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড	১। হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এবং প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	১। প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্মকর্তা নির্ধারণপূর্বক কর্মকর্তাগণের নাম, পদবি, মোবাইল নম্বর ওয়েবসাইটে প্রদর্শন। ২। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালা বিষয়ক দুইটি প্রশিক্ষণ এবং তিনটি সভা আয়োজন করা হয়েছে।
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	১। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুরের ডিজিটাল বিলবোর্ডে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার জন্য উৎসাহিত করতে ভিডিও প্রচার করা হচ্ছে।
জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র	১। বেসরকারি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান। ২। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।
বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (বিজিডিসিএল)	১। তথ্য অধিকার বিষয়ে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ২। ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় তথ্য অধিকার বিষয়ে লিফলেট বিতরণ এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অংশীজনের সভায় আলোচনা করা হয়। ৩। তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানির কার্যালয়সমূহের প্রবেশদ্বারে ব্যানার এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় এর কক্ষের সম্মুখে, গ্রাহকদের বসার স্থানসহ সকল স্থাপনার জনসমাগম স্থলে স্টিকার লাগানো হয়েছে।

মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	১। তথ্য অধিকার বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন। ২। ওয়েবসাইটে কর্ণার স্থাপনসহ নিয়মিত তথ্য হালনাগাদকরণ। ৩। তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান। ৪। সিটিজেন চার্টার ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। ৫। কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ৬। স্বপ্রণোদিত প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	১। স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ। ২। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ। ৩। তথ্যের ক্যাটালগ তৈরিপূর্বক ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ৪। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে সভা আয়োজন। ৫। তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)	১। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এ কর্মরত ৩৭ (সাঁইত্রিশ) জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান। ২। জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	১। সংস্থার ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবা বক্স নিয়মিত হালনাগাদকরণ। ২। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কিত সমন্বিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ এর বাস্তবায়ন।
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা	১। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে।
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী	১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন মোতাবেক তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদ করা। ২। তথ্য অধিকার দিবস-২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় এ বিভাগের আওতাধীন সকল জেলায় এবং উপজেলায় উদযাপন। ৩। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আওতায় এ কার্যালয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ৪। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা। ৫। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন প্রচার প্রচারণা চালানো, ব্যানার/ফেস্টুন টানানো, সভা ও সেমিনার আয়োজন।
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বরিশাল	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত সভা করা হয় এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২। বিভাগীয় সকল দপ্তর ও জেলা প্রশাসকগণের সাথে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে চিঠিপত্র আদান প্রদান করা হয়।
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর	১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীলকারী কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করে ওয়েবসাইটে এবং ওয়েবপোর্টালে হালনাগাদ করা হয়েছে। ২। সিটিজেন চার্টার প্রণয়নপূর্বক দৃশ্যমান করা হয়েছে এবং অত্র ইউনিটের ওয়েবসাইট http://www.rangpurdiv.gov.bd তে আপলোড করা হয়েছে।
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ময়মনসিংহ	১। তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ। ২। সিটিজেন চার্টারে প্রকাশ। ৩। বিভিন্ন সেবা প্রদানের পদ্ধতি প্রকাশ।
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, খুলনা।	১। অত্র কার্যালয়ের তথ্য বাতায়ন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা করা হয়। ২। তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন	১। প্রকাশযোগ্য তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

ইনস্টিটিউট বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা।	২। তথ্য অধিকার বিষয়ে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা।	১। প্রতি ত্রৈমাসিক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর আওতায় তথ্য অধিকার সংক্রান্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাজীপুর	১। প্রতি দুইমাসে একবার করে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সভা আয়োজন করা হয়। ২। উক্ত সভায় যে সকল দপ্তর তাদের তথ্য প্রদানকারী ও বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করেনি তাদেরকে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নির্বাচন করে ওয়েবসাইটে তাদের সকল তথ্য হালনাগাদ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ	১। কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রমের বিবরণ, কার্যপ্রণালী, কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ডিরেক্টরি এবং দায়িত্বসমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ২। কার্যসম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে রক্ষিত ও ব্যবহৃত আইন, বিধি-বিধান, নির্দেশনা, ম্যানুয়েল, ডকুমেন্ট এবং রেকর্ড ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ৩। নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহের বিরাজমান সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিবরণ, জনসাধারণের জন্য সংরক্ষিত লাইব্রেরি/পড়ার কক্ষের ইত্যাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। ৪। তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবি এবং অন্যান্য তথ্যাদি ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। ৫। সিটিজেন চার্টার ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরিশাল	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত সভা করা হয় এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২। তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পটুয়াখালী	১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান। ২। বিনামূল্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম 'ক' সরবরাহ।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট	১। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের নিমিত্ত জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় ও মাসিক সমন্বয় সভায় তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরগুনা	১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান। ২। বিনামূল্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম ফরম 'ক' সরবরাহ।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর	১। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কমিটির সভার মাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ে জেলার দপ্তরসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২। তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিজিটাল বিলবোর্ড ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।	১। তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ বাস্তবায়নে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান। ২। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠান। ৩। তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ বাস্তবায়নে প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ/চলমান (উঠান বৈঠক/ লিফলেট বিতরণ)। ৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স হালনাগাদ করা হয়েছে। ৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্য অধিকার বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান। ৬। তথ্য অধিকার বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠান।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,	১। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

চাঁদপুর	২। ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদ করা হয়েছে। ৩। নাগরিক সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবা গ্রহিতাদেরকে সেবা প্রদানের সময় তথ্য অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত প্রচারণা করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফেনী	১। তথ্য অধিকার বিষয়ক কমিটির সভা নিয়মিত আহবান করা হচ্ছে। ২। জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় প্রতিনিয়ত এজেণ্ডাভুক্ত করে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লক্ষ্মীপুর।	১। জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভা, সেমিনারে তথ্য অধিকার বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালী	১। সিটিজেন চার্টার, ডিসপ্লে বোর্ড, ওয়েবপোর্টালে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য প্রকাশ। ২। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালন। ৩। ব্যানার ফেস্টুনের মাধ্যমে প্রচার। ৪। জেলা পর্যায়ে নিয়মিত অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কমিটির সভা আয়োজন। ৫। ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদকরণ।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ	১। সাধারণ মানুষের তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিস ও ভূমি অফিস সমূহে ফ্রন্ট ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে। ২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে জনসেচতনতা সৃষ্টির জন্য স্থানীয় স্যাটেলাইট চ্যানেলে প্রচার করা হচ্ছে। ৩। তথ্য অধিকার আইনকে সর্বস্তরের জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এ জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে তথ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। ৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে সচেতনতা তৈরীর জন্য মানিকগঞ্জ জেলার উপজেলাসমূহে মতবিনিময় সভা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস যথাযথভাবে উদযাপন করা হয়। ৫। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অধিকতর প্রচারের জন্য এ কার্যালয়ে স্থাপিত ডিজিটাল ডিসপ্লেতে নিয়মিত আইনের ওপর নির্মিত কনটেন্ট প্রচার করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজবাড়ী	১। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২২ উপলক্ষ্যে র‍্যালি, রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন ও পুরস্কার বিতরণ, আরটিআই মেলা/ক্যাম্প আয়োজন, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে লিফলেট বিতরণ এবং প্রচারণামূলক ৩টি ভিডিও ক্লিপ তৈরি করে প্রচার করা হয়েছে। ২। রাজবাড়ী এবং তথ্য কমিশনের যৌথ উদ্যোগে গত ২৩/১০/২০২২ তারিখে জেলা পর্যায়ে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভাসহ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ৩। গত ৬ ও ৭ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসন, রাজবাড়ীর সহায়তায় টিআইবি ও সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), রাজবাড়ীর যৌথ আয়োজনে আজাদী ময়দানে তথ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মেলায় জনঅবহিতকরণ সভাসহ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা করা হয়।
জেলা প্রশাসক, জামালপুর	১। প্রতি দুই মাসে একবার তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সভা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২। সচেতনতামূলক সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। ৩। প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বুকলেট, লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। ৫। তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

	৬। জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং করা হচ্ছে। ৭। সিটিজেন চার্টার জনসম্মুখে টাঙ্গানো হয়েছে। ৮। অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এবং এ বছর জেলায় ৪০ জন এবং উপজেলায় ৫১৯ জনসহ মোট ৫৫৯ জন অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ৯। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন ও তথ্য মেলা আয়োজন করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা	১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প কর্মকর্তা নিয়োগ ও আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবী নোটিশ বোর্ডে টানানো। ২। ওয়েবসাইটে তথ্য প্রচার। ৩। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জেলা প্রশাসনের ফেইসবুক, টুইটার, ইউটিউবে তথ্য প্রচার।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শেরপুর	১। সিটিজেন চার্টার প্রদর্শন। ২। ওয়েবপোর্টালে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার তথ্য বিবরণী প্রকাশ করা হয়েছে। ৩। ওয়েবপোর্টালে নোটিশ, কার্যবিবরণী ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১। সেবা সহজিকরণে হেল্প ডেস্ক সার্ভিস চালু, সিটিজেন চার্টার স্থাপন, সিটিজেন রেজিষ্টার চালু, আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালন, তথ্য মেলা আয়োজন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঝিনাইদহ	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে জনঅবহিতকরণ সভা, মেলা আয়োজন করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুষ্টিয়া	১। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ, তথ্য দিবস পালন, মেলা আয়োজন করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম	১। সিটিজেন চার্টার প্রদর্শন, মোবাইল নম্বরসহ কর্মকর্তা/কর্মচারীর তালিকা প্রদর্শন, বিভিন্ন সভা, সেমিনার, আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস এবং তথ্য মেলার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি।
জেলা প্রাণি সম্পদ দপ্তর, নেত্রকোণা	১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প কর্মকর্তা নিয়োগ। ২। তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাম, পদবী নোটিশ বোর্ড/ইন্টারনেটে প্রকাশ। ৩। আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবী নোটিশ বোর্ড/ইন্টারনেটে প্রকাশ। ৪। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন হালনাগাদসহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
জেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয়, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।	১। তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়াজন করা। ২। দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষের নামসহ দাপ্তরিক বিভিন্ন তথ্য তথ্য বাতায়নে আপলোড করা হয়েছে এবং নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত হয়েছে। ৩। অফিসের প্রবেশদ্বারে দাপ্তরিক সেবা সম্বলিত সিটিজেন চার্টার টাঙ্গানো হয়েছে।
জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১। সেবা সহজিকরণে হেল্প ডেস্ক সার্ভিস চালু। ২। সিটিজেন চার্টার দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। ৩। তথ্য প্রদানকারী ও বিকল্প তথ্য প্রদানকরাী কর্মকর্তার নাম ও মোবাইল নম্বর দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন করা হয়েছে।
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	১। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ পালন, কর্মশালা আয়োজন, ওয়েবসাইটে হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ, প্রচারণা।
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	১। ব্যাংকের ওয়েবসাইটে স্বপ্রণোদিতভাবে কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত নীতিমালা এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করা হয়েছে।
ওয়ান ব্যাংক	১। ওয়ান ব্যাংক তার সকল শাখা ব্যবস্থাপকগণকে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী "দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা"এবং শাখার "সেবা ব্যবস্থাপক" বৃন্দকে "বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" হিসাবে মনোনয়ন দিয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে "আপিল কর্তৃপক্ষ"

	হিসাবে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। ২। ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড স্থানীয় জেলা প্রশাসন/উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক বিভিন্ন কর্মশালা/কর্মসূচী ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ এবং চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করে আসছে।
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	১। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা। ২। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা। ৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫ অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স তৈরি/ হালনাগাদকরণ। ৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা ও ৫। তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশ করা।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সদর, লক্ষ্মীপুর।	১। জনঅবহিতকরণ সভা, উঠান বৈঠক, মাসিক সাধারণ সভাসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন ফোরামে তথ্য অধিকার বিষয়ে আলোচনা ও এ আইনের ব্যবহার সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, নিকলী, কিশোরগঞ্জ	১। সিটিজেন চার্টার ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। ২। কৃষি সংক্রান্ত, মাঠ দিবস এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণের তথ্য ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হয়েছে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর	১। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষন উপজেলা কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করা হয়েছে। ২। সচেতনতামূলক সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। ৩। প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ৪। লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। ৫। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে। ৬। তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়েছে। ৭। সিটিজেন চার্টার জনসম্মুখে টাঙ্গানো হয়েছে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সদর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।	১। তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়াজন করা হয়েছে। ২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষের নামসহ দাপ্তরিক বিভিন্ন তথ্য, তথ্য বাতায়নে আপলোড করা হয়েছে এবং নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত হয়েছে। ৩। অফিসের প্রবেশদ্বারে দাপ্তরিক সেবা সম্বলিত সিটিজেন চার্টার টাঙ্গানো হয়েছে।

৩.৩ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বেসরকারি সংগঠনসমূহের কার্যক্রম

তথ্য অধিকার আইনে কর্তৃপক্ষ হিসেবে সরকারি দপ্তর/সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়নসংস্থা বা এনজিওসহ সরকারি সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও অর্ন্তভুক্ত। এ সকল প্রতিষ্ঠান সরকার বা বিদেশী দাতা সংস্থার অনুদানে জনগণের সেবায় নানা ধরণের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এ সকল কাজের জন্য প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয়ের তথ্যসহ প্রতিষ্ঠানের সকল তথ্য জানার অধিকার জনগণকে দেওয়া হয়েছে তথ্য অধিকার আইনে।

ক. এমআরডিআই

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে এমআরডিআই কর্তৃক ২০২২ সালে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ

ইউকেএইড এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় বেটার গর্ভানেন্স ফর বেটার সার্ভিসেস প্রকল্পের কার্যক্রম

১. এনজিও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও অনলাইন কোর্স পরিচিতিকরণ

তথ্য অধিকার আইনে কর্তৃপক্ষ হিসাবে এনজিওদেরও অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে এনজিও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও এনজিও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য তৈরি অনলাইন কোর্সটি পরিচিতিকরণের জন্য ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। চারটি ব্যাচে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে যশোরের ৮টি উপজেলার বিভিন্ন এনজিওতে কর্মরত মোট ২০৯ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

তথ্য অধিকার আইন কেন গুরুত্বপূর্ণ, তথ্য অধিকার আইনের মূল কথা ও জনগণের তথ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে অধিবেশন পরিচালিত হয়। দলগত কাজের মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজ অফিসে সংরক্ষিত স্বপ্রণোদিত তথ্য, চাহিদার ভিত্তিতে প্রদেয় তথ্য, আংশিকভাবে প্রদেয় তথ্য এবং প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এমন তথ্যের তালিকা তৈরি করেন। এরপর অংশগ্রহণকারীদের তথ্য অধিকার আইন অনলাইন কোর্সটির সাথে পরিচিতি করিয়ে দেয়া হয়। অনুষ্ঠানের একটি অংশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন এবং জনসম্পৃক্তকরণে কর্তৃপক্ষের করণীয় বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

২. তথ্য অধিকার বিষয়ে সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন এর ব্যবহারে সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে যশোরে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ২২জন জেলা প্রতিনিধি এবং যশোরের ৪টি স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদকগণ এতে অংশগ্রহণ করেন। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ নিয়েই মূল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরিতে বর্তমানে আইনটির ব্যবহার এবং আইনটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঝুঁকিসমূহ কী কী সেসকল বিষয়গুলোও আলোচনায় প্রাধান্য পায়।

৩. উপজেলা পর্যায়ে সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য আইনটি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা থাকা প্রয়োজন। বিষয়টি বিবেচনায় প্রকল্পের আওতায় যশোরের আট উপজেলায় সরকারি দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইন ও সুশাসন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ঝিকরগাছা ও কেশবপুর উপজেলার সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইন ও সুশাসন বিষয়ক দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। যশোর সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উভয় উপজেলার মোট ৫৫ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

৪. তথ্য অধিকার আইন নিয়ে জানাকের সচেতনতামূলক কার্যক্রম

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে জানাকের সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ঝিকরগাছা, মণিরামপুর এবং কেশবপুর উপজেলার জানাক সদস্যদের উদ্যোগে তিনটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এ উপলক্ষ্যে ঝিকরগাছায় একটি মা সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে এলাকার প্রায় ১৫০জন অংশগ্রহণ করেন। জীবনযাত্রায় তথ্যের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব, জনগণের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইনের মূল চেতনা এবং আইন অনুসারে তথ্য চেয়ে আবেদনের পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

মণিরামপুর এবং কেশবপুর উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানসমূহে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক একটি নাটিকা প্রর্দশিত হয়। এতে উভয় উপজেলার প্রায় ২০০ মানুষ অংশগ্রহণ করে। এ সময় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সহজপাঠ এবং তথ্য অধিকার আইনের বার্তা সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করা হয়।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রম

নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। আইনটি সম্পর্কে স্কুল শিক্ষার্থীদের পরিচ্ছন্ন ধারণা প্রদানের জন্য প্রকল্পের আওতায় মণিরামপুর, কেশবপুর, বাঘারপাড়া এবং যশোর সদর উপজেলার চারটি বিদ্যালয়ের অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সেশনের আয়োজন করা হয়। এ সকল আয়োজনে চারটি বিদ্যালয়ের ৪৯১ জন শিক্ষার্থী, প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকগণও উপস্থিত ছিলেন। এ সময় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সহজপাঠ এবং তথ্য অধিকার আইনের বার্তা সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করা হয়।

৫. কমিউনিটি মোবিলাইজেশন সভা

প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তিতে সহায়তার লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ের প্রান্তিক মানুষের মাঝে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রকল্প কার্যক্রমের অংশ হিসাবে যশোরের মণিরামপুর, কেশবপুর, বাঘারপাড়া এবং সদর উপজেলায় চারটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। কুমার, জেলে ও মুচি সম্প্রদায় এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের জন্য আয়োজিত এসকল সভায় মোট ৪৯৫জন অংশগ্রহণ করেন। এ সময় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সহজপাঠ এবং তথ্য অধিকার আইনের বার্তা সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করা হয়।

৬. এনজিওদের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ অবস্থা নিরুপন

এনজিওদের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ অবস্থা নিরুপনের লক্ষ্যে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পার্টনার ৬০টি এনজিওতে একটি গবেষণা পরিচালিত হয়। তথ্য কমিশন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, টিআইবি, রিইব এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত একটি সভায় গবেষণার পদ্ধতি চুড়ান্ত করা হয়। গবেষণার অংশ হিসাবে এমআরডিআই ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের বিভিন্ন জেলায় অবিস্থিত এনজিওর অফিস সরেজমিনে পরিদর্শন, ওয়েবসাইট প্রকাশিত তথ্য বিশ্লেষণ এবং এনজিওর নির্বাহী পরিচালকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের মাধ্যম এবং কোন তথ্যগুলো স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করতে হবে বিষয়টি নিয়ে অধিকাংশ এনজিওর সুস্পষ্ট ধারণার অভাব গবেষণায় মূল প্রতিবন্ধকতা হিসাবে উঠে আসে। এ অবস্থার উত্তোরণে এ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতা বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধি মানুষদের উপযোগী করে ওয়েবসাইটগুলোতে তথ্য প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অনুসরণের সুপারিশও উপস্থাপিত হয়।

৭. কর্তৃপক্ষের তালিকা তৈরি

সঠিক আবেদন বা আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে চাহিত তথ্যের আবেদন করার ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এমআরডিআই প্রকল্পের আওতায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে আবেদন এবং আপীল কর্তৃপক্ষের একটি তালিকা তৈরি করে।

ইম্প্রুভিং কোয়ালিটেটিভ জার্নালিজম ইন বাংলাদেশ (আইকিউজেবি) প্রকল্পের কার্যক্রম

৮. সাংবাদিক প্রশিক্ষণ

সাংবাদিক সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে প্রকল্পের আওতায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) মনোনীত ২৭ জন সদস্যর জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক আলোচনার পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিবেদন পরিকল্পনায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও প্রকল্পের অন্যান্য সংবাদিক প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন বিষয় অধিবেশন পরিচালিত হয়।

৯. অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন প্রকাশনাটির পুনর্মুদ্রণ

প্রকল্পের আওতায় ইতোপূর্বে প্রকাশিত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন প্রকাশনাটি পুনরায় ৫০০ কপি মুদ্রণ করা হয়।

১০. বার্তাকক্ষে তথ্য অধিকার হেল্পডেস্ক সহায়তা প্রদান বিষয়ক কার্যক্রম

এমআরডিআই-এর তথ্য অধিকার হেল্পডেস্ক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে দুটি সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের সাথে আলাদাভাবে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই হেল্পডেস্ক কী কী সহায়তা প্রদান করতে পারে এবং করে থাকে সে বিষয়ে আলোচনাই ছিলো সভার মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে এই হেল্পডেস্কটি পরিচিতিকরণ ছিলো সভার আরেকটি উদ্দেশ্য।

তথ্য অধিকার আইন সহায়তা প্রদানে পরিচালিত আরটিআই হেল্পডেস্ক

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য এমআরডিআই একটি হেল্পডেস্ক পরিচালনা করছে। ০১৭২৭৫৪৯৬৮৬ মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে এটি পরিচালিত হয়। সপ্তাহে রবি থেকে বৃহস্পতিবার, সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত যে কোন ব্যক্তি এই নম্বরে ফোন করে তথ্য অধিকার আইন সর্ম্পকিত যে কোন তথ্য জানতে চাইতে পারে এবং বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিতে পারে। তথ্য আবেদনকারী এবং তথ্য প্রদানকারী উভয় পক্ষই আরটিআই হেল্পডেস্কে ফোন করে সহযোগিতা নিতে পারে। আবেদন এবং আপীলের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ, ফরম পূরণে সহায়তা প্রদানসহ আইন বিষয়ে যে কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় হেল্পডেস্কের মাধ্যমে। সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং এনজিও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ পরিচালনায় এ হেল্পডেস্কটি কোর্সে রেজিস্ট্রেশনসহ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করে। এ বছর হেল্পডেস্কের মাধ্যমে ১০৭টি তথ্য আবেদন, ৮৩টি আপীল এবং ৪৩টি অভিযোগে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

খ. টিআইবি

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে টিআইবি' কর্তৃক ২০২২ সালে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ

১. তথ্য কমিশন ও টিআইবি'র সমঝোতা স্মারকের আওতায় কার্যক্রম

তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন ও এ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ে তথ্য কমিশন ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) যৌথ সহযোগিতামূলক সমঝোতা স্মারক আওতায় দুই দফায় ৭-৮ এবং ১৪-১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ এ 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ কার্যকর বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভূমিকা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করে। অনলাইন জুম মাধ্যমে আয়োজিত প্রশিক্ষণে রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ৫৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

২. টিআইবির তথ্য অধিকার বিষয়ক লিফলেট

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর প্রচার এবং আবেদন পদ্ধতি অবহিত করার লক্ষ্যে টিআইবি ৫০,০০০ তথ্য অধিকার আইন লিফলেট তৈরী ও বিতরণ করে।

৩. সরকারি অফিসের ওয়েব পোর্টাল পর্যবেক্ষণ

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি অফিসের ওয়েবপোর্টালে হালনাগাদ তথ্য প্রকাশের চিত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়। ৩৮টি জেলা ও ০৭টি উপজেলা পর্যায়ের মোট ৪৫টি সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) অঞ্চলে ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) সদস্যদের উদ্যোগে এ পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়। মোট ০৭টি নির্দেশক/সূচকের (নোটিশ বোর্ড, খবর, অফিস প্রধানের তথ্য, কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্য, সেবাসমূহের তথ্য, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য ও যোগাযোগ) আলোকে ১১২টি স্টাডি করা হয়, যার মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সর্বমোট ৫২৫৭টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবপোর্টালের তথ্য পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণকৃত ফলাফলের আলোকে প্রতিটি সনাকের উদ্যোগে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েব পোর্টালগুলোকে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালাসহ স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে অধিপরামর্শ করা হয়। সনাক-এর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওয়েব পোর্টালের অসম্পূর্ণতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে ৫৪টি অফিস আদেশ প্রদান করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৪. ঢাকাভিত্তিক ইয়েস গ্রুপের উদ্যোগে ১৮টি সরকারি হাসপাতালের ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণ

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের উদ্যোগে ঢাকাভিত্তিক ইয়েস গ্রুপসমূহ ঢাকা মহানগরে অবস্থিত ১৮টি সরকারি হাসপাতালের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের মাত্রা যাচাই করতে তাদের ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। দৈবচয়নের ভিত্তিতে ১৮টি সরকারি হাসপাতাল নির্বাচন করে ৭টি নির্দিষ্ট নির্দেশকের (নোটিশ বোর্ড, খবর, অফিস প্রধানের তথ্য, কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্য, সেবাসমূহের তথ্য, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য ও যোগাযোগ) আলোকে পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করা হয়। টিআইবি'র পক্ষ থেকে চিঠিসহ পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করা হয়।

৫. তথ্য মেলা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর কার্যকর বাস্তবায়ন ও অবাধ তথ্য প্রবাহের লক্ষ্যে জনসচেতনতা তৈরি এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও সেবাগ্রহীতাদের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরির লক্ষ্যে জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২২ সময়কালে সনাকের উদ্যোগে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় মোট ২৩টি তথ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য মেলায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মোট ৭১৭টি প্রতিষ্ঠান (সরকারি প্রতিষ্ঠান ৬৩৪টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ৮৩টি) তাদের সেবা সম্পর্কিত তথ্য নিজ নিজ স্টলে দর্শনার্থীদের জন্য প্রদর্শন ও প্রদান করেন। মোট প্রায় ৩০,৫১০ জন নাগরিক তথ্য মেলা পরিদর্শন করেন। সনাক ও ইয়েস সদস্যবৃন্দের উদ্যোগে তথ্য মেলায় প্রায় ৫৩২৮ জনকে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। এর মধ্য থেকে ৪২৬১ জন নাগরিক বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন, যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ২৯১২টি আবেদনের তথ্য প্রদান করে। মেলায় আগত দর্শনার্থীবৃন্দকে স্টল থেকে বিনা মূল্যে বিভিন্ন প্রকার তথ্য ও পরামর্শ প্রদানসহ দুর্নীতিবিরোধী প্রচারণামূলক বিভিন্ন লিফলেট, স্টিকার এবং তথ্যপত্র প্রদান করা হয়।

জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২২ সময়কালে সনাক ও ঢাকাভিত্তিক ইয়েস গ্রুপসমূহ এবং অ্যাকটিভ সিটিজেনস গ্রুপ (এসিজি) এর উদ্যোগে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৩৯টি ক্যাম্পেইন/প্রচারণামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। এ সকল কর্মসূচিতে মোট ৩৩,৯১০ জন মানুষকে সম্পৃক্ত করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: স্কুল ও কলেজভিত্তিক তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক কুইজ, রচনা ও দুর্নীতিবিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনা, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর প্রচার ও প্রয়োগ বিষয়ক ক্যাম্পেইন, শহরের জনবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্যানার এবং ফেস্টুন টানানো, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা ইত্যাদি। এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণ শিক্ষার্থীসহ সাধারণ জনগণকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা প্রদান, নিয়ম অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপিল ফরম পূরণ করা শেখানোর পাশাপাশি তথ্যের জন্য আবেদন করতে উদ্বুদ্ধ ও আবেদন করতে সহায়তা করা হয়।

গ. Research Initiatives Bangladesh (RIB's)

Research Initiatives Bangladesh (RIB's) RTI activities in the year 2022

1. Trainings on Right to Information (RTI)

RIB has received support from National Endowment for Democracy (NED) to take research project on RTI. These international organizations awarded multiyear funds to RIB to promote RTI in Bangladesh in assigned working areas. During the beginning of the project activities, trainings on RTI were directly provided to more than 180 people chosen from above working districts.

2. Regular Monthly Meeting with RTI Moderators and Requesters

RIB has organized regular monthly meeting with RTI requester's who collaborated with RIB voluntarily to promote RTI in their respective areas, RTI promoters/ RTI Defenders from Rajshshi, Bogura, Rangpur, Nilphamari, Dinajpur, & Moulvibazar district who consented to work with RIB voluntarily agreeing on principle to motivate people in their locality to make use of RTI law and promote it by framing questions on issues, themes and mandates with which they work on.

3. RTI Rally, Information fair and RTI Day observations

RIB organized public event like information fairs and RTI rally during year 2022 to disseminate knowledge on RTI at places accessible by large groups of people. RTI Rally & Information fair were held in 4 districts (Rajshahi, Nilphamari, Dinajpur & Moulvibazar District where more than 2400 people including the general public, local administrations/government officials, people's representatives, social activists, and RTI moderators & requesters participated. Under these events the activities took place were 45 female bikers carrying RTI posters and festoons roamed around the city, rally, discussion meeting, Art & Debate competition on RTI theme at schools & colleges, where large gatherings of people were seen.

4. Dialogue Meetings with Government Officers & Citizen Society on Local Issues & Use of Right to Information (RTI)

RIB has organized dialogue meeting with government officials and citizen society, relevant stakeholders, RTI defenders at regional/local level to discuss local issues & use of Right to Information (RTI) for raising awareness and strategies for resolving issues between demand and supply side of RTI law, sharing experiences, lessons learnt and discussing the best practices of RTI requesters.

5. RTI Resource Centre

Three RTI Resource Centre in the districts of North zone has been established by RIB's motivated RTI Defenders voluntarily. These resource centers have been established to cater to the needs of local people with queries on process of drafting and filling RTI, information on development initiatives and social service as provided by government and any other information which needs to be given including assisting in filling RTI application.

6. RTI Workshops

RTI workshops were organized in Nowabganj, Dinagpur and Moulvibazar. Each workshop had participants of 40 people and it provided them with an opportunity to share their RTI journey with others and gather experiences and lessons learnt from other participants. These workshops were held in Dinajpur, Moulvibazar, Jessore districts.

7. Day Observation

RIB organized world Human Rights day on 10th December at Rajshshi, Bogura, Rangpur, Nilphamari, Dinagpur & Moulvibazar District, where general people, local administrations, social activists, and RTI moderators & requesters participated. Total number of people took part in these events were more than 1500. During observance of the events, rally & discussion meetings on concept of human rights and how RTI can be an effective tool to ensure human rights took place. Such initiatives would convey messages on the importance of RTI and its links in promoting human rights and inclusive development.

8. Courtyard Meeting:

RIB organized an ongoing awareness building program courtyard meeting during the year 2022 to disseminate knowledge on RTI at places accessible by large groups of people or places having mass particpations. Courtyard Meetings have been held at 6 districts (Rajshahi, Nilphamari, Rangpur, Saidpur Dinajpur & Moulvibazar District with 30-40 local peoples were present in each meeting with the participation of the activists and RTI moderators.

ঘ. The Carter Center

Right to Information activities completed by The Carter Center, 2022

The Carter Center worked closely with the Cabinet Division (Coordination and Reforms) and Information Commission Bangladesh and local citizen society partners to continue implementing its project titled Advancing Women's Right of Access to Information in Bangladesh. Focusing its efforts on the target districts of Sylhet, Satkhira, Khagrachari, and Rajshahi, the Center's programming seeks to achieve results in three separate but complementary areas:

1. The legal and social environment is enabling for women's access to information.

2. National and target local governments more effectively and equitably provide information to women in target districts.

3. Citizen society organizations and information liaisons in target districts promote and support women's use of the right of access to information.

Having organized the project in this manner, The Carter Center implemented the following activities in 2022:

1. The legal and social environment is enabling women's access to information

International Right to Information Day

The Carter Center Bangladesh team participated in the International Right to Information Day 2022 at the venue of Bangladesh Film Archives Auditorium organized by Information Commission Bangladesh Agargaon area as per the schedule. Along with The Carter Center four partner organizations organized and attended RTI Day-2022 observation in their respective areas.

The celebration of the International Right to Information Day took part in every target district, with approximately 883 people participating in the events, including 50 in Khagrachari, 510 in Rajshahi, 173 in Sylhet and 150 in Satkhira. In the target districts the Center's partners either joined the government supported programs at the divisional and district level (Rajshahi), organized a joint initiative with the district administration and government departments (Satkhira and Khagrachari), or organized programs with the upazila administration (Rajshahi and Sylhet).

2. National and target local governments more effectively and equitably provide information to women in target districts

a. RTI Intensive Trainings

Over the project year, the Center conducted "RTI Intensive" capacity-building training for government officials and local government institute in all four target districts. To assure that the participants have internalized the capacity building from the earlier RTI training, each of these initial training was followed by RTI refreshers scheduled a few months later. The RTI intensive training was focused on records and document management, including organization and controlling of records, storage, retention, and disposal of records, developing a new records system, privacy, confidentiality, security, and electronic document and records management, RTI Act and proactive disclosure guidelines and concluded with the gender sensitization session, "introduction to gender and state of women.

b. Refreshers training on RTI with GOs at Upazila level

TUS organized a day long refresher on RTI for government officials on 5 July at conference room, Upazila Parishad, Khagrachari sadar. The program was organized as a part of the project, 'Advancing women's rights of access to information in Bangladesh' with the support of The Carter Center (TCC). The day long events were enriched with Lectures, Group and open discussion sessions, the procedure of filing RTI application, Appeal and complaint challenges, Gender issue and also the documentary shows on RTI. Twenty two Government Officials (Male 14, Female 22) participated in that training program.

3. Citizen society organizations and information liaisons in target districts promote and support women's use of the right of access to information

a. Awareness-raising events for CSOs in target districts

Throughout the year's programming, the Carter Center, along with local partners TUS, IDEA, ACD, and Agrogoti Sangstha, engaged in several activities to increase access to information for

women among citizen rights society organizations and relevant individuals. These activities included the courtyard meetings, public service announcements, school campaign, street dramas, awareness-raising campaigns, and lessons learned and sharing workshops.

Courtyard meetings:

During this period, the Center's local partners continued to host courtyard meetings to promote the right of access to information in local communities. These meetings provideded women with a greater understanding of the right of information, an opportunity to directly file information requests, and. They also aimed for the attending women to be more proactive in seeking information in service providers' offices using the application form. Altogether, 397 meetings for 4,425 participants took place; ACD organized 62 meetings for 612 women, Agrogoti Sangstha 48 meetings for 819 women, IDEA 172 meetings for 1,619 women and TUS 115 meetings for 1377 women.

Public Service Announcements (PSAs):

In order to encourage women to access information with less fear, Agrogoti Sangstha cooperated with Nalta radio to develop a public service announcement (PSA) on the Right to Information Act and the application process. It was broadcast 15 times locally and covered five upazilas in Satkhira district: Tala, Kaliganj, Shamnagar, Satkhira Sadar, and Asasuni. These areas have a combined population of approximately 30,000, including Dalit and other marginalized groups.

In Rajshahi, ACD organized one talk show on Right to Information for Women's Advancement: Our role on June 29, 2022. It was live broadcasted through Radio Padma99.2fm including a verified Facebook page from 08.00 PM-08.50 with total views: 185, like 13, comments 5 and shared 4 (https://fb.watch/e4WYuHJRYp/).

b. Capacity building for key CSOs

With the desired outcomes of building a strong coalition of local CSO's capable of sharing knowledge and raising awareness of the RTI Act and fostering a supportive network to advance women's access to information in remote areas, in May, 2022 TUS organized a meeting on RTI mainstreaming with CSOs. Eight participants attended representing various citizen society organizations.

c. Engaging youth to use access to information for themselves and their communities

Sylhet : In Sylhet, IDEA was organized a refresher training with youths at Hotel Grand Mafi, Mirabazer, Sylhet on the RTI act of five Upazila on 30 May 2022. Thirty five youths (Male 11 & Female 24) were present from Jaintapur, Sylhet Sadar, Dakshin Surma, Biswanath & Osmaninagar Upazila.

Satkhira: In Satkhira, two batches RTI refresher's training for youth key informants were held at the training center of Agrogoti Sangstha on September 2022. The total of 72 youths from Satkhira Sadar, Kaliganj and Shyamnagar upazila of Satkhira district participated in the refreshers training on RTI.The training agenda's were related to RTI. Through the training, the youths further enhanced their ability to properly enforce the Right to Information Act.

Rajshahi : In Rajshahi, ACD organized Refreshers' training sessions for youth forum in May

2022 for six separate youth groups from Rajshahi City Corporation, Tanore and Godagari upazila to serve as local resources for women and others seeking information in these communities. The refresher training covered issues such as rights, information rights and governance, RTI Act 2009, women's access to information and its importance, services delivery institutes and its services. Total of 115 female participants took part in the training.

ঙ. ব্র্যাক

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ব্র্যাক কর্তৃক ২০২২ সালে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ

ব্র্যাক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিশ্বের সর্ববৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চতুর্থ বারের মত ১ নম্বর উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে স্বীকৃত। সরকারের সহযোগী শক্তি হিসেবে ব্র্যাক বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সুনামের সঙ্গে কাজ করে আসছে। তথ্য অধিকার ফোরামের সক্রিয় সদস্য হিসেবে ব্র্যাক দীর্ঘদিন ধরেই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সহায়তায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

ব্র্যাক তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রদানসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, এনজিও, অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যমের (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা আরো কার্যকর ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য একটি স্বতন্ত্র ইউনিট গঠন করে যা পার্টনারশীপ স্ট্রেনদেনিং ইউনিট নামে পরিচিত। ২০১১ সাল থেকে দেশের ৬৪টি জেলায় এই ইউনিটের অধীন কর্মরত ব্র্যাক জেলা সমন্বয়কগণ ব্র্যাক-এর পক্ষে তথ্য অধিকার আইন অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে এই ইউনিট অ্যাডভোকেসী ফর সোশ্যাল চেঞ্জ নামে পরিচিত। তাছাড়া ব্র্যাক ৪৯৫টি উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছে। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর উপর নিয়মিত ওরিয়েন্টেশন প্রদান করছেন। তাছাড়া জেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সফলতার সঙ্গে অনলাইনে তথ্য অধিকার আইনের উপর কোর্স সমাপ্ত করে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, অ্যাডভোকেসী ফর সোশ্যাল চেঞ্জ (এএসসি) ইউনিটের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক ব্র্যাক প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং ব্র্যাকের পক্ষে জনাব কাজী আবু মোহাম্মাদ মোর্শেদ, সিনিয়র পরিচালক, ব্র্যাক, সকল জেলা ও প্রধান কার্যালয়ের আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ব্র্যাক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে তার কার্যক্রমের হালনাগাদ বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত নিজস্ব ওয়েবসাইটে স্বপ্রণোদিতভাবে সার্বক্ষণিক উপস্থাপন করছে। ফলে যে কেউ তাঁদের চাহিদামত সেখান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারছেন। ফলশ্রুতিতে ব্র্যাকের কাছে আবেদনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ধারা ধীরে ধীরে কমে আসছে। ২০২২ সালে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় ৫ জন ব্যক্তি ব্র্যাকের নিকট আবেদন করলে তাদের কাছে আবেদনকৃত তথ্য সরবরাহ করে।

বর্তমানে ব্র্যাক বিভিন্ন কর্মসূচির উঠান বৈঠক, গণনাটক ও কমিউনিটি রেডিও-এর মাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সর্বোপরি ব্র্যাক বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় র‍্যালী, আলোচনা সভা এবং মেলায় অংশগ্রহণ করে তথ্য অধিকার আইন ও এর সুফল তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যে তথ্য কমিশনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

তথ্য অধিকার নিয়ে ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচির পক্ষ থেকে বিভিন্ন মিটিং-এ সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। তথ্য অধিকার নিয়ে গণনাটক প্রদর্শন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের সাথে তথ্য অধিকার দিবস পালন করা হয়েছে। তাছাড়া, বিভিন্ন জেলায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক জেলা উপদেষ্টা কমিটির সদস্য এবং বিভাগীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটির সদস্য হিসেবে বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। সর্বোপরি তথ্য অধিকার দিবস উদযাপনে ব্র্যাক বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি প্রশাসনের সাথে সমন্বয় রেখে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে।

উল্লেখ্য যে, অ্যাডভোকেসী ফর সোশ্যাল চেঞ্জ (এএসসি) ইউনিটের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক ব্র্যাক প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং ব্র্যাকের পক্ষে জনাব কাজী আবু মোহাম্মাদ মোর্শেদ, সিনিয়র পরিচালক, ব্র্যাক, সকল জেলা ও প্রধান কার্যালয়ের আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ব্র্যাক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে তার কার্যক্রমের হালনাগাদ বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত নিজস্ব ওয়েবসাইটে স্বপ্রণোদিতভাবে সার্বক্ষণিক উপস্থাপন করছে। ফলে যে কেউ তাঁদের চাহিদামত সেখান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারছেন। ফলশ্রুতিতে ব্র্যাকের কাছে আবেদনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ধারা ধীরে ধীরে কমে আসছে। ২০২২ সালে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় ৫ জন ব্যক্তি ব্র্যাকের নিকট আবেদন করলে তাদের কাছে আবেদনকৃত তথ্য সরবরাহ করে।

বর্তমানে ব্র্যাক বিভিন্ন কর্মসূচির উঠান বৈঠক, গণনাটক ও কমিউনিটি রেডিও-এর মাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সর্বোপরি ব্র্যাক বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় র‍্যালী, আলোচনা সভা এবং মেলায় অংশগ্রহণ করে তথ্য অধিকার আইন ও এর সুফল তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যে তথ্য কমিশনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

তথ্য অধিকার নিয়ে ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচির পক্ষ থেকে বিভিন্ন মিটিং-এ সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। তথ্য অধিকার নিয়ে গণনাটক প্রদর্শন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের সাথে তথ্য অধিকার দিবস পালন করা হয়েছে। তাছাড়া, বিভিন্ন জেলায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক জেলা উপদেষ্টা কমিটির সদস্য এবং বিভাগীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটির সদস্য হিসেবে বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। সর্বোপরি তথ্য অধিকার দিবস উদযাপনে ব্র্যাক বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি প্রশাসনের সাথে সমন্বয় রেখে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে।

চ. দিশা

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে দিশা কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ

১. তথ্য কমিশনের বিভিন্ন সভায়/ভার্চুয়াল সভায় দিশা'র প্রতিনিধি নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছেন। তাছাড়া ঢাকা বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে আবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরীবিক্ষণ কমিটির সভায়/জুম অনলাইন সভায়ও দিশা'র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন।

২. সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সম্মেলন/সভায় ও মাসিক সমন্বয় সভায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং এ সংক্রান্ত প্রবিধানমালা, ২০১০ সম্পর্কে আলোচনা হয়ে থাকে এবং এ বিষয়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ/অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে।

৩. সংস্থায় নিয়োগ প্রাপ্ত নতুন কর্মকর্তা/কর্মীদের ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ কোর্স ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন এবং করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ মডিউলে অন্তর্ভুক্ত আছে এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৪. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও এ সংক্রান্ত বিধিবিধান সহ '৩৩৩' তে ফোন করে সরকারি সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য লিফলেট প্রেরণসহ দিশা প্রধান কার্যালয় হতে শুরু করে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ ক্লাসেও এ বিষয়ে প্রশিক্ষনার্থীদের অবহিত করা হয়ে থাকে। দিশা'র সমিতি পর্যায়ে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার এবং '৩৩৩' তে ফোন দিয়ে সরকারি সেবা গ্রহণ করার বিষয়ে দিশা গ্রামীন সদস্যদের অবহিত করা হয়ে থাকে।

৫. গত ২৯/০৯/২০২২ খ্রি: দিশা'র উদ্যোগে "আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস" ২০২২ উদযাপন করা হয়েছে। তাছাড়া গত ২৮/০৯/২০২২ খ্রি: তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২২ এ দিশা'র প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেছেন। স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ এর অনুষ্ঠান/কর্মসূচীতে দিশার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন।

অধ্যায়

৪

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন

২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। ২০০২ সালে বিশ্বব্যাপী তথ্য অধিকার আন্দোলন নিয়ে গড়ে ওঠা সংগঠনগুলো বুলগেরিয়ার সোফিয়া থেকে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপনের সূচনা করে। তারা সেদিন 'Freedom of Information Networks' নামে একটি সংগঠন গঠন করে। এই নেটওয়ার্কের সদস্য দেশগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা তথ্য অধিকার বিষয়ে নিজস্ব ধারণা, কৌশল ও সাফল্যের কাহিনী নিজ নিজ দেশে এই দিনে জনগণের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্যোগ নেবে। এরপর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। অন্যদিকে ২০১৫ সনের ১৭ নভেম্বর UNESCO ২৮ সেপ্টেম্বর দিনটিকে Resolution 38 C/70 মাধ্যমে "International Day for Universal Access to Information" হিসেবে ঘোষণা করে। তদনুযায়ী তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এই দিবসটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করে।

জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিবছর আন্তর্জাতিকভাবে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। এ বছর রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ২৮ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন কর্মসুচির মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২' উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে তথ্য কমিশন কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। বিভাগ, জেলা এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ও পৌর ডিজিটাল সেন্টারসমূহকে সংযুক্ত করে উপজেলা পর্যায়ে পৃথক পৃথক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

এ বছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল **"তথ্য প্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক।"**

এ উপলক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য ও সম্প্রচার সচিবের বাণী এবং তথ্য কমিশনারের ০১টি প্রবন্ধ সম্বলিত ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছে। দিবসটি উদ্‌যাপনে ০৯টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয় এবং বেসরকারি সংস্থা কার্টার সেন্টারের সৌজন্যে ১৩ টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য কমিশন থেকে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। স্মরণিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য ও সম্প্রচার সচিবের বাণীসহ তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে ১৮টি আর্টিকেল প্রকাশিত হয়।

এছাড়া দিবসটির প্রতিপাদ্য মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে প্রচার, দেশের বিভিন্ন স্থানে তথ্য অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য, স্লোগান এবং তথ্য অধিকার বিষয়ক ডকুমেন্টারীসমূহ ডিজিটাল স্ক্রল ও ডিজিটাল এডভারটাইজিং বোর্ডের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ ৪৬,০০০ টির অধিক ওয়েবসাইটে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ উদ্‌যাপনের ফেস্টুন প্রচার করা হয়েছে।

দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ বুধবার সকাল ১০.০০ টায় তথ্য কমিশনের উদ্যোগে ঢাকার আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশনের তৎকালীন সচিব জনাব জি, এম, আব্দুল কাদের, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি। আলোচনা করেন প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক। এনজিওসমূহের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন এমআরডিআইয়ের নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান মুকুর। জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রধান, মিডিয়াব্যক্তিত্ব, তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কারপ্রাপ্তগণ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি।
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক।
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি।
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দের একাংশ।
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দের একাংশ।
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার- ২০২২

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য অধিকার আইন চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার নিমিত্ত ২০২২ সালে মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর/সংস্থা, বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, উপজেলা কার্যালয়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রথম স্থান অধিকারী তিনটি কমিটি {তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি} এই সাতটি পর্যায়ে (ক্ষেত্রে) নির্বাচিতদের তথ্য অধিকার বিষয়ক সর্বমোট ১৬টি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

মন্ত্রণালয়:

ক্রঃ নং	মেধাক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার নাম
০১	প্রথম	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
০২	দ্বিতীয়	খাদ্য মন্ত্রণালয়

অধিদপ্তর/সংস্থা:

ক্রঃ নং	মেধাক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার নাম
০১	প্রথম	বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যায়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)
০২	দ্বিতীয়	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

বিভাগীয় কার্যালয়:

ক্রঃ নং	মেধাক্রম	বিভাগীয় কার্যালয়ের নাম
০১	প্রথম	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা
০২	যৌথভাবে দ্বিতীয়	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ময়মনসিংহ
০৩		কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ

জেলা কার্যালয়:

ক্রঃ নং	মেধাক্রম	জেলা কার্যালয়ের নাম
০১	প্রথম	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার
০২	দ্বিতীয়	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা

উপজেলা কার্যালয়:

ক্রঃ নং	মেধাক্রম	উপজেলা কার্যালয়ের নাম
০১	প্রথম	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, রংপুর সদর, রংপুর
০২	দ্বিতীয়	উপজেলা মৎস্য অফিস, রংপুর সদর, রংপুর

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই):

ক্রঃ নং	মেধাক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আরটিআই) নাম ও পদবী
০১	প্রথম	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ
০২	দ্বিতীয়	জনাব মো: নূরুল হক, সিনিয়র তথ্য অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা তথ্য অফিস, কুমিল্লা

কমিটি:

ক্রঃ নং	মেধাক্রম	কমিটি
০১	প্রথম	(ক) বিভাগীয় কমিটি: তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি- সিলেট বিভাগীয় কমিটি, সিলেট
০২		(খ) জেলা কমিটি: তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি- নীলফামারী জেলা কমিটি, নীলফামারী
০৩		(গ) উপজেলা কমিটি: তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি- ফকিরহাট উপজেলা কমিটি, বাগেরহাট

মন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ সাইফুল হাসান বাদল সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট গ্রহণ করেন।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

জেলা কার্যালয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার। মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক জনাব মীর নাহিদ আহসান সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট গ্রহণ করেন।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

উপজেলা কার্যালয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, রংপুর সদর, রংপুর। রংপুর সদরের উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোছাঃ নুর নাহার বেগম সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট গ্রহণ করেন।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে সিলেট বিভাগীয় কমিটি, সিলেট। সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট গ্রহণ করেন।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ০৯ টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। ক্রোড়পত্রে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য ও সম্প্রচার সচিবের বাণী এবং তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি এর ০১টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের টেমপ্লেট দেয়া হলো:

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত ক্রোড়পত্র।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বেসরকারি সংস্থা কার্টার সেন্টারের সৌজন্যে ১৩ টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত ডিসপ্লে বিজ্ঞাপনের টেমপ্লেট দেয়া হলো:

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন।
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য কমিশন থেকে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। স্মরণিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য ও সম্প্রচার সচিবের বাণীসহ তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে ১৮টি আর্টিকেল প্রকাশিত হয়।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

অধ্যায়

৫

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এটি একটি জনবান্ধব আইন। তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত হয় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯। আইনটি সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা সৃষ্টির পাশাপাশি সরকারের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করে এবং প্রকারান্তরে তা সরকারি-বেসরকারি সকল স্তরের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুসারে প্রতি বছর তথ্য কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩০(২) উপধারায় উল্লিখিত তথ্যাদি সম্বলিত সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য দেশের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সংস্থা, মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সমন্বিত করে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্য প্রদানের সংখ্যা, এতদ্‌সংক্রান্ত আপীল ও নিস্পত্তির সংখ্যা, তথ্য প্রদানের জন্য আদায়কৃত মূল্য, তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও তার ফলাফল, তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব, আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রমের বিবরণ। এছাড়া তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে পরিলক্ষিত চ্যালেঞ্জসমূহ এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের সুপারিশ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.১ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা

প্রতিবেদনাধীন বছরে তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত ফরম/ফরমেট ব্যবহার করে সমগ্র দেশে গত ০১/০১/২০২২ তারিখ হতে ৩১/১২/২০২২ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্রের চিত্র নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের শতকরা হার
১.	মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর	২,৭০২	১৪.৭০%
২.	কমিশনসমূহ	৩৬৭	২.০০%
৩.	জেলা পর্যায়ে	১৪,৪৮৪	৭৮.৮২%
৪.	ব্যাংক	১০	০.০৫%
৫.	বিশ্ববিদ্যালয়	২৪	০.১৩%
৬.	এনজিও	৭৯০	৪.৩০%
৭.	**মোট**	১৮,৩৭৭	**১০০%**

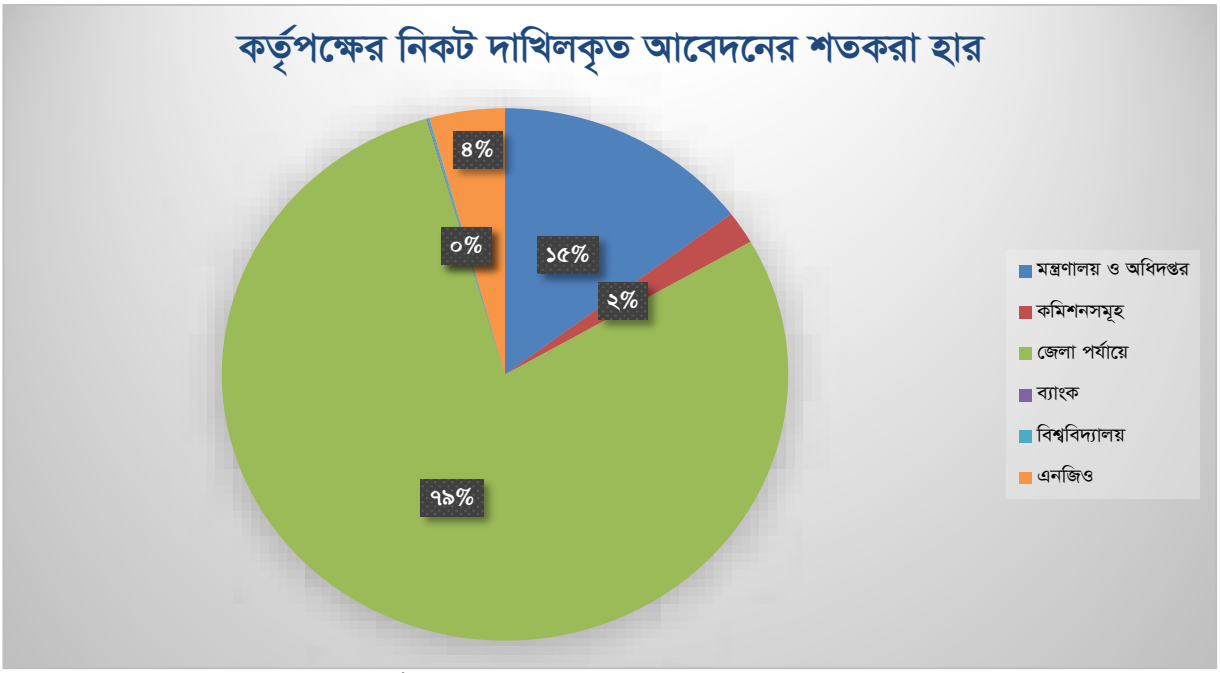

চিত্র: কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের শতকরা হার

২০২১ সালে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের সংখ্যা ছিল ৭,৬৫৩টি। উল্লেখ্য, তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা অনুসরণ করে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তরসমূহ জনগণের কাছে তাদের প্রচুর তথ্য স্ব-উদ্যোগে অবমুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ বিশেষত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠানের ফলে জনগণের তথ্য অধিকার বিষয়ে অধিক সচেতন হওয়ায় এবং তথ্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হওয়ায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের সংখ্যা গত বছরের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **বছরওয়ারী বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা**

তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত ফরম/ফরমেট ব্যবহার করে সমগ্র দেশে প্রাপ্ত আবেদনপত্রের চিত্র নিম্নরূপ-

ক্রমিক নং	সাল	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা
১.	২০১০	২৫,৪১০
২.	২০১১	৭,৮০৮
৩.	২০১২	১৬,৪৭৫
৪.	২০১৩	১১,৭২৭
৫.	২০১৪	৮,৪৪২
৬.	২০১৫	৬,১৮১
৭.	২০১৬	৬,৩৬৯
৮.	২০১৭	৮,১৬৭
৯.	২০১৮	৮,৬৬০
১০.	২০১৯	১২,৮৫২
১১.	২০২০	৯,৭৯৭
১২.	২০২১	৭,৬৫৩
১৩.	২০২২	১৮,৩৭৭
	মোট	১,৪৭,৯১৮ টি আবেদন

চিত্র: বছরওয়ারী বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের চিত্র

৫.২ সরবরাহকৃত তথ্য ও না দেয়া তথ্যের সংখ্যা

২০২২ সনে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ১৮,৩৭৭ টি। তন্মধ্যে ১৭,৭৭৭ টি অর্থাৎ ৯৬.৭৩% আবেদনে যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৫৪৫ টি অর্থাৎ ২.৯৭%। উল্লেখ্য, ২০২২ সনের শেষে ৫৫ টি অর্থাৎ ০.৩০% তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়াধীন ছিল।

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	শতকরা হার
১.	যাচিত তথ্য সরবরাহের সংখ্যা	১৭,৭৭৭	৯৬.৭৩%
২.	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা	৫৪৫	২.৯৭%
৩.	প্রক্রিয়াধীন	৫৫	০.৩০%
	মোট	**১৮,৩৭৭**	**১০০%**

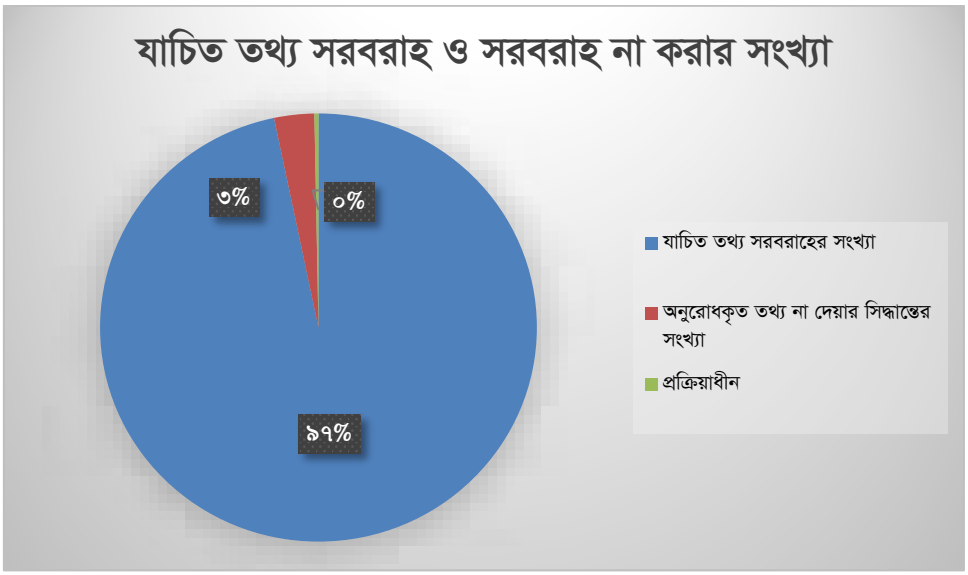

চিত্র: যাচিত তথ্য সরবরাহ ও সরবরাহ না করার চিত্র

প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান না করার বিষয়ে নিম্নরূপ কারণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে:

ক) তথ্য অধিকার আইনের ৭(ঠ) উপধারা মোতাবেক "তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এরূপ তথ্য" প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়।

খ) তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৫ মোতাবেক।

গ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২ (খ) এবং ২ (চ) অনুযায়ী প্রদানযোগ্য কোন তথ্য নয়।

ঘ) তথ্যের মূল্য পরিশোধ না করায়।

ঙ) সংশ্লিষ্ট শাখায় তথ্য না থাকায়।

চ) তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ধারা ৭ এর উপধারা- ঘ, চ, জ, ট ও দ মোতাবেক তথ্য সরবরাহ বাধ্যতামূলক না হওয়ায়।

ছ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন না করায়।

জ) যাচিত তথ্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট না হওয়ায়।

এছাড়া, তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত সমন্বিত প্রতিবেদনে কতিপয় কর্তৃপক্ষ তথ্য না দেয়ার কারণ উল্লেখ করেনি মর্মে দেখা যায়।

৫.৩ আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তি

সমগ্র দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে তথ্য প্রদান না করার কারণে বা তথ্য প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর ৩৪৪ টি আপীল আবেদন করা হয়েছে। তার মধ্যে ৩২৭টি আপীল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৭টি আপীল আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৫.৪ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি

বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা তথ্য অধিকার আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সর্বদা তথ্য কমিশনকে নানাভাবে সহায়তা করে আসছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে কিংবা স্বপ্রণোদিতভাবে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণ, জনঅবহিতকরণ সভা, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সভা, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা, বিভিন্ন কর্মশালা, ওয়েবসাইট নির্মাণ ও হালনাগাদ তথ্যাদি সন্নিবেশন, তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা/নীতিমালা প্রণয়ন ইত্যাদি। উল্লেখ্য, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে । তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি অধ্যায়-৩ এ সংযোজন করা হয়েছে।

৫.৫ সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও অপারগতার কারণসমূহ	প্রক্রিয়াধীন	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৬৯	৩৬৮	১	৫৬	৫৬	০	৫৮৪
২.	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	২৭৮	২৪০	২৬+১২ (প্রক্রিয়াধীন)	১৪	১৪	০	১০,০৪৩
৩.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২৫২	২৫২	০	৬	৬	০	১,৭৫০
৪.	কৃষি মন্ত্রণালয়	২০৩	২০১	০১+১ (প্রক্রিয়াধীন)	১০	১০	০	২২১
৫.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২০৩	২০৩	০	০	০	০	৬,৭৫,৭৩৪.২৫
৬.	বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৪৩	৯৭	৩৭+৯ (প্রক্রিয়াধীন)	১০	১০		২৫২
৭.	অর্থ মন্ত্রণালয়	১৩৭	১১৪	২৩	২৬	২৫+১		৫৬৬
৮.	রেলপথ মন্ত্রণালয়	১০৯	১০৮	১	৭	৭	০	২,৩৮৬
৯.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১০২	৯৯	৩	১	১	০	৮২৭
১০	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৭৮	৭৮	০	৪	৪	০	০

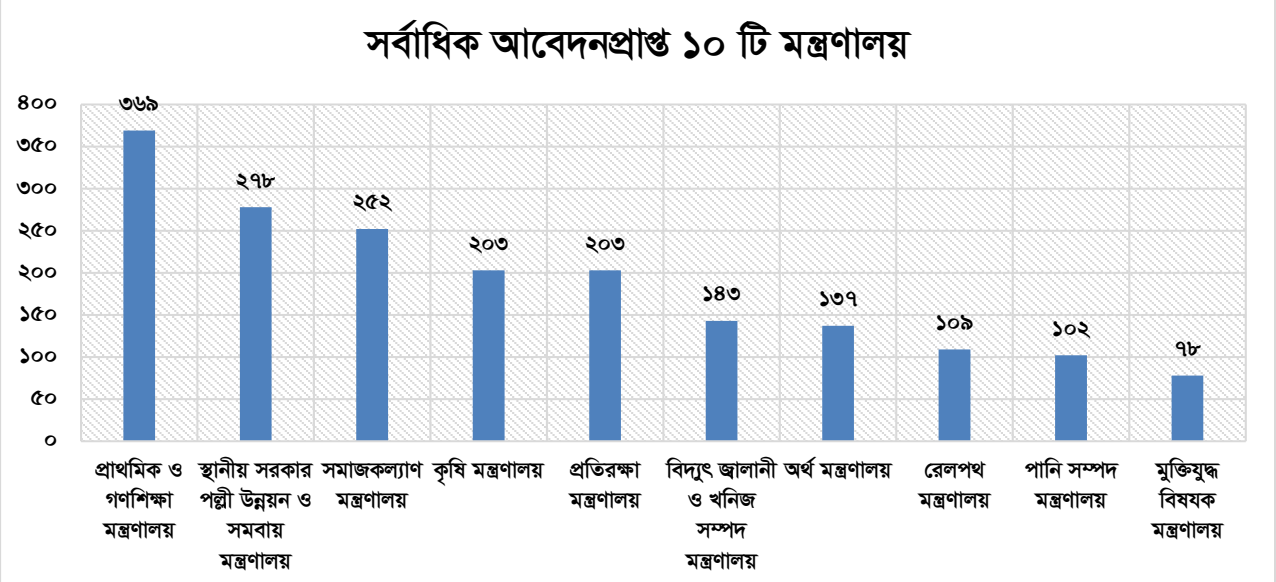

চিত্র: সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০ টি মন্ত্রণালয়

৫.৬ প্রাপ্ত আবেদনগুলোর বিভাগওয়ারী বিভাজন

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১.	রংপুর বিভাগ	৮,৯৯৪	৮,৯৬২	৩২	১৭	১৬+১	০	৩,৮২৭
২.	চট্টগ্রাম বিভাগ	১,৯২৮	১,৯২১	৭	১৫	১৫	০	৪,০১৬
৩.	রাজশাহী বিভাগ	১,৩৪৫	১,১৬২	১৮৩	১১	৭+৪		৩,৪৬৪
৪.	খুলনা বিভাগ	৮১০	৮০৩	৭	৩৮	৩৮	০	৬,৭৫১
৫.	বরিশাল বিভাগ	৫৩১	৪৮৫	৪৬	৫	৪	০	১,১৭১
৬.	সিলেট বিভাগ	৪৯৪	৪৭৩	২১	৫	৪+১	০	৩,৪৮৯
৭.	ঢাকা বিভাগ	৩৭৪	৩১০	৫২+১২	২৯	২৯		২,৮৪৭
৮.	ময়মনসিংহ বিভাগ	৮	৮	০	০	০		০
		১৪,৪৮৪	১৪,১২৪	৩৪৮+১২	১২০	১১৪+৬		২৫,৫৬৫

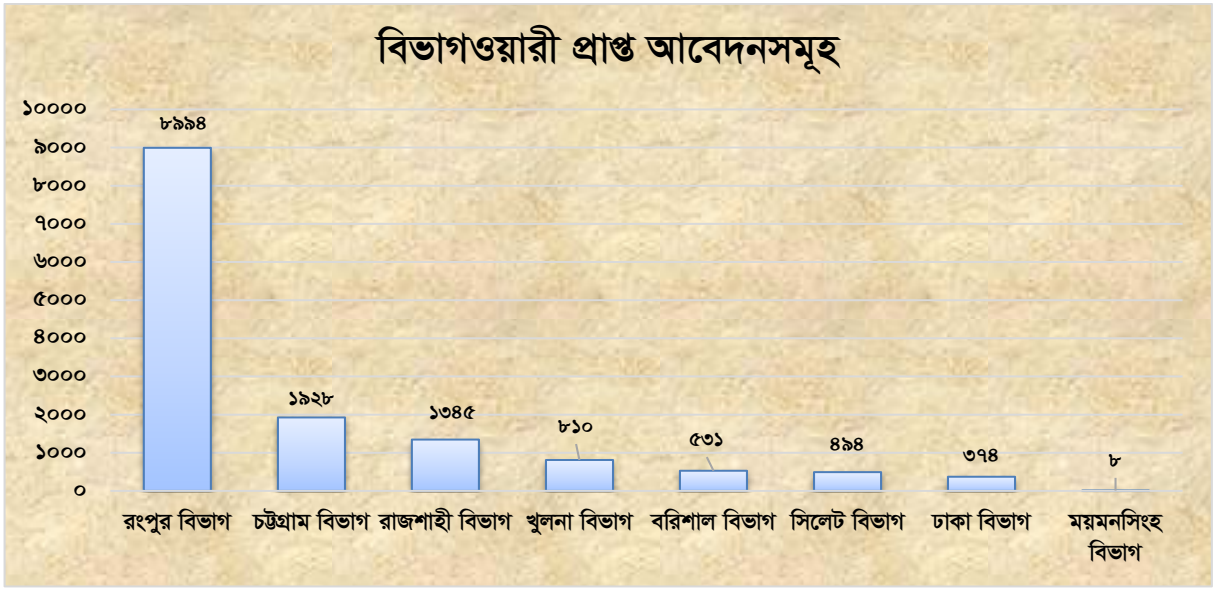

চিত্র: বিভাগওয়ারী প্রাপ্ত আবেদনসমূহের চিত্র

৫.৭ সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০ টি জেলা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১.	দিনাজপুর	৭,৯৬৩	৭,৯৬২	১	১	১	০
২.	ফেনী	১,২২০	১,২২০	০	০	০	০
৩.	নীলফামারী	৪৮৮	৪৭৮	১০	০	০	০
৪.	সিরাজগঞ্জ	৪৩৩	২৭৮	১৫৫	২	২	০
৫.	রাজশাহী	৩৭৪	৩৪৭	২৭	৬	২+৪ (প্রক্রিয়াধীন)	০
৬.	বগুড়া	৩৭১	৩৭১	০	২	২	০
৭.	রংপুর	৩৫৬	৩৫৬	০	৮	৮	০
৮.	সিলেট	২৯৩	২৮৮	৫	৪	৪	০
৯.	যশোর	২৯১	২৯০	১	২০	১৯	০
১০.	মৌলভীবাজার	১৭৩	১৬৫	৮	০	০	০

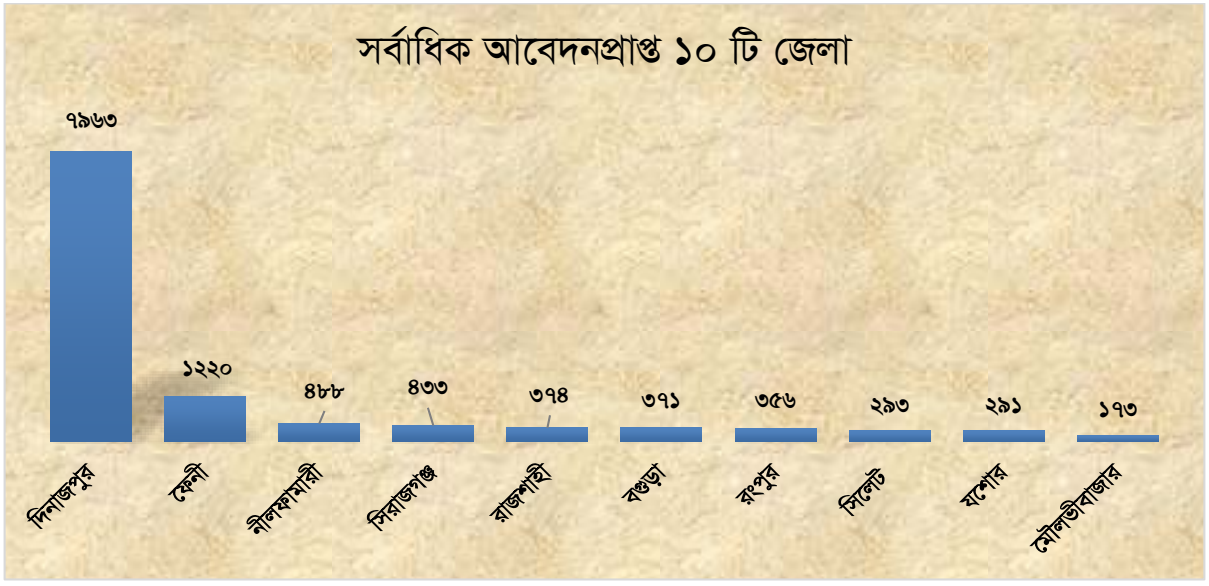

চিত্র: সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০ টি জেলা থেকে প্রাপ্ত আবেদনসমূহের চিত্র

৫.৮ এনজিওসমূহে প্রাপ্ত আবেদন

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ
১.	রিক	৪২২	৪২২	০	০	০	০
২.	টিআইবি	৩৪৩	৩৪৩	০	১	১	০
৩.	রূপান্তর	১২	১২	০	০	০	০
৪.	ব্র্যাক	০৫	০৫	০	১	১	০
৫.	আশা	০৪	০৪	০	০	০	০
	মোট	৭৮৬	৭৮৬	০	২	২	০

উল্লিখিত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত উল্লেখিত ৬ টি এনজিও এর নিকট মোট ৭৮৬ টি তথ্যের আবেদন দাখিল করা হয়েছে।

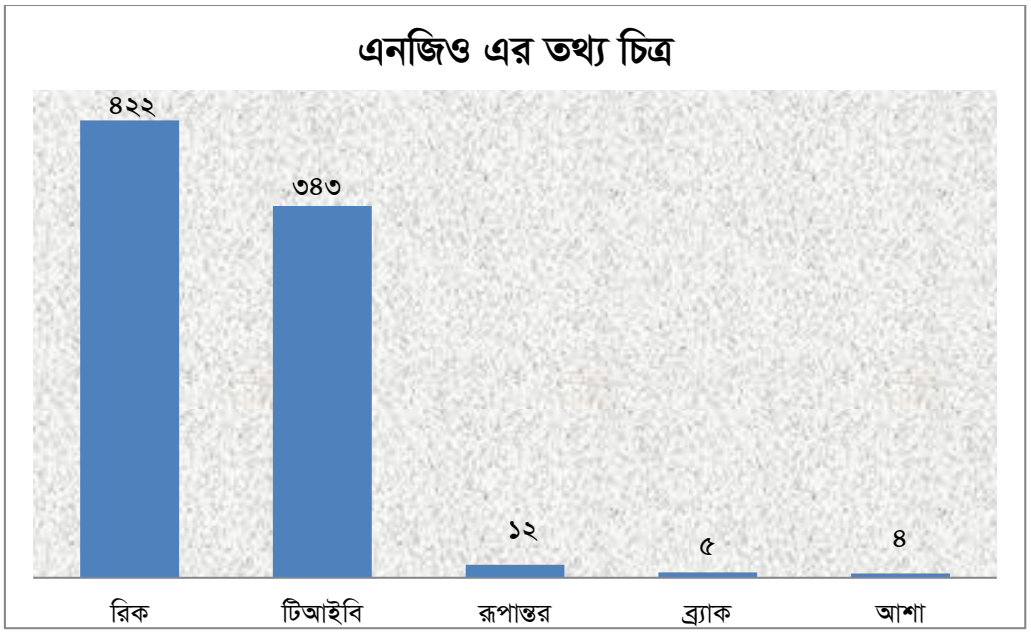

চিত্র: এনজিওসমূহে প্রাপ্ত আবেদন সমূহের চিত্র

৫.৯ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিকট প্রতিবেদন চাওয়া হলে অধিকাংশ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয়সমূহ নিজস্ব কার্যালয়সহ অধীনস্ত দপ্তরসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করে এবং জেলা প্রশাসকগণ নিজস্ব কার্যালয়সহ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। বেসরকারি সংস্থাসমূহ অধীনস্ত শাখা অফিসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন এবং পৃথকভাবে নিজস্ব প্রতিবেদন প্রেরণ করে।

৫.৯.১ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

দেশের সকল মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহে একত্রে মোট ২,৭০৬ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ২,৪৯৭ টি (৯২.৩%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। তথ্য না দেয়ার আবেদনের সংখ্যা ১৬৮ টি এবং কর্যক্রম চলমান ৪১টি। ২০২২ সালে মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহে চাহিত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে মোট ৭,৩৪,৭১৫/- টাকা আদায় হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর ১৯২ টি আপীল আবেদন করা হয়েছে, এর মধ্যে ১৮৪ টি আবেদন নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং ৮ টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	শতকরা হার
০১.	সরবরাহকৃত	২,৪৯৭	৯২.৩%
০২.	তথ্য সরবরাহ করা হয়নি	১৬৮	৬.২২%
০৩.	প্রক্রিয়াধীন	৪১	১.৫২%
	মোট	২,৭০২	১০০.০০%

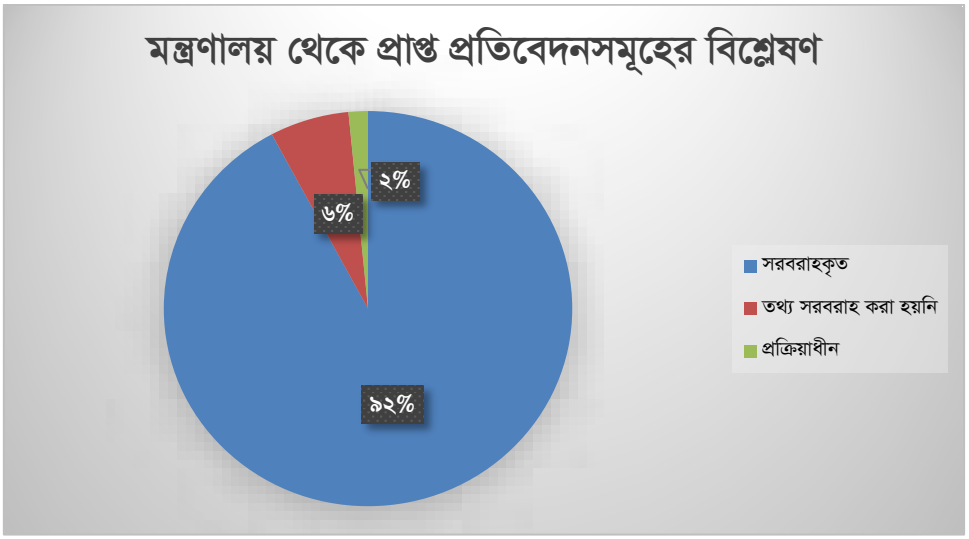

চিত্র: মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণের চিত্র

৫.৯.২ জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

দেশের সকল জেলা থেকে প্রেরিত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একত্রে মোট ১৪,৪৮৪টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ১৪,১২৪ টি (৯৭.৫২%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৩৪৮ টি এবং ১২ টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল আবেদনের সংখ্যা ১২০ টি তন্মধ্যে ১১৪ টি আপীল আবেদন নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং ৬টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জেলা থেকে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে আবেদনপ্রাপ্ত মোট ২৫,৫৬৫/- টাকা আদায় হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	শতকরা হার
০১.	তথ্য প্রদান করা হয়েছে	১৪,১২৪	৯৭.৫২%
০২.	তথ্য প্রদান করা হয়নি	৩৪৮	২.৪০%
০৩.	প্রক্রিয়াধীন	১২	০.০৮%
	মোট	১৪,৪৮৪	১০০.০০%

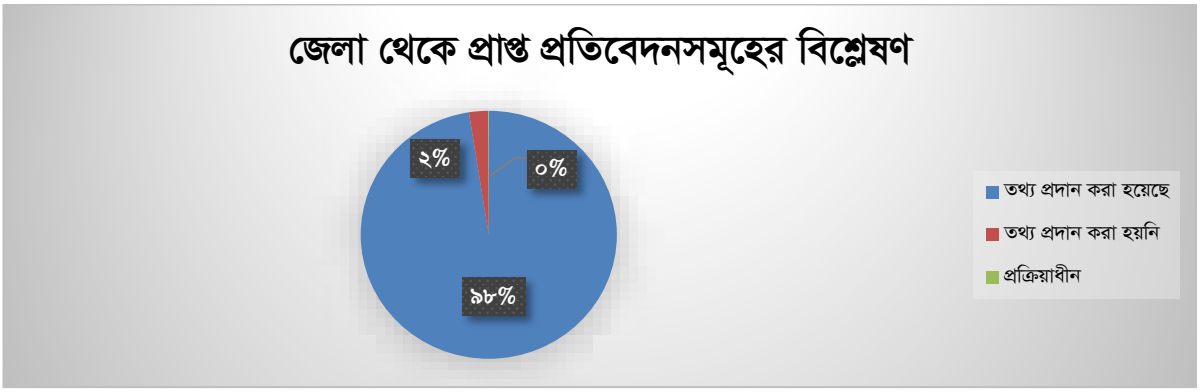

চিত্র: জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের চিত্র

দেশের ৬৪ টি জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় যে, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, মুন্সীগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, শরীয়তপুর, টাংগাইল, চাঁদপুর, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, সুনামগঞ্জ, জামালপুর, ময়মনসিংহ এবং নেত্রকোনা অর্থাৎ এই ১৪টি জেলায় তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোন আবেদন/অনুরোধ দাখিল হয়নি মর্মে সংশ্লিষ্ট জেলা থেকে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে।

প্রতিবেদনসমূহ আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন হয়েছে এরূপ জেলাসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল হয়েছে দিনাজপুর জেলায় ৭,৯৬৩টি।

৫.৯.৩ এনজিও থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

দেশের বিভিন্ন এনজিওসমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত এনজিওসমূহে মোট ৭৮৬ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ৭৮৬ টি (১০০%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল আবেদনের সংখ্যা ০২ টি এবং আপীল আবেদন নিষ্পত্তি সংখ্যা ০২ টি। প্রেরিত প্রতিবেদনে দেখা যায় এনজিওসমূহ চাহিত তথ্য বিনামূল্যে প্রদান করেছে।

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	শতকরা হার
০১.	তথ্য প্রদান করা হয়েছে	৭৮৬	১০০%
০২.	তথ্য প্রদান করা হয়নি	০	০.০০%
০৩.	প্রক্রিয়াধীন	০	০.০০%
	মোট	৭৮৬	১০০%

চিত্র: এনজিও থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

৫.১০ তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ ও গৃহীত ব্যবস্থাদি

তথ্য অধিকার আইন একটি জনবান্ধব আইন যা, জনগণের তথ্যের অধিকারকে নিশ্চিত করে। এই আইনের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে আরও সুদৃঢ় করে তুলেছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের ভূমিকা অগ্রগণ্য। নাগরিকগণের সহজে তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে তথ্য কমিশন যুগান্তকারী অবদান রাখছে। নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত সহায়তার জন্য তথ্য অধিকার বিষয়ক সহায়িকা, আইন বিধিমালা ও প্রবিধানমালা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আবেদনকারীদের জন্য নির্দেশিকা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রকাশসহ অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করে থাকে। দেশের জনগণের কল্যাণার্থে তথ্য কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য কমিশনের বিচারিক কাজ এখন ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যার ফলে জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেমন সময়ের অপচয় রোধ হয়েছে তেমনি তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা (আরটিআই) এর ও দাপ্তরিক কাজের পাশাপাশি তথ্য প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের জন্য অনেকটা স্বস্তিদায়ক হয়েছে। এই আইনের (১০) ধারা অনুযায়ী বর্তমানে বেশিরভাগ সরকারি, বেসরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বিদেশি সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি সংস্থাসহ বিভিন্ন এনজিও সেক্টরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ নিয়োগপ্রাপ্ত আছেন। এই আইনের ৮(১) ধারা অনুযায়ী নাগরিকগণ কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত আবেদন করতে পারেন। তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করার পর আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য না পেলে, তথ্যের জন্য অনুরোধ গ্রহণ না করা হলে, তথ্যের জন্য এমন অংকের মূল্য দাবী করা হলে বা প্রদানে বাধ্য করা হলে যা তার বিবেচনায় যৌক্তিক নয়, যথাযথ তথ্য প্রদান না করলে অথবা প্রাপ্ত তথ্য ভ্রান্ত বা বিভ্রান্তিকর বলে মনে হলে, আপীলের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলে, কোন ব্যক্তি সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ বা সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার তারিখ হতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ১৩ ও ২৫ ধারা এর আওতায় অভিযোগসমূহ শুনানীর জন্য গ্রহণ, শুনানী গ্রহণ, অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি করে থাকে। যেসকল অভিযোগে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে সেগুলোর বিষয়ে অভিযোগকারীকে কমিশন কর্তৃক পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে। ২০০৯ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ৪,৫৭৯টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তন্মধ্যে ২,৯০৯ টি অভিযোগ কমিশন কর্তৃক শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.১১ তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ (বছর ভিত্তিক)

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৫ এর আলোকে দেশের নাগরিকগণ তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে নাগরিকদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করে আসছে। কমিশন অনেক ক্ষেত্রে স্বপ্রণোদিতভাবেও অভিযোগ অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি করে আসছে। ২০০৯ সালে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত সর্বমোট ৮০৭ টি অভিযোগ তথ্য কমিশনে দায়ের করা হয়। তথ্য কমিশনের বিভিন্ন সভায় সর্বমোট ৪২৪টি অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৫২.৫৪%) যথাযথ প্রক্রিয়ায় দায়ের হওয়ায় শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয় এবং শুনানির মাধ্যমে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ৪০৪ টি অভিযোগ ও ২০১৫ সালে ২০টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। অন্যান্য ৩৮৩টি অভিযোগ পরামর্শ বা সরাসরি তথ্য সরবরাহের নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ৩৩৬ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০১৫ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আমলে নেয়ার বিষয়ে তথ্য কমিশনের অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় সর্বমোট ২৪০ টি অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৭১.৪৩%) শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ২০৫টি অভিযোগ শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ৩৫ টি অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন ছিল। অপর ৯৬টির ক্ষেত্রে অভিযোগ শুনানির জন্য গ্রহণ না করায় সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ৫৩৯ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০১৬ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আমলে নেয়ার বিষয়ে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় সর্বমোট ৩৬৪টি অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৬৭.৫৩%) শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ২৯৬ টি অভিযোগ শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, ৬৩ টি অভিযোগ উভয় পক্ষের শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ৫টি অভিযোগ রীট মামলার প্রেক্ষিতে স্থগিত রয়েছে। উল্লেখ্য, কমিশনের সভায় শুনানির পূবেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের নির্দেশনা দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ১৮টি অভিযোগ এবং একই রকম অভিযোগের প্রেক্ষিতে পূর্বের সিদ্ধান্ত অভিযোগকারিকে অবগত করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ০৩টি অভিযোগ। শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়নি এরূপ ১১৮ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তার অভিযোগ শুনানির জন্য গ্রহণ না করার কারণ অর্থাৎ আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফত অবহিত করে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৬টি অভিযোগ গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ক শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ৫২৭ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া স্বপ্রণোদিতভাবে ০৩টি অভিযোগ আমলে গ্রহণ করায় শুনানির জন্য মোট অভিযোগের সংখ্যা ৫৩০টি। সভায় সর্বমোট ৪০৩ টি (স্বপ্রণোদিত ০৩টি সহ) অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৭৬.০৪%) শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়। দায়েরকৃত অভিযোগগুলোর মধ্যে শুনানির জন্য গৃহীত হয়নি এরূপ ১২৭ টি অভিযোগ অভিযোগকারীকে তার অভিযোগ শুনানির জন্য গ্রহণ না করার কারণ অর্থাৎ আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফত অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ৭৩১ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া স্বপ্রণোদিতভাবে ০১টি অভিযোগ আমলে গ্রহণ করায় শুনানির জন্য মোট অভিযোগের সংখ্যা ৭৩২টি। সর্বমোট ৪৩৮ টি (স্বপ্রণোদিত ০১টি সহ) অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৫৯.৮৪%) শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়। দায়েরকৃত অভিযোগগুলোর মধ্যে শুনানির জন্য গৃহীত হয়নি এরূপ ২৪৬ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তার অভিযোগ শুনানির জন্য গ্রহণ না করার কারণ অর্থাৎ আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফৎ অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ৬২৮ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া কমিশন স্বপ্রণোদিতভাবে ০২টি অভিযোগ গ্রহণ করায় মোট অভিযোগের সংখ্যা ৬৩০টি। সর্বমোট ২৮৫টি (স্বপ্রণোদিত ০২টি ব্যতীত) অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৪৫.৩৮%) শুনানির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ৩৪৩ টি অভিযোগের মধ্যে ৩৩০টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তার আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফৎ অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০২০ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ৪৬৩ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সর্বমোট ১৫৯টি (০২টি এনালগাসসহ) অভিযোগ মোট অভিযোগের (৫৪.৮২%) শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

২০২০ সালের শুরু থেকে প্রচলিত পদ্ধতিতে শুনানী কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে আসছিল এবং মার্চের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অর্থাৎ কোভিড-১৯ ভাইরাসটি বৈশ্বিক মহামারী রূপ ধারণ করার পূর্ব পর্যন্ত উভয়পক্ষের স্ব-শরীরে উপস্থিতিতে শুনানী কার্যক্রম

সম্পন্ন হতো। পরবর্তীতে সারা দেশে বিচারকার্য পরিচালনার নিমিত্ত গত ০৯ মে ২০২০ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক একটি অধ্যাদেশ জারী করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশ প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হলো মামলার বিচার, বিচারিক অনুসন্ধান, দরখাস্ত বা আপীল শুনানীর স্বাক্ষ্য গ্রহণ বা যুক্তিতর্ক গ্রহণ, আদেশ বা রায় প্রদানকালে পক্ষগণের ভার্চুয়াল উপস্থিতি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আদালতকে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের হয় এবং তথ্য কমিশন অভিযোগসমূহের শুনানী গ্রহণান্তে সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকে। কোভিড-১৯ ভাইরাস বৈশ্বিক মহামারী রূপ ধারণ করার পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ পক্ষগণ কমিশনে স-শরীরে হাজির হয়ে শুনানীতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে কমিশন কর্তৃক শুনানী গ্রহণপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান করা হতো। কিন্তু করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত উদ্ভুত পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় প্রচলিত পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়, সাধারণ মানুষের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে জনস্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিয়ে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে ভার্চুয়াল শুনানী গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ভার্চুয়াল শুনানী গ্রহণ শুরু হয়। দায়েরকৃত অভিযোগগুলোর মধ্যে শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি এরূপ ১৩০টি অভিযোগের মধ্যে ১২৫টি অভিযোগ অভিযোগকারীকে তার আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটি বিচ্যুতি, পত্র মারফৎ অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত ভার্চুয়াল শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ৫৪ এবং স্ব-শরীরে উপস্থিতিতে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ০৮টি সহ মোট নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ সংখ্যা ৬২। ২০২০ সালের ৯৭টি অভিযোগের বিষয়ে ২০২১ সালে শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং নিষ্পত্তি করা হয়। ভার্চুয়াল শুনানী গ্রহণের ফলে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উভয়েরই খরচ, সময় এবং হয়রানি হ্রাস পেয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ২৩৪টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সর্বমোট ২৩৪টি অভিযোগ মোট অভিযোগের (৫০.৫৩%) শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

জানুয়ারী, ২০২২ থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ৭৯১টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মোট অভিযোগের (৪৫.৫১%) শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২২ সালে শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এমন অভিযোগগুলোর মধ্যে মোট ৩৬০টি অভিযোগের ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণ করে নিষ্পত্তি করা হয়।

বছরওয়ারী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের চিত্র

ক্রমিক নং	সাল	মোট অভিযোগ	শুনানির জন্য গৃহীত	শুনানির জন্য গ্রহণের হার
১	২০০৯-২০১৪	৮০৭	৪২৪	৫২.৫৪%
২	২০১৫	৩৩৬	২৪০	৭১.৪৩%
৩	২০১৬	৫৩৯	৩৬৪	৬৭.৫৩%
৪	২০১৭	৫২৭+৩=৫৩০	৪০০+৩= ৪০৩	৭৬.০৪%
৫	২০১৮	৭৩১+১=৭৩২	৪৩৭+১=৪৩৮	৫৯.৮৪%
৬	২০১৯	৬২৮+২= ৬৩০	২৮৫+২=২৮৭	৪৫.৫৫%
৭	২০২০	২৯০	১৫৯	৫৪.৮২%
৮	২০২১	৪৬৩	২৩৪	৫০.৫৩%
৯	২০২২	৭৯১	৩৬০	৪৫.৫১%
মোট	২০০৯-২০২২	৪,৫৭৩+৬=৪৫৭৯	২,৯০৩+৬= ২৯০৯	৫৮.৯০%

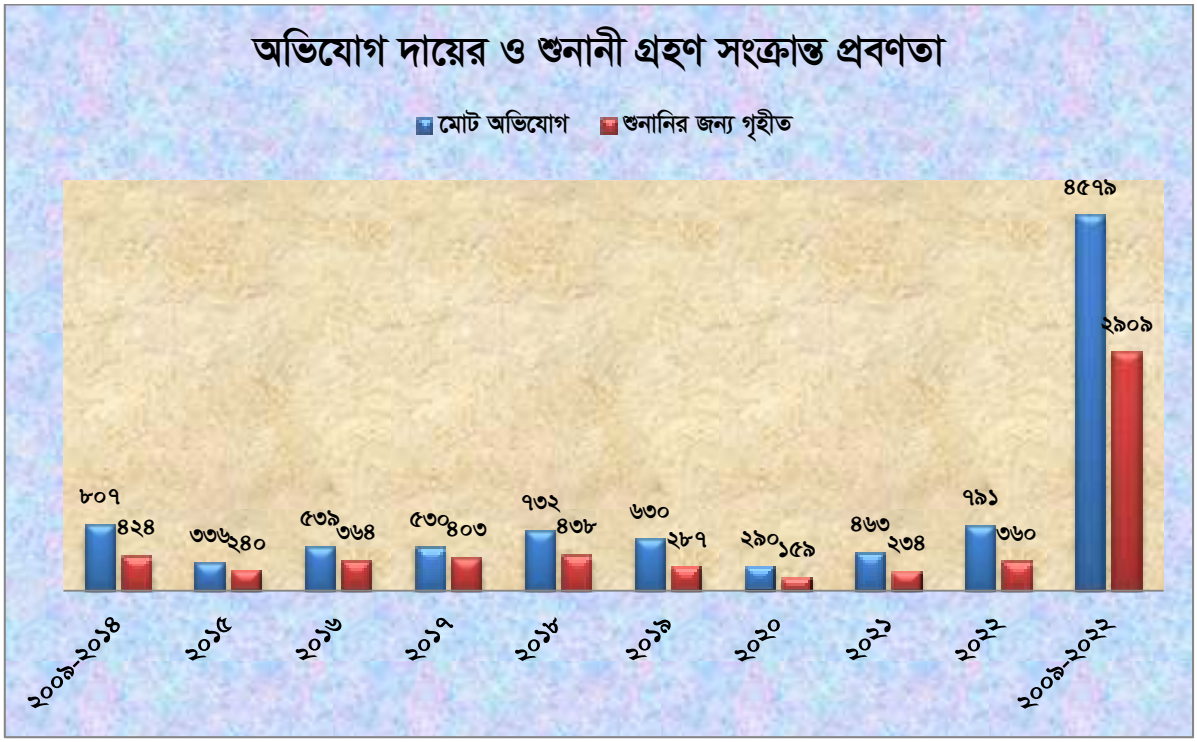

লেখচিত্র: অভিযোগ দায়ের ও শুনানী গ্রহণ সংক্রান্ত প্রবণতা

ক. ২০২২ সালে অভিযোগকারীর (শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের) পেশা

অভিযোগকারীর পেশা	সংখ্যা
সাধারণ	২২৬
সাংবাদিক	৯১
আইনজীবী	১১
চাকুরিজীবী	১৭
ডাক্তার	০২
বীর মুক্তিযোদ্ধা	০৪
অন্যান্য পেশাজীবী	০৯
সর্বমোট	**৩৬০**

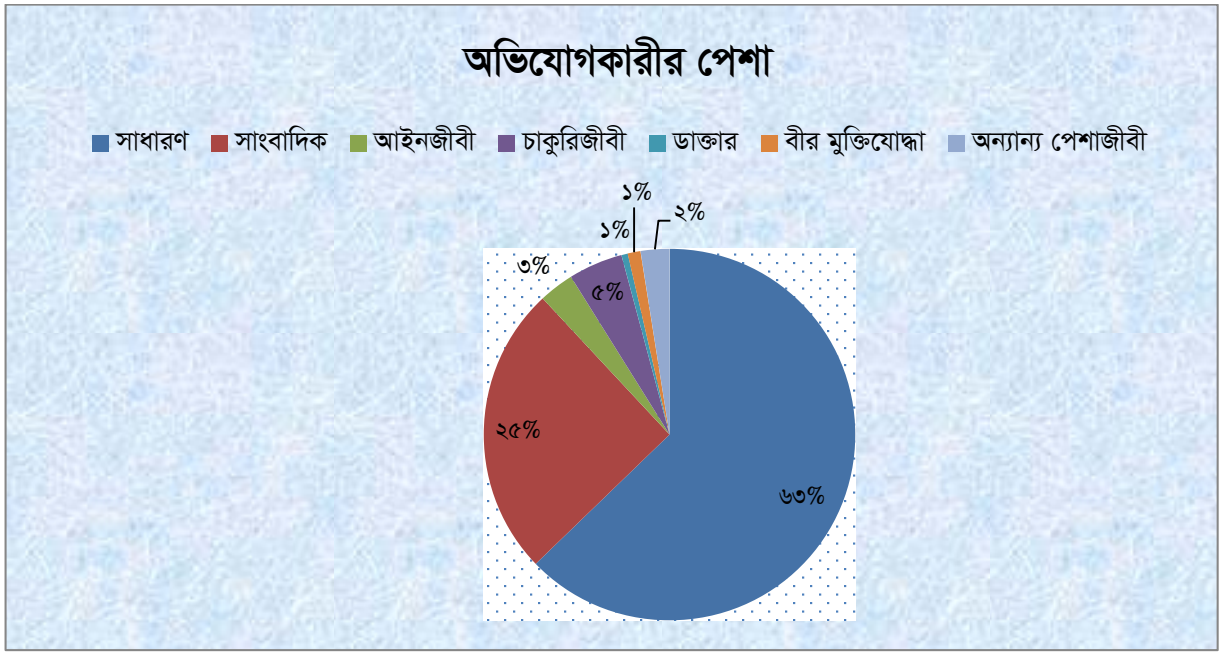

লেখচিত্রঃ অভিযোগকারীর (শুনানির জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের) পেশা

খ. যে সকল দপ্তরের বিরুদ্ধে শুনানীর জন্য অভিযোগ গ্রহণ হয়েছে

২০২২ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত ৭৯১টি অভিযোগের মধ্যে ৩৬০টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৩৯ টি অভিযোগ সরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে এবং ২১টি অভিযোগ বেসরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে দাখিল করা হয়েছে। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যালয়সমূহ ও অভিযোগের সংখ্যা নিম্নের সারণীতে প্রদর্শিত হলো:

সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যালয়সমূহ	সংখ্যা
জেলা কার্যালয়	৪৫
পৌরসভা/ ইউনিয়ন	৭
অন্যান্য	১৪
অধিদপ্তরসমূহ	৩৩
ইউনিয়ন পরিষদ	১৯
প্রধান কার্যালয়	৩৫
উপজেলা কার্যালয়	৬৫
উপজেলা নির্বাহী অফিস	১১
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৩০
ভূমি অফিসসমূহ	২৮
মন্ত্রণালয়/বিভাগ	১৮
বিভাগীয় কার্যালয়	১৮
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ	৩০
সিটি কর্পোরেশন	৭
সর্বমোট	৩৬০

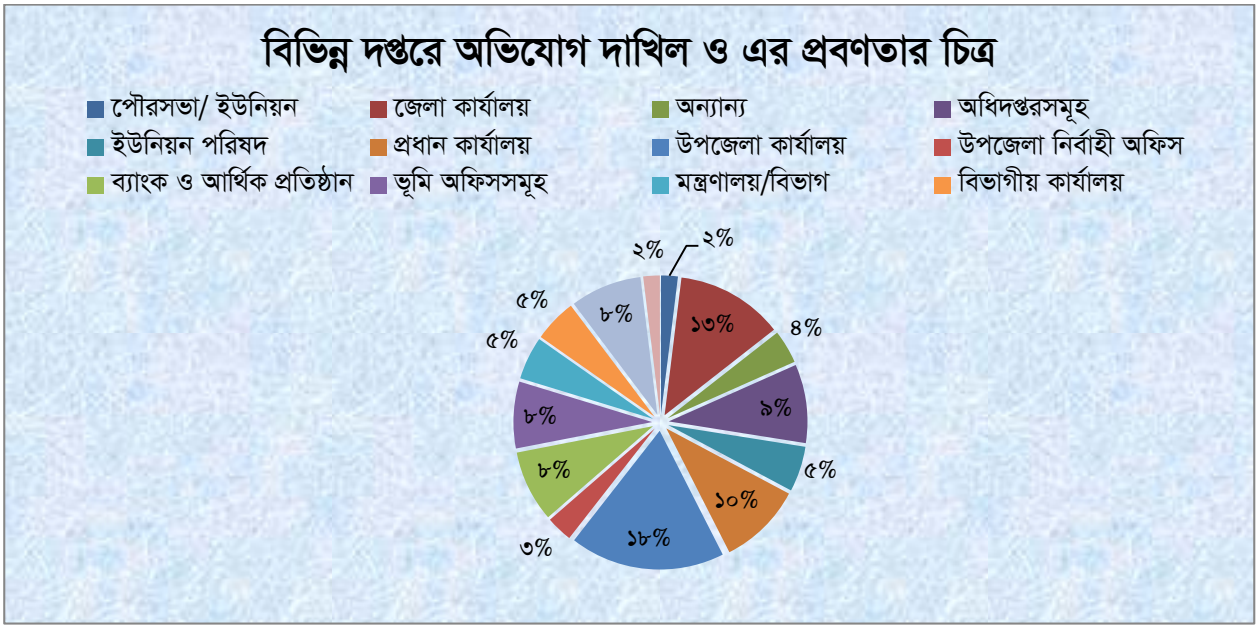

লেখচিত্র: বিভিন্ন দপ্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণের সংখ্যা

৫.১১ (ক). ২০২২ সালে কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের (শুনানীর জন্য গৃহীত) বিশ্লেষণ

২০২২ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত ৭৯১টি অভিযোগের মধ্যে ৩৬০টি অভিযোগের বিষয়ে শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যার শতকরা হার ৪৫.৫১%। শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এমন অভিযোগগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ অভিযোগই বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অফিসসমূহ হলো: উপজেলা কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তরসমূহ, বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, থানা/উপজেলার বিভিন্ন অফিস, বিভিন্ন ভূমি অফিস, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা/ইউনিয়ন পর্যায়ের অফিসমূহ, এনজিওসমূহ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অভিযোগের সংখ্যা নিম্ন ছকে দেখানো হলো

	অভিযোগসংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহ	সংখ্যা
	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২
	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	২
	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১
	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১
	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১
	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১
	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২
	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১
	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১
	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৪

	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	১
	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	১
	গণপূর্ত বিভাগ	৩
	জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ	২
	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৮
	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ	২
	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	১
	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	২৭
	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	১
	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড	২
	সাব রেজিষ্টারের কার্যালয়	৪
	জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	১
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৪
	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	৭
	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	৩
	গণপূর্ত অধিদপ্তর	১
	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	২
	সমবায় অধিদপ্তর	২
	সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর	১
	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	২
	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	১
	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	১
	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১
	পরিবেশ অধিদপ্তর	৭
	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	১
	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	১২
	তথ্য কমিশন	১
	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	২
	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	১
	কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর	১
	কেন্দ্রীয় ঔষধাগার (সিএমএসডি)	১
	জেলা পরিষদ	৩
	জেলা সমবায় অফিস	১
	জেলা শিল্পকলা একাডেমী	১
	উপকূলীয় বন বিভাগ	২

	মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনার কার্যালয়	২
	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)	৬
	জীবন বীমা কর্পোরেশন	১
	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	২
	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	১
	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন	১
	রংপুর সিটি কর্পোরেশন	১
	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়	১
	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	১
	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কো: লি:	২
	পানি উন্নয়ন বোর্ড	১
	বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনিস্টিটিউট	১
	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	১
	পুলিশ সুপার কার্যালয়	১
	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	১
	হিসাব মহানিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়	১
	ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়	৫
	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	১
	কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট, সাভার সার্কেল	১
	মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র	১
	সিভিল সার্জনের কার্যালয়	১
	জেলা কৃষি বিপনণ কর্মকর্তার কার্যালয়	১
	গাজীপুর জেলা কারাগার	১
	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত	১
	বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন	১
	পদ্মা অয়েল কোম্পানী লি:	১
	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী	১
	গণপূর্ত উপ বিভাগ	১
	ওয়াপদা ভবন	১
	পরিবার পরিকল্পনা সমিতি	১
	পওর বিভাগ, বাপাউবো	১
	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ	১
	চামড়া শিল্প নগরী (বিসিক)	১
	উপকূলীয় বন বিভাগ	২
	টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড	১

	কমিউনিটি বেইজড হেল্‌থ কেয়ার ট্রাস্ট	১
	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	১
	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১
	রংপুর মেডিকেল কলেজ	১
	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়	১
	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১
	রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজাদপুর	১
	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	১
	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	১
	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১
	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১
	বরেন্দ্র ইউনিভার্সিটি	১
	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	১
	শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতাল	১
	বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়নস অ্যান্ড সার্জনস	১
	রাজশাহী নার্সিং কলেজ	১
	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	১
	শহীদ তাজ উদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	১
	চৌগাছা সরকারী কলেজ	১
	বাংলাদেশ ব্যাংক	২
	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	২
	জনতা ব্যাংক লি:	১
	রুপালী ব্যাংক লি:	২
	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	৪
	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	২
	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	২
	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১
	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক লিমিটেড	২
	সহকারী কমিশনারের (ভূমি) কার্যালয়	১৫
	ইউনিয়ন পরিষদ	১৯
	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তার কার্যালয়	৭
	"আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প" শাখা ব্যবস্থাপকের কার্যালয়	১
	উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়	৩
	পৌরসভা অফিস/কার্যালয়	৭
	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	১০

	উপজেলা বন অফিস	৬
	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	২
	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়	১
	উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়	৬
	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়	১১
	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়	১
	উপজেলা আনসার ভিডিপির কার্যালয়	১
	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এর কার্যালয়	১
	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল	২
	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	৪
	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়	১
	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	১
	কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার	১
	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়	১
	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তার কার্যালয়	১
	উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তার কার্যালয়	১
	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	২
	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়	৪
	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	১
	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়	১
	উপজেলা সমাজসেবা অফিস	১
	উপজেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	১
	উপজেলা সাব-রেজিষ্ট্রার অফিস	১
	উপজেলা ভূমি অফিস	১
	কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল	১
	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়	১
	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	৩
	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে	১
	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়	১
	মোট =	৩৩৫
বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১১
	বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান	০৮
	এনজিও	৬
	মোট=	২৫
	সর্বমোট =	৩৬০

৫.১১ (খ). মোট অভিযোগকারীর মধ্যে নারী-পুরুষ শ্রেণিভেদ : ২০২২ সালে তথ্য কমিশনে মোট দায়েরকৃত অভিযোগের মধ্যে শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, এমন অভিযোগের সংখ্যা ৩৬০টি। যার মধ্যে পুরুষ অভিযোগকারী ৩৪৬ জন এবং নারী অভিযোগকারী ১৪ জন। যা নিম্নের ছকে দেখানো হলো:

পুরুষ	৩৪৬
নারী	১৪
মোট	**৩৬০**

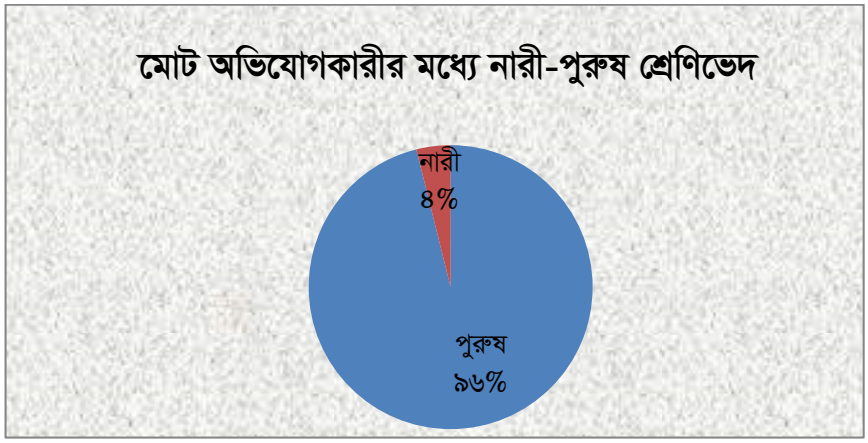

লেখচিত্র: মোট অভিযোগকারীর মধ্যে নারী-পুরুষ শ্রেণিভেদ

তথ্য অধিকার সম্পর্কে নারীর সচেতনতা বৃদ্ধিতে তথ্য কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে জনঅবহিতকরণ সভা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচীগুলোতে নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তথ্য কমিশন বিভিন্ন সময়ে পেশাজীবী নারীদের নিয়ে তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করেছে।

৫.১১ (গ). তথ্য কমিশনে শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের যাচিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রমিক নং	আবেদনের বিষয়	বিষয়ভিত্তিক আবেদনের সংখ্যা
১.	পূর্বের অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুনরায় অভিযোগ	৩৬
২.	হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ সংক্রান্ত	১
৩.	সরকারি বরাদ্দ ও খাতওয়ারি ব্যয় সংক্রান্ত	২৫
৪.	সরকারি আয় ও ব্যয়ের বিবরণ সংক্রান্ত	২
৫.	ভোটার তালিকা, জাতীয় পরিচয় পত্র	৫
৬	সরকারি ঋণ প্রদান সংক্রান্ত	১৪
৭	সরকারি রাজস্ব হতে আয়	১
৮	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি	১

৯	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত	৪
১০	রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার সংক্রান্ত	৬
১১	বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন সংক্রান্ত	১৭
১২	ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য প্লট বরাদ্দ বা টাকা প্রদান সংক্রান্ত	১
১৩	সরকারি গাড়ির প্রাধিকার প্রাপ্তদের নামের তালিকা	১
১৪	নির্বাচনী ফলাফল ও মনোনিত প্রার্থীগণের এজেন্ট নিয়োগের ফরম বিতরণ সংক্রান্ত	৪
১৫	জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত	২
১৬	বিটুমিন কোন কাটিং রিপোর্ট	১
১৭	ভবন বা বহুতল ভবনের উচ্চতার অনুমোদন/ নির্মাণ সংক্রান্ত	৪
১৮	শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ	১
১৯	গাছ কাটা ও বিক্রি সংক্রান্ত	৫
২০	নির্মিত সেতুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বরাদ্দ ও নির্মাণ খরচ সংক্রান্ত	১
২১	টেন্ডার সংক্রান্ত	১৩
২২	ব্যাংক সংক্রান্ত	৩
২৩	চিকিৎসা সংক্রান্ত	১
২৪	প্রকল্প সংক্রান্ত	২৩
২৫	নিরাপদ পানি প্রকল্প সংক্রান্ত	১
২৬	উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞার কপি সংক্রান্ত	১
২৭	স্বাক্ষরিত কাগজ-পত্রাদি প্রেরণ/প্রাপ্তি স্বীকারপত্রের কপি সংক্রান্ত	২
২৮	অর্পিত সম্পত্তির হালনাগাদ গেজেট সংক্রান্ত	১
২৯	লীজ প্রদান সংক্রান্ত	১
৩০	সরকারী ফিসের আদেশ সংক্রান্ত	১
৩১	প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত	১
৩২	টোল আদায় সংক্রান্ত	১
৩৩	ভ্যাট আদায় সংক্রান্ত	১
৩৪	হাট-বাজার সংক্রান্ত	১
৩৫	রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের বিরূদ্ধে অভিযোগ সংক্রান্ত	১
৩৬	কৃষকদের মাঝে বীজ ও সার বরাদ্দ ও বিতরণ সংক্রান্ত	১
৩৭	করোনাকালীন প্রণোদনার অর্থ/ঋণ প্রদান সংক্রান্ত	৭
৩৮	পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পাশের সনদ (শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ) সংক্রান্ত	১
৩৯	এলাকাভিত্তিক মোট প্রতিবন্ধী শিশু/ব্যক্তির সংখ্যা	১
৪০	আপীল/শুনানীর তদন্ত প্রতিবেদনের কপি	১
৪১	পুলিশ প্রতিবেদন সংক্রান্ত	১
৪২	মৌজাভিত্তিক রাজস্ব আয়ের বিস্তারিত বিবরণ	২
৪৩	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা সংক্রান্ত	১

৪৪	জনবল নিয়োগের নামের তালিকা	৪
৪৫	গভীর নলকূপ বরাদ্দের অনুমোদন এবং নীতিমালার কপি	১
৪৬	খাস খতিয়ানভুক্ত সরকারি ভূমি/ অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত	১৩
৪৭	বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধি ভাতা সংক্রান্ত	১
৪৮	রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের কাজের দরপত্র সংক্রান্ত	১
৪৯	রাজনৈতিক দলের প্রস্তাবিত নাম প্রকাশ	১
৫০	টোল আদায়	২
৫১	স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অর্থ বরাদ্দ, ব্যয় এবং চিকিৎসা সনদ প্রদান সংক্রান্ত	৭
৫২	রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলোর অর্থ ব্যয় ও বিলিবন্টনের নীতিমালার কপি	৩
৫৩	ডকুমেন্ট যাচাই সংক্রান্ত	১
৫৪	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তি ও জনবল নিয়োগ নীতিমালা এবং ফি আদায় সংক্রান্ত	৪
৫৫	করোনার গণটিকা	২
৫৬	কর্মকর্তা/ কর্মচারী সংক্রান্ত তথ্য	৬
৫৭	কর্মচারীর সম্মানী ও ভাতা সংক্রান্ত তথ্য	১
৫৮	উপজেলা জলমহল সংক্রান্ত	২
৫৯	বীজ বিতরণ ও বরাদ্দ সংক্রান্ত	৬
৬০	ক্রেডিট কার্ড এর হিসাব সংক্রান্ত	১
৬১	ভূমি সংক্রান্ত	৬
৬২	ভূমির রেজিস্ট্রি দলিল সংক্রান্ত	৪
৬৩	অনুসন্ধান/তদন্ত প্রতিবেদনের কপি	১১
৬৪	চাকরী বিধিমালা সংক্রান্ত কপি	১
৬৫	বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত	২
৬৬	জুরিডিকশনে মাইনরের কাজ সংক্রান্ত	১
৬৭	কৃষি ভর্তূকির টাকা	১
৬৮	সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক ব্যক্তিদের তালিকা	১
৬৯	পত্রিকা প্রকাশ সংক্রান্ত	১
৭০	ওয়েবসাইট আপলোড ও হালনাগাদ সংক্রান্ত	১
৭১	প্রতিষ্ঠান নির্মাণ সংক্রান্ত	১
৭২	সরকারি গেজেট প্রকাশ সংক্রান্ত	১
৭৩	তালাকের নোটিশ সংক্রান্ত	১
৭৪	ক্রয়াদেশের কপি সংক্রান্ত	১
৭৫	প্রবাসী এ্যাপ সংক্রান্ত	১
৭৬	বিদ্যালয় সংক্রান্ত	১
৭৭	বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিরূদ্ধে শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত	২
৭৮	সিএনজি চালিত অটোরিক্সা/ অটোটেম্পু	১

৭৯	গ্যাস সংযোগ বিশিষ্ট আবাসিক ভবন/ শিল্প প্রতিষ্ঠানের তথ্য	২
৮০	জীবনবীমার টাকা ফেরত প্রদান সংক্রান্ত	১
৮১	খাদ্য শস্য সংগ্রহের অর্ডার সিট এর কপি	১
৮২	শিল্প প্রতিষ্ঠানে বার্ণার ব্যবহার এবং গ্রাহক সংকেত সংক্রান্ত	১
৮৩	নদী ও নদীতীরের সীমানা চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত	১
৮৪	নদী সংস্কার সংক্রান্ত	২
৮৫	শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনা সংক্রান্ত	১
৮৬	কিশোর সংশোধনাগার সংক্রান্ত	১
৮৭	মানবাধিকার লংঘন	৫
৮৮	টিন বিতরণ	১
৮৯	ইটভাটার পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বা নবায়ন সংক্রান্ত	৬
৯০	ভূমি সংক্রান্ত	৮
৯১	নির্মাণ ও সংস্কার কাজের ব্যয়	১
৯২	জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত	১
৯৩	মাতৃত্বকালীন ভাতা সংক্রান্ত	১
৯৪	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা	৩
৯৫	মামলার কপি	১
৯৬	ওয়াকফ স্টেট	১
৯৭	সরকারি দান-অনুদান, ভাতা সংক্রান্ত	১
৯৮	অডিট আপত্তি ও রিপোর্টের কপি	৯
৯৯	বরখাস্তের আদেশ সংক্রান্ত	১
১০০	রাস্তা সংস্কার	১
১০১	পারিবারিক সহিংসতা	২
১০২	পেট্রোল পাম্পের ডিলার সংক্রান্ত	১
১০৩	করোনার গণটিকা	২
১০৪	ব্যাংক আইন	১
১০৫	মা ও শিশু প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা	১
১০৬	ভাতা ভোগীদের তালিকা	১
১০৭	ভবন নির্মাণ	৫
১০৮	স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ্যাম্বুলেন্স সংক্রান্ত	১
১০৯	বাজেটের কপি	১
১১০	বন্যার্তদের মাঝে চাল বিতরণ	১
১১১	গ্রাম আদালত	১
	মোট সংখ্যা	**৩৬০টি**

৫.১২. শুনানীর জন্য গৃহীত না হওয়া অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ

তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের মধ্যে ২০২২ সালে ৭৯১টি অভিযোগের মধ্যে ৩৬০টি অভিযোগের বিষয়ে শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত ৪৩১টি অভিযোগ শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী যাচিত তথ্য 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এর ২(চ) ধারা অনুযায়ী যাচিত তথ্যের আওতাভুক্ত নয় বিধায় এমন অভিযোগের সংখ্যা ৮০টি, যাচিত তথ্য যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন না করায় ৭০টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গৃহীত হয়নি। এছাড়াও সুস্পষ্ট/ সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় ৩৫টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গৃহীত হয়নি। যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না করায় এমন ৩০টি অভিযোগ। যাচিত তথ্যের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত জবাব যথাযথ বিবেচিত হওয়ায় ২৬টি, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদন ছাড়াই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরকরণ সংক্রান্ত ২০টি, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ছাড়া তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরকরণ এমন অভিযোগের সংখ্যা ১০টি, এছাড়াও অভিযোগকারীর হাতের লেখা অস্পষ্ট হওয়ায় পাঠোদ্ধার সম্ভব নয় বিধায় অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হয়নি এমন ১৮টি অভিযোগ, যাচিত তথ্য বিচারাধীন মামলা সংশ্লিষ্ট হওয়ায়/বিজ্ঞ দেওয়ানী আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকায় এমন ১৯টি অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিযোগকারীগণ। তাছাড়াও সরাসরি তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত অভিযোগ নয় (অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত) বিধায় একটি অভিযোগের সাথে একাধিক তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন দাখিল এবং আপীল আবেদন সংযুক্ত করে অভিযোগ দায়ের করা ইত্যাদি কারনে অভিযোগ শুনানীর জন্য গৃহীত হয়নি। অভিযোগকারীগণকে তার আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফৎ অবহিত করা হয়েছে ও বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

৫.১২ (ক) অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করার কারণ

বিষয়	সংখ্যা
তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ছাড়া তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরকরণ	১০
তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদন ছাড়াই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরকরণ	২০
তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদন দাখিল সংক্রান্ত প্রমাণক না থাকায়	৩
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যাচিত তথ্য সুস্পষ্ট/ সুনির্দিষ্ট না হওয়ায়	৩৭
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ট) ধারা মোতাবেক হওয়ায়	২
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১২) ধারা মোতাবেক কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার সুযোগ নাই বিধায়	২
হাতের লেখা অস্পষ্ট হওয়ায় পাঠোদ্ধার সম্ভব নয় বিধায় অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হয়নি	১৮
যাচিত তথ্যের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা/জবাব/সরবরাহকৃত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ প্রতীয়মান হওয়ায়	৬
যাচিত তথ্য বিচারাধীন মামলা সংশ্লিষ্ট হওয়ায়/বিজ্ঞ দেওয়ানী আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকায়	১৯
যাচিত তথ্য 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এর ২(চ) ধারা অনুযায়ী যাচিত তথ্যের আওতাভুক্ত নয় বিধায় অভিযোগটি গ্রহণযোগ্য নয়।	৮২
যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না করায়	৩০
যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন না করায়	৭০
একই অভিযোগের বিষয়ে পুণরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করায় (পূর্বে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে)	১০
অভিযোগ দায়েরের পরে তথ্য প্রাপ্ত হওয়ায় এবং অভিযোগকারী প্রত্যাহার করায়	৫
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী উল্লেখ না করেই তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করায়	৩
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন না করায়	৫

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক তথ্য প্রদান করায়	৮
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত জবাব যথাযথ বিবেচিত হওয়ায়	২৬
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে তথ্য প্রদান করার নির্দেশনা প্রদান	৬
দায়েরকৃত অভিযোগ সুনির্দিষ্ট (কি কি তথ্য পেয়েছেন/পাননি) না হওয়ায়	৬
সরাসরি তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত অভিযোগ নয় (অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত)	২
যাচিত তথ্যের বিষয়ে পূর্বেই অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়েছে বিধায়	৪
তথ্য প্রাপ্তির আবেদনটি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ও নির্ধারিত ফরমে করা হয়নি বিধায়	৪
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই) তথ্য প্রদান করেছেন এবং অভিযোগকারী তথ্য পেয়েছেন বিধায়	১
রীট পিটিশন বিদ্যমান থাকায় অভিযোগটি অগ্রহণযোগ্য	১
অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিগ্যাল নোটিশ এবং The Negotiable Instruments Act সংশ্লিষ্ট হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য	১
তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বিধায় পুনর্বিবেচনার সুযোগ না হওয়ায়	৬
তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে সুনির্দিষ্টভাবে তারিখ উল্লেখ না থাকায় অভিযোগটি অগ্রহণযোগ্য	১
অভিযোগকারী আপীল আবেদন ছাড়াই সরাসরি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরকরণ	৩
একই অভিযোগের বিষয়ে পুণরায় তথ্য কমিশনে শুনানীর জন্য আবেদন করায়	১
যাচিত তথ্য ব্যক্তি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিধায় তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী অভিযোগটি অগ্রহণযোগ্য	২
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২(খ) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ না হওয়ায়-	১
একই অভিযোগের বিষয়ে পুণরায় আবেদন করায় অভিযোগটি শুনানীর জন্য চলমান রয়েছে বিধায়	২
লিখিত সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির আগেই অভিযোগকারী পুণরায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বিধায়	১
অভিযোগের বিষয়ে শুনানী গ্রহণ করে সিদ্ধান্তপত্র প্রেরণ করা হয়েছে বিধায়	১
"তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ২৫ ধারা" এর বিধান অনুসারে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে বিধায়	১
একটি অভিযোগের সাথে একাধিক তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন দাখিল এবং আপীল আবেদন সংযুক্ত করে অভিযোগ দায়ের করায়	১
আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ প্রতীয়মান হওয়ায়	৬
অভিযোগ প্রত্যাহারের বিষয়ে একটি আবেদন দাখিল করায় অভিযোগটি খারিজ করায়	১
যাচিত তথ্যাদি 'মন্তব্য' সম্বলিত/মতামত সংক্রান্ত বিধায় অভিযোগটি অগ্রহণযোগ্য	৪
পত্র প্রেরণের মাধ্যমে নিস্পত্তি করায়	৩
তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত নয় বিধায়	৬
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত "তথ্য সরবরাহে অপারগতা সম্পর্কিত অবহিতকরণ" পত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হওয়ায়	১
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত জবাব ও আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হওয়ায়	২
যাচিত বিষয় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ঠ) প্রযোজ্য বিধায় অভিযোগটি বিবেচিত নয়	১
তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ৪, ধারা ৭ ও ধারা ৯ অনুসরণপূর্বক তথ্য প্রদান করার নির্দেশনা প্রদান	১
তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ২(ঘ) এর (অ) ও (আ) এ বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে বিধায়	১
নথিজাত করার নির্দেশ প্রদান সংক্রান্ত	৪
মোট =	৪৩১

৫.১২ (খ). শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি এমন অভিযোগ বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফল

তথ্য কমিশনে যেসব অভিযোগ দায়ের হয়, সেগুলো কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেসকল অভিযোগ 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী যথাযথভাবে দায়ের হয়েছে মর্মে কমিশন কর্তৃক বিবেচিত হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে কমিশন শুনানীর কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া, যেসকল অভিযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের আইনগত ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ আইনানুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন বা আপীল আবেদন ছাড়াই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে থাকেন, সেকল অভিযোগ শুনানীর জন্য গৃহীত হয় না। অর্থাৎ 'আপীল কর্তৃপক্ষ' কে তা নিয়ে নাগরিকের মাঝে অস্পষ্টতা রয়েছে। সেগুলোর ক্ষেত্রে কমিশন সংশ্লিষ্ট অভিযোগের ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখপূর্বক অভিযোগকারীকে যথাযথভাবে আবেদন করার পরামর্শ দিয়ে নিষ্পত্তি করে থাকে। ২০২২ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অনেক অভিযোগের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে যেসকল তথ্য চেয়েছেন, সেগুলো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়। এক্ষেত্রে 'তথ্য' কী কী এ বিষয়েও জনগণের মাঝে অস্পষ্টতা রয়েছে। এছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে যেগুলো উপরে বর্ণিত ছকে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগগুলোর সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, 'তথ্য' ও 'আপীল কর্তৃপক্ষ'- এই দু'টি বিষয় এখনও জনগণের কাছে সুস্পষ্ট নয়। এই দু'টি বিষয়ে যদি জনগণের মাঝে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা যায়, তাহলে একদিকে জনগণের তথ্য চাওয়ার বিষয়টি আরও সুনির্দিষ্ট হবে এবং অপরদিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের জন্য তথ্য সরবরাহের বিষয়টি সহজতর হবে।

৫.১৩ তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

তথ্য কমিশনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ২০২২-২০২৩
অর্থবছরের বাজেট প্রাপ্তি ও ব্যয়ের হিসাব বিবরণী

কোড নং	১৩১০০৯১০০	অংকসমূহ লক্ষ টাকায়		
অর্থনৈতিক কোড	খাতের নাম	২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ ছাড়কৃত অর্থ	ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়
৩৬৩১১০১	বেতন বাবদ সহায়তা	১৭৬.৪০	৮৮.২০	৭৪.১২
৩৬৩১১০২	ভাতাদি বাবদ সহায়তা	১৭৩.১০	৮৬.৫৬	৬০.০১
৩৬৩১১০৩	সরবরাহ ও সেবা	৫১৪.৯০	২৫৭.৪৪	১৪০.১৯
৩৬৩১১০৪	পেনশন ও অবসর সুবিধা (সিপিএফ) সহায়তা	৩৬.৫০	১৮.২৪	৩.০৩
৩৬৩১১০৮	গবেষণা অনুদান	৭.১০	৩.৫৬	০.০০
৩৬৩২১০২	যন্ত্রপাতি অনুদান	২৯.০০	১৪.৫০	০.০৬
৩৬৩২১০৫	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	১৫.০০	৭.৫০	৩.১৫
৩৬৩২১০৬	অন্যান্য মূলধন অনুদান	২০.০০	১০.০০	০.৫৮
	সর্বমোট =	**৯৭২.০০**	**৪৮৬.০০**	**২৮১.১৪**

৫.১৪ তথ্য কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১৩ ও ধারা ২৫ মোতাবেক তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের শুনানী গ্রহণ করে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি করে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ০৮ মোতাবেক কোন নাগরিক যে কোন কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্যপ্রাপ্তির অনুরোধ করতে পারে। উক্ত অনুরোধ অনুযায়ী তথ্য না পেলে অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট না হলে আবেদনকারী একই আইনের ২৪ ধারা মোতাবেক যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করতে পারে। আপীল আবেদন করেও কোন প্রতিকার না পেলে নাগরিক সংশ্লিষ্ট আইনের ২৫ ধারা মোতাবেক তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। তথ্য কমিশন আইনানুযায়ী অভিযোগসমূহ বিবেচনা করে এবং অভিযোগসমূহের শুনানী গ্রহণ করে। কোন অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার শুনানী গ্রহণান্তে যদি প্রতীয়মান হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহে ইচ্ছাকৃতভাবে হয়রানি করলে অথবা কোন নাগরিকের তথ্যপ্রাপ্তিতে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৫ ও ২৭ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়, জরিমানা করা হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে তথ্য সরবরাহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অবহেলাকে অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর বিভাগীয় শাস্তি প্রদানের সুপারিশ করা হয়। ২০১১ সাল থেকে অদ্যাবধি মোট ৮০টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে গুরুত্ব বিবেচনায় ক্ষতিপূরণ/জরিমানা/বিভাগীয় শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০২২ সালে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের মধ্যে ০৬টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি শাস্তি আরোপ করা হয়।

৫.১৫ তথ্য কমিশনঃ উল্লেখযোগ্য কেস স্টাডিসমূহ

২০২২ সালে শুনানীর জন্য গৃহীত ৩৬০টি অভিযোগের ক্ষেত্রেই ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়েছে। এতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে শুনানীতে অংশগ্রহণ করেছে। ফলে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উভয়েরই খরচ, সময় এবং হয়রানি হ্রাস পেয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু কেস স্টাডি উল্লেখ করা হলো:

কেস স্টাডিঃ ১
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন থেকে তথ্য পেয়েছেন অভিযোগকারী

অভিযোগকারী ১০-০১-২০১৮ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব আহসান উদ্দিন রোমেল, জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বরিশাল সিটি কর্পোরেশন ভবন, বরিশাল-৮২০০ বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বরিশাল প্রেসক্লাব, ৫১৯ আগরপুর রোড, বরিশাল-৮২০০ এর বার্ষিক হোল্ডিং কত বরিশাল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বরিশাল প্রেসক্লাব, ৫১৯ কর্তৃক হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ করা হয়েছে এবং বরিশাল প্রেসক্লাব এর বর্তমান স্থাপনার বরিশাল সিটি কর্তৃক পাশকৃত প্লান নম্বর কত তা সুবিস্তারে জানা একান্ত আবশ্যক।

- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৮-০৯-২০১৯ তারিখে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা (আরটিআই), বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১০-০১-২০২২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

- তথ্য কমিশনের গত ০১-০৩-২০২২ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ০৭-০৪-২০২২ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।
- শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।
- শুনানীতে অভিযোগকারী জানান যে, তিনি সমন পাওয়ার পর ই-মেইলে তথ্য পেয়েছেন।
- শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান যে, তিনি অভিযোগকারীকে ই-মেইলে তথ্য সরবরাহ করেছেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনানীঅন্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য বিলম্বে সরবরাহ করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য বিলম্বে সবরাবরাহ করেছেন বিধায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা যায় এবং অভিযোগটি নিস্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করায় অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো। তবে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য বিলম্বে সবরাবরাহ করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হলো।

কেস স্টাডিঃ ২

ওয়ারিশ সনদ সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সচিব-কে তথ্য প্রদানের নির্দেশ

আবেদনকারী ০২-১২-২০২১ ইং তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ৯ নং কলসকাঠি ইউনিয়ন পরিষদ, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) এ.কে.এম. আজমল হুদা, পুলিশ পরিদর্শক(নিরস্ত্র), জেলা গোয়েন্দা শাখা, পটুয়াখালী কর্তৃক, আপনার কার্যালয় দাখিলী বিশ্বেশ্বর রায় চৌধুরী ওয়ারিশ সার্টিফিকেট প্রাপ্তির আবেদনের সহিত প্রদর্শিত ১। যোগেশ্বর রায় চৌধুরী (দুধ রায়), পিতা- রাজেশ্বর রায় চৌধুরী, সাং কলসকাঠী (জমিদার বাড়ী), থানা- বাকেরগঞ্জ, জেলা- বরিশাল, ২. চন্দ্র শেখর রায় চৌধুরী চাঁদ রায়, পিতা- রাজেশ্বর রায় চৌধুরী, সাং কলসকাঠী (জমিদার বাড়ী), থানা- বাকেরগঞ্জ, জেলা- বরিশাল, ৩. মঙ্গলেশ্বর রায় চৌধুরী, পিতা- কমলেশ্বর রায় চৌধুরী, সাং কলসকাঠী (জমিদার বাড়ী), থানা- বাকেরগঞ্জ, জেলা- বরিশাল ৪. মাধব রায় চৌধুরী, পিতা- মৃত সিদ্ধেশ্বর রায় চৌধুরী, সাং কলসকাঠী (জমিদার বাড়ী), থানা- বাকেরগঞ্জ, জেলা- বরিশাল জীবিত আছেন কি না। জীবিত থাকিলে তাহাদের ভোটার তালিকা, জাতীয় পরিচয় পত্র, সদ্য তোলা ছবি ও মোবাইল নম্বর।

খ) উত্তরাধিকার আইন ১৯২৫ (১৯২৫ সনের ৩৯ নং আইন) এর ৩৭০-৩৮০ ধারায় উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট প্রদানের কথা বলা হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট জেলার বিজ্ঞ জেলা জজ বা জেলা জজের আদেশক্রমে বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ আদালত সাকশেসন সার্টিফিকেট প্রদান করিয়া থাকেন। এছাড়া অভিভাবক বা প্রতিপাল্য আইন১৯৮০ (১৯৮০ সনের ৮ নং আইন) এর সংশ্লিষ্ট ধারায় নাবালকের পক্ষে বাস্তবিক অভিভাবক বরাবরে গার্ডিয়ানশীপ সার্টিফিকেট এবং জমি বিক্রয়ের অনুমতির বিধান রাখা হইয়াছে। উত্তরাধিকারী ব্যতিরেকে উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট এবং গার্ডিয়ানশীপ সার্টিফিকেটের জন্য বিজ্ঞ আদালতে আবেদন করার কোন সুযোগ নেই। ৯ নং কলসকাঠি ইউনিয়ন পরিষদ, বাকেরগঞ্জ এর চেয়্যারম্যান, সচিব, ইউপি সদস্য, গ্রাম পুলিশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং উক্ত কার্যালয় হতে প্রদত্ত ওয়ারিশ সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে বরিশালের বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী জজ গার্ডিয়ানশীপ ১৪২/২০১৪ নং মোকদ্দমায় ইং ০৯-০৩-২০১৫ তারিখ গার্ডিয়ানশীপ সার্টিফিকেট প্রদান করিয়াছেন এবং একই আদালত পারমিশন

২৭/২০১৫ নং মোকদ্দমায় জমি বিক্রয়ের জন্য ববিতা মুখার্জীকে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। উল্লেখিত আইন অনুসারে উত্তরাধিকারী ব্যতিরেকে ওয়ারিশ সনদ পাওয়ার আবেদন করার কোন সুযোগ নেই। তথাপি আপনার কার্যালয় বিজ্ঞ আদালতের উল্লেখিত মোকাদ্দমায় ওয়ারিশীর বিষয়টি নিস্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও তাহা জানিয়া শুনিয়া কোন আইন/ বিধির বা কোন ক্ষমতা বলে ওয়ারিশ সার্টিফিকেট প্রাপ্তি আবেদনটি আপনার কার্যালয় গ্রহণ করিয়াছেন উক্ত তথ্য জানা আবশ্যক। এছাড়াও উত্তবাধিকারী ব্যতিরেকে বা বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশ ব্যতিরেকে ওয়ারিশ সার্টিফিকেট পাওয়ার আবেদন করার কোন সুযোগ আছে কি না? থাকিলে আইন, বিধি ও প্রজ্ঞাপনের কপি আবশ্যক।
গ) আপনার কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত একাধিক ওয়ারিশ সার্টিফিকেট বহাল থাকা অবস্থায় কোন লিখিত নোটিশ ব্যতিরেকে এবং উত্তরাধিকারীদের আবেদন ব্যতিরেকে ৩য় পক্ষ বা পুলিশের আবেদনক্রমে ওয়ারিশ সনদপত্র প্রদানের সুযোগ আছে কি না উক্ত তথ্য।

- নির্ধারিত সময়ে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৩-১২-২০২১ ইং তারিখ চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), ৯ নং কলসকাঠি ইউনিয়ন পরিষদ, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে, অভিযোগকারী সংক্ষুব্ধ হয়ে ১৮-০১-২০২২ ইং তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

- তথ্য কমিশনের গত ০১-০৩-২০২২ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১২-০৪-২০২২ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

- শুনানীর ধার্য তারিখে উভয়ই গরহাজির। অভিযোগকারী সময়ের আবেদন দিয়েছেন। সময়ের আবেদন মঞ্জুরপূর্বক পরবর্তি ২৫-০৪-২০২২ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

- শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারীর পক্ষে প্রতিনিধি প্রীতম মুখার্জী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই) এবং চেয়ারম্যান Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

- শুনানীতে অভিযোগকারীর পক্ষে প্রতিনিধি জানান যে, তিনি তথ্য পাননি।

- শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই) জানান যে, তিনি চেয়ারম্যান এর সাথে কথা বলেছেন, উক্ত এ.কে.এম. আজমল হুদা নামে কোন ওয়ারিশ সার্টিফিকেট দেননি। ১৫ বছর আগে জন্ম-মৃত্যুর রেজিস্ট্রেশন রক্ষণাবেক্ষণ করা হতোনা। শুনানীতে ইউপি চেয়ারম্যান জানান যে, ইউনিয়ন পরিষদ আইন অনুযায়ী ওয়ারিশ সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করতে হয়, এরকম কোন ওয়ারিশ সার্টিফিকেট দেয়া হয়নি।

পর্যালোচনা

শুনানি ও সার্বিক বিষয় পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, যাচিত তথ্য সরবরাহযোগ্য। কলসকাঠি ইউনিয়নের সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ইচ্ছাকৃতভাবে অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করতে বিলম্ব করেছেন। এপ্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই)-কে তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা দেয়া যায়। এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য সরবরাহ না করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করেছেন। এপ্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই)-কে জরিমানা আরোপ করা যায়।

সিদ্ধান্ত

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহের জন্য সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ৯ নং কলসকাঠি ইউনিয়ন পরিষদ, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল-কে নির্দেশ দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। সরবরাহযোগ্য তথ্য প্রদানে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করা এব তথ্য প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করায় সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ৯ নং কলসকাঠি ইউনিয়ন পরিষদ, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল-কে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭ (১)(ঙ) ধারা মোতাবেক ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা জরিমানা করা হলো।

৪। উক্ত জরিমানার অর্থ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড শাখার সংশ্লিষ্ট ১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১ কোডে জমা প্রদানের জন্য সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ৯ নং কলসকাঠি ইউনিয়ন পরিষদ, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল-কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৫। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা; জেলা প্রশাসক, বরিশাল এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল ও চেয়ারম্যান, ৯ নং কলসকাঠি ইউনিয়ন পরিষদ, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল-কে সিদ্ধান্তপত্রের অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

৬। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো।

কেস স্টাডি: ৩

জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত প্লটের বরাদ্দপ্রাপ্তগণের তালিকা সরবরাহের নির্দেশ

আবেদনকারী ১৭-০২-২০২১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোহাম্মদ উল্ল্যাহ, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এপিলেট ডিভিশন আপিল কেস নং ৮৫১/২০ ও আপিল কেস নং ৮৫২/২০ গত ২৬/০১/২০২১ তারিখে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, এপিলেট ডিভিশনের বিচারপতি জনাব মো: নূরুজ্জামান চেম্বার জজ এর নেতৃত্বে একক বেঞ্চে আপিল মামলা দুইটি বিচার্য্য হিসাবে গণ্য করে ৮ ডিসেম্বর/ ২০১১ ইং তারিখে চুড়ান্ত শুনানীর দিন ধার্য করে আপিল বিভাগের বেঞ্চে প্রেরণ করা হয়েছে। (রায়/ নির্দেশের ফটোকপি সংযুক্ত)। উক্ত মামলা দুটি পরিচালনা তথা সর্বোপরি সরকারী ভূমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের স্বার্থে জনাব জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) এর সভাপতিত্বে গত ২৫/১০/১৯৯৩ ইং তারিখে মিটিং এর সিদ্ধান্ত যাহার স্মারক নং মিস- ৫৮৯ অংশ তারিখ ২৬/১০/১৯৯৩ ইং মাধ্যমে প্রচারিত ক্ষতিগ্রস্ত প্লট বরাদ্দ প্রাপ্তদের নামের তালিকায় ক্রমিক নং ৬ নথি নং ৩৪৭/৯০ এ সমতারা বেগম অন্যান্য ১ টি মোট ২ (দুই) টি এবং প্লট নং ১১০ ও প্লট নং ১১২, রোড নং ৩, দক্ষিণ বিশিল, সেকশন-১, মিরপুর, ঢাকার ২ (দুই) টি সর্বোমোট ৪(চার) টি ক্ষতিগ্রস্ত প্লটের বরাদ্দপ্রাপ্ত গণের বিস্তারিত তথ্য লিখিতভাবে সরবরাহের অনুরোধ (পত্র ও নামের তালিকার ফটোকপি সংযুক্ত)।

- তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মোহাম্মদ উল্যাহ, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ০১-০৪-২০২১ তারিখে ২৫.৩৮.০০০০.৩০২.১৮.০১৬.২০-২৫৭ নং স্মারকমূলে পরিচালক, ভূমি ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, ৮২, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-কে "চাহিত তথ্যাদি ০৩ কর্মদিবসের মধ্যে অতিব জরুরী ভিত্তিতে প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো" মর্মে পত্র প্রেরণ করেন। অভিযোগকারী বিস্তারিত তথ্যাদি না পেয়ে ০৯-১২-২০২১ তারিখে চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, ৮২, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ০৩-০২-২০২২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

- তথ্য কমিশনের গত ২৪-০৩-২০২২ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২৫-০৪-২০২২ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

- শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারীর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

- শুনানীতে অভিযোগকারী জানান যে, তিনি তথ্য পাননি।

- শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান যে, তিনি রেকর্ড খুঁজে পচ্ছিলেন না। এখন খুঁজে পেয়েছেন এবং তিনি তথ্য দিতে প্রস্তুত আছেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনানীঅন্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদানযোগ্য। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য যথানিয়মে সরবরাহের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য যথানিয়মে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-কে নির্দেশ দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশ দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো।

কেস স্টাডিঃ ৪

তথ্য অধিকার আইনে গ্যাস সংযোগ বিষয়ে তথ্য পেয়েছেন অভিযোগকারী

অভিযোগকারী ০৮-০২-২০২২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব এ.এইচ.এম মাছউদুর রহমান, উপ-মহাব্যবস্থাপক (কোম্পানী এ্যাফেয়ার্স বিভাগ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তিতাস গ্যস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, ১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) মো: লুৎফর রহমান কিভাবে ও কোন আইনে ৭/১৭/১ দক্ষিণ মুগদাপাড়া হোল্ডিং ঠিকানার এই গ্যাস সংযোগটি তার নিজ নামে নামকরণসহ পরিচালিত করেছেন? সে সকল কাগজপত্র এক সেট।

খ) তিনি উক্ত হোল্ডিং এর এই গ্যাস সংযোগের যে প্রকৃত মালিক, সেই মালিকানার কি কি কাগজপত্র দাখিল ও প্রত্যয়ন গ্রহণপূর্বক তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড নিশ্চিত হয়ে এই সংযোগটি তার নামে নামকরণ প্রদান করেছে, সেসকল তথ্য প্রমাণসহ কাগজপত্রের এক সেট।

গ) উক্ত হোল্ডিংয়ে মোট কয়টি চুলার (সিংগেল ও ডাবল) বর্তমান অনুমোদন রয়েছে? কয়টি পূর্বতন মালিক (মো: নূরুল ইসলাম হাতেমী) এর নামে এবং কয়টি ও কবে নতুন করে বর্তমানে মো: লুৎফর রহমানের নামে অনুমোদন নেওয়া হয়েছে-তার বিস্তারিত তথ্য।

নির্ধারিত সময়ে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২২-০৩-২০২২ তারিখ মো: মুনির হোসেন খান, মহা ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), তিতাস গ্যস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড ১০৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী সংক্ষুব্ধ হয়ে ২৫-০৪-২০২২ তারিখে (ডায়েরীভুক্ত হওয়ার তারিখ অনুযায়ী) তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

২। ০৯-০৫-২০২২ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ০১-০৬-২০২২ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৩। শুনানীর ধার্য ০১-০৬-২০২২ তারিখ অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সংযুক্ত। প্রতিপক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান, তিনি যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন। অপরদিকে অভিযোগকারী জানান, তিনি যাচিত তথ্য পেয়েছে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের মৌখিক বক্তব্য শুনানীঅন্তে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারী যাচিত তথ্য পেয়েছেন। এ অবস্থাধীনে, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যাচিত তথ্য সরবরাহ করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

কেস স্টাডিঃ ৫

তথ্য অধিকার আইনে ৪০ দিনের কর্মসূচি কাবিখা, টিআর, কাবিটা প্রকল্পের তথ্য পেয়েছেন অভিযোগকারী

অভিযোগকারী ২৬-০১-২০২২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ৪নং হাড়িয়ারকুঠি ইউ.পি, তারাগঞ্জ, রংপুর বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) **৪০ দিনের কর্মসূচির তালিকা**
২) **৪০ দিনের উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়নে ওয়ার্ড কমিটির অনুমোদনের কপি**
৩) **চলমান টিআর, কাবিখা, কাবিটা প্রকল্পের প্লান ইস্টিমিট ও ওয়ার্ড কমিটির অনুমোদনের কপি।**

নির্ধারিত সময়ে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ৩-৩-২০২২ তারিখ চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), ৪নং হাড়িয়ারকুঠি ইউ.পি চেয়ারম্যানের কার্যালয়, তারাগঞ্জ, রংপুর বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে, অভিযোগকারী সংক্ষুব্ধ হয়ে ২৪-০৪-২০২২ তারিখে (ডায়েরীভুক্ত হওয়ার তারিখ অনুযায়ী) তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

২। ০৯-০৫-২০২২ তারিখের কমিশন সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২৬-০৫-২০২২ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানি গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৩। শুনানীর ধার্য ২৬-০৫-২০২২ তারিখে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) Zoom Apps এর মাধ্যমে ভার্চুয়াল শুনানীতে সংযুক্ত হন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান, তিনি যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন অপরদিকে অভিযোগকারী জানান, তিনি তথ্য পেয়েছেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের মৌখিক বক্তব্য শুনানীঅন্তে এবং সামগ্রিক বিবেচনায় দেখা যায়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারী তথ্য পেয়েছেন। এ অবস্থাধীনে, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারী তথ্য পেয়েছেন। এ অবস্থাধীনে, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

কেস স্টাডিঃ ৬

তথ্য অধিকার আইনে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে করোনা প্রণোদনা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের নির্দেশ

অভিযোগকারী ১৮-০৭-২০২১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নকলা, শেরপুর বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন- **২০২০-২০২১ ইং অর্থবছরে প্রকৃত খামারীদের (ক্যাটাগরি অনুযায়ী) করোনা প্রনোদনার পরিমাণ সহ তালিকার ফটোকপি।**

১) **উল্লেখিত অর্থবছরের ক্যাটাগরি অনুযায়ী করোনা প্রনোদনার মোট পরিমাণ এবং সর্বশেষ ১ম ও ২য় ধাপের তালিকার ফটোকপি।**
২) **করোনা প্রনোদনা সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশের সিল স্বাক্ষরযুক্ত যাবতীয় কাগজের ফটোকপি।**

- নির্ধারিত সময়ে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৩-০২-২০২২ তারিখে ডা: মো: মোস্তাফিজুর রহমান, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), জেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়, শেরপুর বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে, অভিযোগকারী সংক্ষুব্ধ হয়ে ২৯-০৫-২০২২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

- তথ্য কমিশনের গত ০৬-০৭-২০২২ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৯-০৭-২০২২ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

- শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

- শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান যে, তিনি ১৪-১২-২০২১ তারিখে অত্র দপ্তরে যোগদান করেন এবং এ ধরনের কোন আবেদন তার দৃষ্টিগোচর হয়নি। সমন পাবার পর বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। তিনি আরও জানান অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যের অধিকাংশই ওয়েবসাইটে রয়েছে। তিনি কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের মৌখিক বক্তব্য শুনানীঅন্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহযোগ্য। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সংগ্রহপূর্বক, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য ড. মুহাম্মদ ইসহাক আলী, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়, নকলা, শেরপুর-কে নির্দেশ দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশ দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো।

কেস স্টাডিঃ ৭

খাসজমি সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য তথ্য কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান

অভিযোগকারী ০২-০৩-২০২২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোহাম্মদ নেয়ামত উল্ল্যা, সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) ঢাকা জেলার মোট খাসজমির পরিমাণ (কৃষি ও অকৃষি, উপজেলাভিত্তিক, একরে)
খ) ঢাকা জেলার অবন্দোবস্তযোগ্য খাসজমির পরিমাণ (উপজেলাভিত্তিক, একরে)
গ) ঢাকা জেলার বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমির পরিমাণ (কৃষি ও অকৃষি, উপজেলাভিত্তিক একরে)
ঘ) ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত ঢাকা জেলার বন্দোবস্তকৃত খাসজমির পরিমাণ (কৃষি ও অকৃষি, উপজেলাভিত্তিক, একরে)
ঙ) ঢাকা জেলার বন্দোবস্তযোগ্য অবশিষ্ট খাসজমির পরিমাণ (কৃষি ও অকৃষি, উপজেলাভিত্তিক, একরে)

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১০-০৪-২০২২ তারিখে জনাব মো: খলিলুর রহমান, বিভাগীয় কমিশনার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৫-০৬-২০২২ তারিখে (ডায়রীভুক্ত হওয়ার তারিখ অনুযায়ী) তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

২। ০৬-০৭-২০২২ তারিখের কমিশন সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২৬-০৭-২০২২ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৩। শুনানীর ধার্য ২৬/০৭/২০২২ তারিখে অভিযোগকারী ও তাঁর আইনজীবী এবং প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংযুক্ত হননি।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের মৌখিক বক্তব্য শুনানী এবং সামগ্রিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, যাচিত তথ্যসমূহ সরবরাহযোগ্য। অভিযোগকারী ইতোমধ্যে যাচিত তথ্য পেয়েছেন। উপরন্তু জনগণেরও এ তথ্য সাধারণভাবে জানা প্রয়োজন। এমতাবস্থায় যাচিত তথ্যসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রত্যেক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে থাকা সমীচীন। যেহেতু যাচিত তথ্যসমূহ সরবরাহযোগ্য ও প্রদানযোগ্য সেহেতু হালনাগাদ তথ্যসমূহ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

১। এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অভিযোগকারীর যাচিত সকল তথ্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা -কে নির্দেশ দেয়া হলো।

২। সিদ্ধান্তপত্রের অনুলিপি সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-কে প্রেরণ করা হোক।

কেস স্টাডিঃ ৮

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য সরবরাহের নির্দেশ

অভিযোগকারী ০৭/০৩/২০২২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোহাম্মদ কামাল হোসেন, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (বোর্ড সচিব ও জনসংযোগ কর্মকর্তা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১। ১৫/০১/২০২০ তারিখ থেকে ৩১/১২/২০২১ তারিখ পর্যন্ত 'কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী কর্মী পুনর্বাসন ঋণ-২০২০' এর আওতায় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, গাইবান্ধা শাখায় ঋণ গৃহীতাদের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার, ঋণ প্রদানের তারিখ ও ঋণের পরিমানসহ তালিকা।

২। ১৫/০১/২০২১ তারিখ থেকে ২৮/০২/২০২২ তারিখ পর্যন্ত 'আত্মকর্মসংস্থানমূলক ঋণ-২০২১' এর আওতায় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, গাইবান্ধা শাখায় ঋণ গৃহীতাদের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার, ঋণ প্রদানের তারিখ ও ঋণের পরিমাণসহ তালিকা।

৩। ১৫/০১/২০২১ তারিখ থেকে ২৮/০২/২০২২ তারিখ পর্যন্ত 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সাধারণ ঋণ-২০২১' এর আওতায় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, গাইবান্ধা শাখায় ঋণ গৃহীতাদের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার, ঋণ প্রদানের তারিখ ও ঋণের পরিমানসহ তালিকা।

৪। ০১/০১/২০২০ তারিখ থেকে ৩১/১২/২০২২ তারিখ পর্যন্ত 'নারী অভিবাসন ঋণ' 'নারী পুনর্বাসন ঋণ' এর আওতায় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, গাইবান্ধা শাখায় ঋণ গৃহীতাদের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার, ঋণপ্রদানের তারিখ ও ঋণের পরিমানসহ তালিকা (পৃথক পৃথক ভাবে) কপি।

৫। উক্ত ঋণ মঞ্জুরীকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও মোবাইল নাম্বার।

- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৭/০৪/২০২২ তারিখে মো: জাহিদুল হক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হয়ে অভিযোগকারী ২২/০৫/২০২২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।
- তথ্য কমিশন সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২১/০৬/২০২২ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।
- শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

৫। শুনানীতে অভিযোগকারী জানান যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ (ছ), (জ) ও (ঝ) এর সাথে তার আবেদনের কোন সাংঘর্ষিকতা নেই। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কোন প্রাইভেট ব্যাংক নয়। এটি সরকার নিয়ন্ত্রিত। ফলে তার চাহিত তথ্য কোন ব্যক্তির জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন করেনা এবং কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে না।

৬। শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান যে, ইতোমধ্যে অভিযোগকারীকে পত্রের মাধ্যমে তথ্য দিয়েছেন। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ (ছ), (জ) ও (ঝ) বিবেচনায় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, গাইবান্ধা শাখা হতে বিতরণকৃত ঋণ গৃহীতাদের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ঋণ প্রদানের তারিখ, ঋণ মঞ্জুরকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বর এবং নোটশীটের কপি প্রদানযোগ্য না হওয়ায় অভিযোগকারীকে অপারগতার নোটিশ দেয়া হয়েছে। কারন এই তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের মৌখিক বক্তব্য শুনানী এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যের মধ্যে অধিকাংশ সরবরাহ করেছেন। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, গাইবান্ধা শাখা থেকে বিতরণকৃত ঋণ গৃহীতাদের নাম ও ঠিকানা সরবরাহযোগ্য তথ্য। তবে মোবাইল নম্বর, ঋণ প্রদানের তারিখ, ঋণ মঞ্জুরকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ (ছ), (জ) ও (ঝ) অনুযায়ী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করেননি যা বিবেচনাযোগ্য। এ অবস্থাধীনে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে বিতরণকৃত ঋণ গৃহীতাদের নাম ও ঠিকানা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (বোর্ড সচিব ও জনসংযোগ কর্মকর্তা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-কে নির্দেশ দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশ দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো।

কেস স্টাডিঃ ৯
তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে টেন্ডার সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের নির্দেশ

অভিযোগকারী ০১/০৯/২০২১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে মো: আলতাফ হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বগুড়া শিক্ষা ভবন, ডিটিআই চত্বর, লতিফপুর কলোনী, বগুড়া বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট কতটি টেন্ডার কাজের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে, বছর ওয়ারী মোট অর্থের পরিমাণ কত?
২) প্রত্যেকটি টেন্ডার কাজের কার্যাদেশের ফটোকপি উক্ত দুই বছরের
৩) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের প্রত্যেকটি টেন্ডারের টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদনের ফটোকপি।

নির্ধারিত সময়ে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৫/০১/২০২২ তারিখ জনাব মো: জালাল উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ.দা) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, ২৯/২, উপশহর, রাজশাহী বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে, অভিযোগকারী সংক্ষুব্ধ হয়ে ১৭/০২/২০২২ তারিখে (ডায়েরীভুক্ত হওয়ার তারিখ অনুযায়ী) তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

২। ২৪/০৩/২০২২ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২৬/০৪/২০২২ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানি গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৩। ধার্যকৃত ২৬/০৪/২০২২ তারিখে শুনানিতে ১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষ সংযুক্ত হন । ১ম পক্ষ জানান যে, ইতোমধ্যে আংশিক তথ্য পেয়েছেন। ২য় পক্ষ জানান যে, অবশিষ্ট তথ্য দিতে তিনি প্রস্তুত।

পর্যালোচনা

শুনানি ও সার্বিক বিষয় পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, যাচিত তথ্য সরবরাহযোগ্য। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আদেশ প্রাপ্তির ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে বিধিমতে তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ২০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারী যাচিত তথ্য সরবরাহের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বগুড়া শিক্ষা ভবন, ডিটিআই চত্বর, লতিফপুর কলোনী, বগুড়াকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

কেস স্টাডিঃ ১০

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নাম, ঠিকানা ও জাতীয় পরিচয়পত্রের (NID) নম্বরসহ কত সাল থেকে তাঁরা সরকারি ভাতা প্রাপ্য কিনা ইত্যাদি তথ্য চেয়ে আবেদনঃ

আবেদনকারী ২৩-১-২০২২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ম্যানেজার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, ছাগলনাইয়া শাখা, ছাগলনাইয়া উপজেলা, ফেনী বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- ছাগলনাইয়া উপজেলার রাঁধানগর ইউনিয়নের নিজপানুয়া গ্রামের সরকারি ভাতাভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নাম, ঠিকানা ও জাতীয় পরিচয়পত্রের (NID) নম্বরসহ কত সাল থেকে তাঁরা সরকারি ভাতা প্রাপ্য হচ্ছেন এর বিবরণ।

- নির্ধারিত সময়ে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৩-০২-২০২২ তারিখ এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রিন্সিপাল অফিস, ফেনী বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে, অভিযোগকারী সংক্ষুব্ধ হয়ে ২৩-০৩-২০২২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

- তথ্য কমিশনের গত ১৯-০৪-২০২২ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৯-০৫-২০২২ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

- শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী গরহাজির এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন। অভিযোগকারী চাহিত তথ্য বুঝে পেয়েছেন মর্মে লিখিত দিয়েছেন।

- শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান যে, অভিযোগকারীকে তার চাহিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারী তথ্য বুঝে পেয়েছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারী তথ্য বুঝে পেয়েছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

৫.১৬ (ক) তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে পরিলক্ষিত প্রতিবন্ধকতা/চ্যালেঞ্জসমূহ

তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যেমন-

১। দেশব্যাপি তথ্যের প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ একমাত্র কার্যালয় ঢাকা থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আইনটি পাস হওয়ার এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার ১৩ বছর অতিবাহিত হলেও দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় এই আইনটির চর্চা খুবই সীমিত। কমিশনের সীমিত জনবল এবং সীমিত অবকাঠামোর কারণে সমগ্র জনগণকে আইনটি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত করা সম্ভব হয়নি।

২। Official Secrecy Act, 1923- এই আইনটি দাপ্তরিক গোপনীয়তা বজায় রাখা সংক্রান্ত। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সালে পাস হলেও Secrecy Act দীর্ঘদিন ধরে অনুশীলনের কারণে সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মাঝে দাপ্তরিক গোপনীয়তা বজায় রাখার প্রবণতাটি এখনও বিদ্যমান রয়েছে যা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে।

৩। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত কোন আর্থিক বরাদ্দ না থাকায় প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটানো সম্ভব হয় না।

৪। তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষসমূহের স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনবল সংকটের কারণে সঠিকভাবে তথ্য সংরক্ষণ করে 'স্বপ্রণোদিত' তথ্য প্রকাশের বিষয়টি নিশ্চিত করতে তথ্য কমিশনের মনিটরিং বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি।

৫। প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার আইনে যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করেছে, সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানে যথাযথ সুযোগ-সুবিধা যেমন- অন্যান্য কর্মকর্তাগণের যথাসময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সঠিক তথ্য সরবরাহকরণ, দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সরবরাহ প্রভৃতি সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

৬। তথ্য কমিশন জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সময়ে সময়ে জনঅবহিতকরণ সভার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । তদুপরি সমগ্র দেশের তৃণমূল পর্যায়ের জনগণ এখনও এই আইন সম্পর্কে অবগত নয়।

৭। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যে কমিটিগুলো করা হয়েছে সে কমিটিসমূহের মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের অভাব।

৮। অনলাইনে জনগণের তথ্য প্রপ্তিতে Online Tracking System এর প্রয়োগ এখনো চালু না হওয়া।

৫.১৬ (খ) তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের সুপারিশসমূহ

১। জনগণকে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণে সমগ্র জনগণকে আইনটি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত হওয়ার জন্য তথ্য কমিশনে জনবল বৃদ্ধির পাশাপাশি সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা এবং অবকাঠামোর পরিধি বিস্তৃত করা প্রয়োজন। তথ্য কমিশনের বিভাগীয় কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

২। আইনটিকে দ্রুত ও গতিশীল করতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহকে পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত আর্থিক বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে উৎসাহ প্রদান করা, লজিস্টিক সাপোর্ট এবং আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করার পাশাপাশি অন্যান্য কর্মকর্তাগণের যথাসময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সঠিক তথ্য সরবরাহে সহায়তা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

৩। তথ্য অধিকার আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ করতে হবে। 'স্বপ্রণোদিত' তথ্য প্রকাশের বিষয়ে কর্তৃপক্ষসমূহকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। এর ফলে সঠিকভাবে তথ্য সংরক্ষণ সম্ভব হবে এবং স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের আগ্রহও সৃষ্টি হবে। প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি করে তথ্য কমিশনের মনিটরিং বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৪। তথ্য অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন সাফল্যের দৃষ্টান্ত প্রচার করে জনগণকে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

৫। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যে কমিটিগুলো করা হয়েছে সে কমিটিসমূকে তথ্য অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে অধিক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬। অনলাইনে জনগণের তথ্য প্রপ্তিতে Online Tracking System সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে চালুর প্রয়েজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭। তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতন করতে তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচার করা যেতে পারে।

৫.১৭ উপসংহার

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাশের মাধ্যমে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির একটি আইনী ভিত্তি তৈরি হয়েছে। একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্রে পরিণত করতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা এই আইনের মূল লক্ষ্য। তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, জনঅবহিতকরণ সভা, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গঠিত কমিটিসমূহের নিয়মিত সভা, ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদকরণ, অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে কর্তৃপক্ষকে উদ্বুদ্ধকরণসহ তথ্য অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম তথ্য কমিশন পরিচালনা করেছে। জনগণের তথ্য প্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে তথ্য কমিশন ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী করেছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহকে বজায় রাখতে তথ্য কমিশন একনিষ্ঠভাবে কাজ করে গেলেও এই প্রবাহ বজায় রাখার দায়িত্ব সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের। সকল প্রতিষ্ঠান তাদের স্ব স্ব তথ্য উন্মোচনের মাধ্যমে এই প্রবাহ বজায় রাখলে তবেই এই আইনটির প্রণয়ন সফল হবে, তৈরি হবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, প্রতিষ্ঠা পাবে সুশাসন। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তথ্য কমিশন জনগণের তথ্য জানার আকাঙ্ক্ষা পূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তবে কমিশনের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণের ব্যাপক সচেতনতা ও আইনের চর্চার ওপর। এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত করে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বহুগুণে উজ্জ্বল হবে বলে তথ্য কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে এবং নতুন বিশ্বায়ন ব্যবস্থায় সমাজ পরিবর্তন হচ্ছে। অফিস আদালতের কার্যক্রম, সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে তথ্য সম্বলিত জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় তথ্য কমিশন বদ্ধ পরিকর। খাঁটি দেশপ্রেম এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে নতুন এক স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অবশ্যই ইতিবাচক অবদান রাখবে।

অধ্যায়

৬

পরিশিষ্টসমূহ

তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

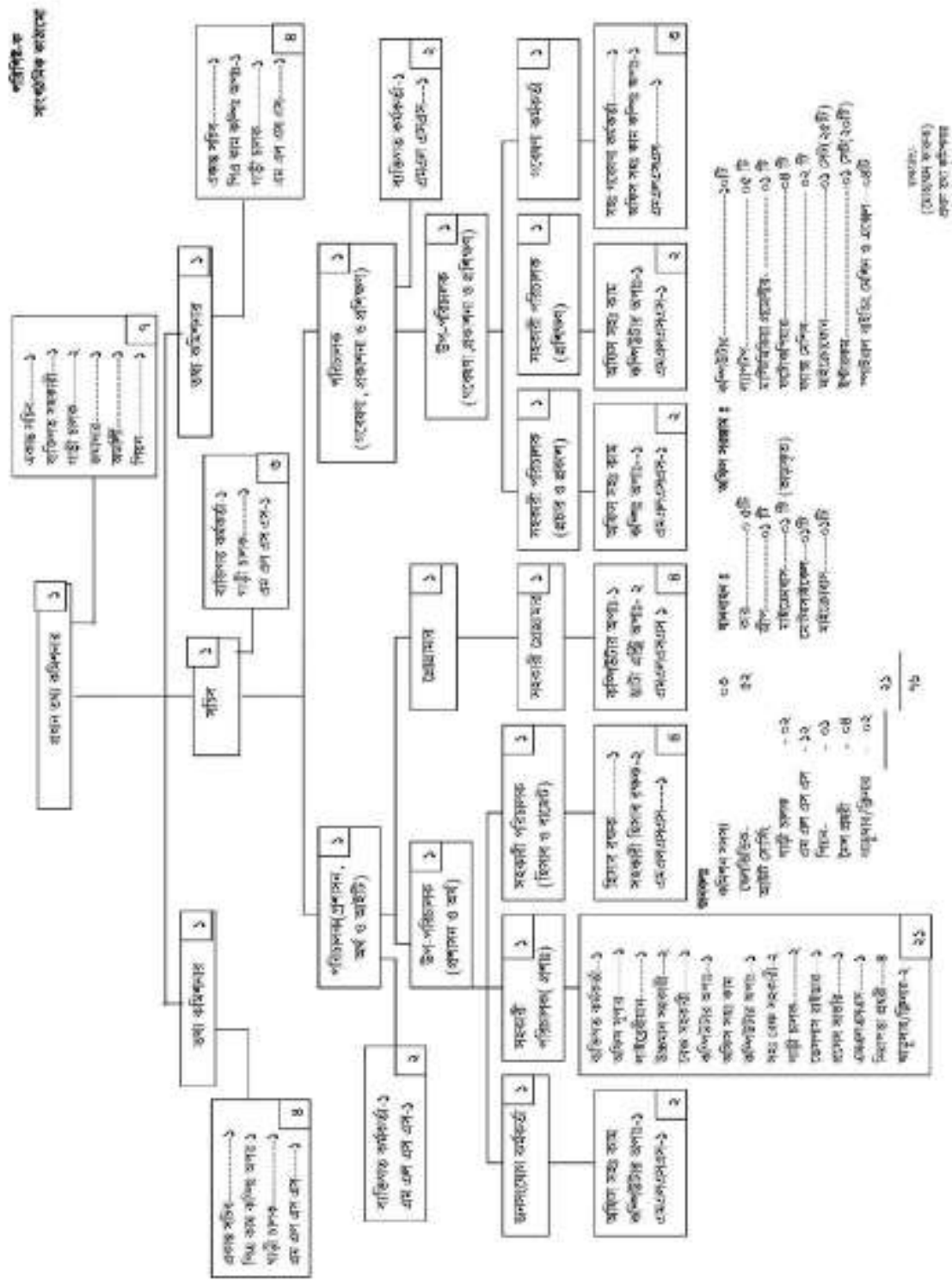

পরিশিষ্ট (খ)

মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনার

ক্র.নং	নাম ও পদবী	ইন্টারকম	দাপ্তরিক ফোন ও ফ্যাক্স	ফ্লোর/তালা	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর
১.	**ডক্টর আবদুল মালেক** প্রধান তথ্য কমিশনার	১০১	০২-৪১০২৪৬৬২ ১৮৩৩ (রেড ফোন) ফ্যাক্স- ৪১০২৪৬২৪		০১৮১০-০০৮০০৩ cic@infocom.gov.bd
২.	**জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*** তথ্য কমিশনার	১০৩	০২-৪১০২৪৬২৬		০১৭৩০-৩২১১৬২ (অফিস) ic1@infocom.gov.bd, suraiya123@yahoo.com

বর্তমানে তথ্য কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

ফ্যাক্স-০২-৪১০২৫৪১৪

ক্র.নং	নাম ও পদবী	ইন্টারকম	দাপ্তরিক ফোন ও ফ্যাক্স	আবাসিক	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর
	ড. মোঃ আঃ হাকিম সচিব (রুটিন দায়িত্ব)	১০৪	০২-৪১০২৪৬২৫		secretary@infocom.gov.bd
৪.	ড. মোঃ আঃ হাকিম পরিচালক (প্রশাসন অর্থ ও আইটি) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১০৫	০২- ৪১০২৫৪০১		director.admin@infocom.gov.bd
৫.	ড. মোঃ আঃ হাকিম পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)	১০৬	০২-৪১০২৫৪০২	০২-৫৫১২২৭৮৫	০১৭৩১-৩৬০৩৭৭ lagshoi2007@gmail.com
৬.	সোহানা নাসরিন উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১০৮	০২-৪১০২৫৪০৪	০২-৪১০২৫৪০৫	ddadmin@infocom.gov.bd
৭.	সোহানা নাসরিন উপপরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)	১০৭	০২-৪১০২৫৪০৫	-	dd.rpt@infocom.gov.bd
৮.	তামান্না তাসনীম তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব	১১২	০২-৪১০২৫৪০৭		০১৭২২-২৩২০১৯ tamanna.apudr1@gmail.com
৯.	শাহাদাৎ হোসেইন প্রধান তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১১০	৪১০২৫৪০৩	-	ps.cic@infocom.gov.bd
১০.	মোঃ সালাহ উদ্দিন সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	১১৫	০২-৪১০২৫৪০৯	-	০১৭১০৬৮৫৯৮৭ doinfocom@gmail.com, manik09823@yahoo.com
১১.	হেলাল আহমেদ সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	১১৭	০২-৪১০২৫৪১০	-	০১৭১৮-৭৮৩৫৮৮(ব্যক্তিগত) ad.admin@infocom.gov.bd
১২.	শাহাদাৎ হোসেইন সহকারী পরিচালক (হিসাব ও বাজেট)	১১৩	০২-৪১০২৪৬৩০	-	০১৭২২-৪৬৪৯৮৬ ad.acc@infocom.gov.bd shphydu@gmail.com
১৩.	লিটন কুমার প্রামাণিক সহকারী পরিচালক (প্রচার ও প্রকাশ) (অতিরিক্ত দায়িত)	-	০২-৪১০২৪৬৩১	৫৫০২৪৮৫৪	০১৭১০-৪৩৭২৬৬ pro@infocom.gov.bd

১৪.	রাবেয়া হেনা গবেষণা কর্মকর্তা	১০৯	০২-৪১০২৪৬২৮	-	০১৭২২-০৬৪৮৮০ hena.ju@gmail.com
১৫.	লিটন কুমার প্রামাণিক জনসংযোগ কর্মকর্তা	১১৯	০২-৪১০২৪৬৩১	৫৫০২৪৮৫৪	০১৭১০-৪৩৭২৬৬ pro@infocom.gov.bd
১৬.	মোঃ তরিকুল ইসলাম সহকারী প্রোগ্রামার	১২২	০২-৪১০২৫৪১১	-	০১৭৫০-০০৮২৬৫ ap@infocom.gov.bd tariqulislam3791@gmail.com
১৭.	মোঃ গোলাম কিবরিয়া ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রধান তথ্য কমিশনার	১২৪	০২-৪১০২৪৬২৭ (পিএ সেট)	–	০১৭২৩-৫০১৮৭০ po1@infocom.gov.bd
১৮.	লাবনী সরকার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিচালক (প্রশাসন)	১২০	০২- ৪৮১১০৬৩২ (পিএ সেট)	–	০১৯২৯-৫১৩০৫১ labonyruic@gmail.com
১৯.	মুন্না রানী শর্মা ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সচিব	১২১	০২-৪১০২৪৬২৫ (পিএ সেট)	–	০১৯২৯-৩৫৩৪৬৪ munnaicb@gmail.com
২০.	মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা, তথ্য কমিশনার	১২৬	৪১০২৫৪১৩ (পিএ সেট)	-	০১৯১৬-৬৭৮৫২৮ aro@infocom.gov.bd
২১.	মোঃ কহিনুর ইসলাম হিসাব রক্ষক	১১৮	০২- ৪১০২৪৬২৯	-	০১৭৪০-৯০১৯৬৭ mkislam1982@gmail.com
২২.	আসমা আক্তার লাইব্রেরীয়ান	১২৯	-	-	০১৭৭৭-৩২৯৭৮১ asmalibinfo@gmail.com
২৩.	মোঃ জাবির বিন আহসান অফিস সুপার, প্রশাসন শাখা	১২৮	০২- ৪১০২৪৬২৯ (প্রশাসনিক কাজের জন্য)	–	০১৭১৭-৪২৩৪৬৭ zabirbinahsan@gmail.com
২৪.	মোঃ মিজানুর রহমান কম্পিউটার অপারেটর, আইটি শাখা	১৫২	-	–	০১৭১০-১৮৭৬৬৪ mizanstat05@gmail.com co1@infocom.gov.bd
২৫.	আবু রায়হান পিএ টু আইসি	১২৭	০২- ৪১০২৫৪১২ (পিএ সেট)		০১৭১৭-১৪৩৮০৩ pa.cic.bd@gmail.com
২৬.	শারমিন সুলতানা উচ্চমান সহকারী, প্রশাসন শাখা	১১৪	০২- ৪১০২৪৬২৯	–	০১৯১৩-০৫১৬৪৬ sarmin1985nu@gmail.com
২৭.	মোহাম্মদ সোহেল রানা সহকারী হিসাব রক্ষক	১১৮	০২- ৪১০২৪৬২৯	-	sohelrana0706@gmail.com
২৮.	মোঃ মামুন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, আইটি শাখা	১৫৩	-	-	০১৭৩৭-৯৬৮৬৩১ mamun.icb@gmail.com it@infocom.gov.bd
২৯.	মৌ রানী বিশ্বাস ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, আইটি শাখা	১৫১	-	-	০১৮৪৩৮১৫১২৮ mourupa@yahoo.com
৩০.	জাকিয়া সুলতানা লাখি অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, অভিযোগ শাখা	-	-	-	০১৬৮২-০৩৩৬৯০
৩১.	সুজিত মোদক অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, অভিযোগ শাখা	-	-	-	০১৭১০-২৫৬৪৩৯ Sujiticb@gmail.com

৩২.	মোঃ সাইদুর রহমান, গাড়ীচালক	-	-	-	০১৯১৩-৪৬২৯১৯
৩৩.	মোঃ জালাল শেখ, গাড়ীচালক	-	-	-	০১৯২৩-২১৬৪৭০
৩৪.	মোঃ আবুল কালাম, গাড়ীচালক	-	-	-	০১৮১৪-২০৩০০৩ ০১৭৬০-৭২৩৭৭৬
৩৫.	জীহান প্রামাণিক, গাড়ীচালক	-	-	-	০১৭৭২৭৭৩২০৩
৩৬.	মোঃ মোক্তার হোসেন, ডেসপাস রাইডার	-	-	-	০১৮১৮-৬৫৬১৩০
৩৭.	মোঃ রুবেল শেখ, প্রসেস সার্ভার	-	-	-	০১৭৭৭৩২৯৭৮২
৩৮.	মোঃ জামিল হোসেন, জমাদার	–	–	–	০১৯৩৪-৩২৪১৭৪
৩৯.	মোঃ মাহাবুবুর রহমান বাচ্চু, অর্ডারলি	-	–	–	০১৭৩৪৪৪৭০৬৪

বর্তমানে তথ্য কমিশনে কর্মরত আউট সোর্সিং-এ নিয়োজিত জনবলের তালিকা

ক্র.নং	নাম ও পদবী	ইন্টারকম	দাপ্তরিক ফোন ও ফ্যাক্স	আবাসিক	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর
১.	মোঃ মোজাফফর হোসেন, গাড়ীচালক	-	-	-	০১৭৬৫৬৫১৪২৪
২.	মোঃ শরিফুল ইসলাম (তুহিন), গাড়ীচালক	-	-	-	০১৭২০১২২৪২৯
৩.	রনি ঘোষ, অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭২৬-২২৪২২৬
৪.	আঙ্গুরী খাতুন, অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭০৬-৮৫১৮৬৫
৫.	মোঃ খায়রুল ইসলাম, অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৫৮-৪৫৪৪৯৮
৬.	মো: মারুফ খান, অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৬০-৪৩৩৯৯০
৭.	মোঃ সেলিম উদ্দিন, অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৮১৪২৬৬৫০
৮.	মোছাঃ মর্জিনা খাতুন, অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৯৬১০৩৭০৪০
৯.	মোঃ সুমন হোসেন, অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭২৮-০৫৯১০৫
১০.	জয় ঘোষ, পিয়ন	–	–	–	০১৭৮৮৯৬৫৪০১
১১.	মোঃ সায়হাম উদ্দিন, অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৯৩২৭২২০৬৫
১২.	মোঃ হেলাল উদ্দিন, অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৩৮-৮১০৪৬১
১৩.	মোঃ আশিকুর রহমান আশিক, অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৫৫১৮৫৮২১
১৪.	ফাতেমা আক্তার (সেতু), পিয়ন	–	–	–	০১৭৭২৭৭৩২০৩
১৫.	মো: কামাল, অফিস সহায়ক	–	–	–	
১৬.	মোঃ মাহবুবর রহমান, নৈশ প্রহরী	–	–	–	০১৭৮৩-১৩৪০৭২
১৭.	মোঃ জসীম উদ্দিন, নৈশ প্রহরী	–	–	–	০১৭৫৬-২৯৪৪৯৯
১৮.	মোঃ কামরুল হাসান, নৈশ প্রহরী	–	–	–	০১৯৩৩-৩২৬৪৬৬
১৯.	মোঃ লুৎফুর রহমান, নৈশ প্রহরী	–	–	–	০১৭৭৭৯২৯২৪৭
২০.	শ্রী-রাজু, ক্লিনার	–	–	–	০১৬৭৫-৪৯৪৫২৮
২১.	লতা রানী, ক্লিনার	–	–	–	০১৭০৯-৯৪২০৭৬

তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০২২

১। **শিরোনাম:** এ নীতিমালা "তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০২২" নামে অভিহিত হবে।

২। **পটভূমি:**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য। তথ্য অধিকার আইন জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম একটি মাধ্যম। জনগণের অর্থে পরিচালিত সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে সরকার তথ্য অধিকার আইন পাশ করেছে। আইন পাশ করার পরপরই আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জনগণ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ হতে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে। জনগণকে তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুযায়ী প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকবেন যিনি জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান করবেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তথ্য কমিশন জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতে কাজ করছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ **বিভাগীয় কমিটি,** তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ **জেলা কমিটি এবং** তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ **উপজেলা কমিটি** গঠন করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটিসমূহ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। এই সক্রিয় ভূমিকাকে তথা তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকে আরো জোরালো করতে পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

৩। **উদ্দেশ্য:**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা, বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, উপজেলা কার্যালয়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি) হতে নির্বাচিতদের পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো। এ নীতিমালা অনুসরণ করে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে তথ্য অধিকার আইন চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার নিমিত্ত পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৪। **পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ:**

তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রতি ক্ষেত্রে (ছ ব্যতীত) দুইটি করে (প্রথম ও দ্বিতীয়) প্রদান করা হবে। যথা:

(ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগ

(খ) অধিদপ্তর/সংস্থা

(গ) বিভাগীয় কার্যালয়

(ঘ) জেলা কার্যালয়

(ঙ) উপজেলা কার্যালয়

(চ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

(ছ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রথম স্থান অধিকারী অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা

৫। মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

প্রতিবছর পূর্ববর্তী ক্যালেন্ডার ইয়ার অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হবে। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। নীতিমালায় বর্ণিত সূচক (Indicator)-এর ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা, বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, উপজেলা কার্যালয়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি) নির্বাচন করা হবে। পুরস্কার প্রদানের জন্য সুপারিশ করার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন চর্চার জন্য নিম্নের ছকে উল্লিখিত সূচকে মোট ১০০ নম্বর বিবেচনা করা হবে।

ছকঃ পুরস্কারযোগ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা, বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, উপজেলা কার্যালয় নির্ধারণের নিমিত্ত সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রঃ নং	সূচক	নম্বর
১	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধি ৩(১) এ বর্ণিত তফসিল-১ ও তফসিল-২ অনুয়ায়ী মূল্যায়ন (ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী)	৩৪
২	সিটিজেন চার্টার (ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত)	১০
৩	ই-ফাইলিং	০৬
৪	স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন (ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত)	১০
৫	বার্ষিক কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন {তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট অংশের মূল্যায়ন (যদি থাকে)}	০৫
৬	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	১০
৭	১. তথ্যের জন্য আবেদনের সংখ্যা ২. সরবরাহকৃত তথ্যের হার	০৫ ১০
৮	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগের সংখ্যা (নিম্নক্রমানুযায়ী)	০৫
৯	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত কমিশনে বহাল রাখার হার (ঊর্দ্ধক্রমানুযায়ী)	০৫

ছকঃ পুরস্কারযোগ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারণের সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রঃ নং	সূচক	নম্বর
১	অনলাইন প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত নম্বর	২০
২	তথ্য প্রাপ্তির জন্য গৃহীত আবেদন সংখ্যা এবং সরবরাহকৃত তথ্যের হার	২০
৩	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীল সংখ্যা (নিম্নক্রমানুযায়ী)	২০
৪	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমিশনে অভিযোগের সংখ্যা (নিম্নক্রমানুযায়ী)	২০
৫	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত কমিশনে বহাল রাখার হার (ঊর্ধ্বক্রমানুযায়ী)	২০

ছকঃ পুরস্কারযোগ্য তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কমিটি (বিভাগ, জেলা ও উপজেলা কমিটি) নির্ধারণের নিমিত্ত সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রঃ নং	সূচক	নম্বর
১	জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ: ১. তথ্য অধিকার বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠান ২. বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্য অধিকার বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন ৩. বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে RTI ক্যাম্প আয়োজন ৪. বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে RTI মেলা আয়োজন ৫. তথ্য অধিকার বিষয়ক ডকুমেন্টারী তৈরী (নাটক/গান/অন্যান্য)	 ৮ ৮ ৮ ৮ ৮
২	তথ্য প্রদান ইউনিট সংখ্যা ও নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা এবং নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সংখ্যা (নারী ও পুরুষ)।	৫+৫+১০=২০
৩	তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন- ১. আলোচনা সভা ২. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৩. র‍্যালী ৪. যোগাযোগ উপকরণ তৈরী/ বিতরণ	 ০৫ ০৫ ০৫ ০৫
৪	নির্দেশনা অনুযায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠানের সংখ্যা এবং প্রেরিত/প্রাপ্ত কার্যবিবরণীর সংখ্যা	১০+১০=২০

৬। তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রদানের জন্য বাছাই কমিটি গঠনঃ

প্রধান তথ্য কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা, বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, উপজেলা কার্যালয় ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্বাচন করবেন।

কমিটিঃ

প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন	আহবায়ক
তথ্য কমিশনারদ্বয়, তথ্য কমিশন	সদস্য
সচিব, তথ্য কমিশন	সদস্য
পরিচালক (গ.প্র.প্র.), তথ্য কমিশন	সদস্য সচিব

৭। কমিটির কর্মপরিধিঃ

গঠিত কমিটি নীতিমালায় বর্ণিত সূচক (Indicator)-এর ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা, বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, উপজেলা কার্যালয়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি) নির্বাচন করবেন। কমিটিতে প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্‌ট করা যাবে।

৮। পুরস্কারের মানঃ

পুরস্কার হিসেবে প্রতি ক্ষেত্রে একটি সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট প্রদান করা হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(মরতুজা আহমদ)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন, ঢাকা।

তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়), তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৩১, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২২ মে ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.৭৯.০০৯.১৮.০৪২—তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪.০০.০০০০.২২১.১৪.০৪৩.১৪,১৭৫ সংখ্যক স্মারকে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ নিম্নরূপভাবে সরকার পুনর্গঠন করল:

তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়):

১। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সভাপতি
২। অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য
৩। প্রতিনিধি, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৪। সচিব, তথ্য কমিশন	:	সদস্য
৫। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	:	সদস্য
৬। এনজিও প্রতিনিধি (আরটিআই-সংশ্লিষ্ট যেকোন ১টি)	:	সদস্য
৭। প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	সদস্য
৮। উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য-সচিব

(১) আরটিআই ওয়ার্কিং গ্রুপের কার্যপরিধি:

(ক) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ;

(খ) নির্ধারিত অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(গ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সাধন;

(ঘ) তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ (proactive disclosure) কার্যক্রমের অগ্রগতির জোরদাকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

(ঙ) বাংলাদেশে নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(চ) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণের নিমিত্ত ফোরাম গঠন; এবং

(ছ) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গৃহীত মাল্টি-সেক্টোরাল সুযোগের রেপ্লিকেশন।

(২) উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতি ৩ মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং উর্পযুক্ত কাজের অ্গ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে;

(৩) উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রয়োজনে বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা/বিশেষজ্ঞ কিংবা এ কাজের সহিত সম্পৃক্ত যেকোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৩১, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২২ মে ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.৭৯.০০৯.১৮.০৪৩—তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে সরকার তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি গঠন করল :—

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি :

০১.	বিভাগীয় কমিশনার	:	সভাপতি
০২.	ডিআইজি (সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ)	:	সদস্য
০৩.	মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার	:	সদস্য
০৪.	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)	:	সদস্য
০৫.	বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	:	সদস্য
০৬.	বিভাগের সকল জেলা প্রশাসক	:	সদস্য
০৭.	পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়	:	সদস্য
০৮.	অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট অঞ্চল)	:	সদস্য
০৯.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত (সংশ্লিষ্ট সার্কেল)	:	সদস্য
১০.	একজন অধ্যক্ষ (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১১.	পরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর	:	সদস্য
১২.	বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	:	সদস্য

মূল্য : টাকা ৪.০০

১৩.	বিভাগাধীন একজন উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৪.	উপপরিচালক, জেলা তথ্য অফিস	:	সদস্য
১৫.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৬.	একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৭.	একজন আইনজীবী (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৮.	তিনজন এনজিও প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৯.	দুইজন মহিলা প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২০.	সুশীল সমাজের দুইজন প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২১.	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য-সচিব

(১) কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(খ) তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশকারী এবং চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(গ) বিভাগের আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন;

(ঙ) বিভাগীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়;

(চ) জেলা অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটির কার্যক্রমের তদারকি ও উৎসাহ প্রদান;

(ছ) তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, তদন্তের আয়োজন ও এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং

(জ) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে বিভাগীয় পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

(২) কমিটি প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও তথ্য কমিশনে প্রেরণ করবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৩১, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২২ মে ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.৭৯.০০৯.১৮.০৪৪—তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪.০০.০০০০.২২১. ১৪.০৪৩.১৪.৬৪৩ সংখ্যক স্মারকে জেলা উপদেষ্টা কমিটি নিম্নরূপভাবে সরকার পুনর্গঠন করল :

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি

০১.	জেলা প্রশাসক	:	সভাপতি
০২.	পুলিশ সুপার	:	সদস্য
০৩.	সিভিল সার্জন	:	সদস্য
০৪.	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
০৫.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	:	সদস্য
০৬.	একজন অধ্যক্ষ (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
০৭.	নির্বাহী প্রকৌশলী (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
০৮.	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	:	সদস্য
০৯.	উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	:	সদস্য
১০.	উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	:	সদস্য
১১.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	:	সদস্য
১২.	জেলা শিক্ষা অফিসার	:	সদস্য
১৩.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	:	সদস্য
১৪.	সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)	:	সদস্য
১৫.	জেলা তথ্য কর্মকর্তা	:	সদস্য
১৬.	সভাপতি, জেলা প্রেস ক্লাব	:	সদস্য

মূল্য : টাকা ৪.০০

১৭.	সভাপতি, জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন	:	সদস্য
১৮.	সভাপতি, জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	:	সদস্য
১৯.	দুইজন এনজিও প্রতিনিধি (আরটিআই-সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২০.	দুইজন মহিলা প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২১.	সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি (সনাক অথবা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২২.	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য-সচিব

(১) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(ক) তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(খ) তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশকারী এবং চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(গ) জেলার আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন;

(ঙ) জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়;

(চ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি কার্যক্রমের তদারকি ও উৎসাহ প্রদান;

(ছ) তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, তদন্তের আয়োজন ও এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং

(জ) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে জেলা পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

(২) কমিটি প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য কমিশন এবং বিভাগীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৩১, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২২ মে ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.৭৯.০০৯.১৮.০৪৫—তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে সরকার তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি গঠন করল :

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি:

০১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	:	সভাপতি
০২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	:	সদস্য
০৩.	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৪.	সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৫.	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৬.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৭.	উপজেলা প্রকৌশলী	:	সদস্য
০৮.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৯.	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	:	সদস্য
১০.	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	:	সদস্য
১১.	একজন সাংবাদিক (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১২.	একজন আইনজীবী (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৩.	দুইজন এনজিও প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৪.	দুইজন মহিলা প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৫.	সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৬.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য-সচিব

(৬৩০৯)
মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(১) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(২) তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশকারী এবং চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(৩) উপজেলাধীন সকল ইউনিয়ন পরিষদ, সকল এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দেশি/বিদেশি অনুদানপ্রাপ্ত এনজিও এবং উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৪) তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়;

(৬) তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, তদন্তের আয়োজন ও এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং

(৭) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে উপজেলা পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

(২) কমিটি প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য কমিশন, বিভাগীয় ও জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd.

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
এফ-১৭/ডি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৪১০২৪৬২৫
ই-মেইল : secretary@infocom.gov.bd
ওয়েব-সাইট: www.infocom.gov.bd